প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক— অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

একাদশ পুনর্মুদ্রণ ঃ অক্টোবর, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ শিক্ষা

স্নাতকোত্তর স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায়

P G Education : 03 : 01 & 02

শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক বুনিয়াদ

(Sociological Foundation of Education)

রচনা

ড. সুকুমার বসু

সম্পাদনা

অধ্যাপক নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

P G Education : 03

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায় 1

শিক্ষা ও সমাজ
(Education And Society)

একক 1	❑ শিক্ষা প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্র	9 – 23
একক 2	❑ সামাজিকীকরণ	24 – 29
একক 3	❑ সমাজের (চিন্তায় ও ব্যবস্থাপনায়) পরিবর্তন	30 – 38
একক 4	❑ আধুনিকতা প্রসঙ্গ	39 – 42
একক 5	❑ সমাজের স্তরবিভাজন এবং বিচলন	43 – 53

পর্যায় 2

শিক্ষানিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ এবং সমাজপ্রসঙ্গ
(Sociological Theories and Social Issues in Education)

একক 6	❑ শিক্ষা প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদ এবং তাদের প্রভাব	57 – 66
একক 7	❑ অবাধ শিক্ষার সুযোগ	67 – 75
একক 8	❑ সামাজিক গোষ্ঠী	76 – 82
একক 9	❑ ব্যতিক্রমী আচরণ	83 – 89
একক 10	❑ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একটি সামাজিক অণুপ্রণালী	90 – 103

তৃতীয় পত্র ঃ প্রথমার্ধ

পর্যায়—১

(Module–I)

শিক্ষা ও সমাজ

(Education And Society)

একক ১ ☐ শিক্ষা প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ব (Sociology of Education)

গঠন

১.০ সূচনা (Introduction)

১.১ সমাজের বিবর্তন : সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Evolution of Society : A brief account)

১.২ শিক্ষা প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ব : ভাবার্থ এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রগুলি (Meaning and Scope of Sociology of Education)

১.৩ সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা প্রসঙ্গের নির্ধারক বিষয়গুলি—ধর্ম, শ্রেণি, সংস্কৃতি, প্রযুক্তিবিদ্যা, আর্থিক প্রসঙ্গ (Social Determinants of education—Religion, Class, Culture, Technology, Economic issues)

১.৪ সমাজের পরিকাঠামো এবং তার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি (ক) সমাজ (খ) আঞ্চলিক সংস্থান, জনসংখ্যা সৌহার্দ্য (Society and its constituent factors : Location, Population, Human Relations)

১.৫ (ক) শিক্ষা একটি সহ-সামাজিক প্রক্রিয়া (Education as a social sub-system)

১.৬ শিক্ষা প্রভাবী সমাজনিষ্ঠ আচরণ (Social functions of education)

১.৭ প্রশ্নাবলি

১.০ সূচনা (Indroduction)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন মণীষী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। এইগুলি বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কয়েকটি সর্বজনগ্রাহ্য ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি প্রভাবী স্বতঃস্ফূর্ত আচরণগুলিকে সমাজানুগ এবং সমাজ ও সংস্কৃতির প্রয়োজনানুগ করণের রীতি-নীতি এবং প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ও পরিণামকে আমরা শিক্ষা বলে থাকি। মানুষকে, সমাজ ও সংস্কৃতির অনুগামী করবার জন্য পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশে যে উপায় ও অনুশাসনগুলি অনুধাবন করা হয় সেগুলির সমন্বিত রূপকে আমরা শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষার প্রভাবে প্রকৃতির সৃষ্ট মানুষ সামাজিক এবং সংস্কৃতিবান মানুষে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে, রূপান্তরণের মাত্রা ব্যক্তিভেদে ও গোষ্ঠিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর সহজাত ক্ষমতা, আগ্রহ, সামাজিক চাহিদা এবং স্বীকৃতির উপর শিক্ষার পরিণতি নির্ভর করে।

উচ্চ শিক্ষায় সাফল্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং সমাজ জীবনে আর্থিক প্রতিষ্ঠার সমীকরণে, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে হিসাবের গরমিল পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক শিক্ষার পরিকাঠামো, পদ্ধতি এবং উপকরণগুলি, বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের উপজীবিকা নির্বাচনে এবং কর্মজীবনে উন্নতিলাভের সহায়ক হলেও, উক্ত শিক্ষা তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, চারিত্রিক শুদ্ধিকরণ এবং অধ্যাত্ম জীবনের উপলব্ধির মধ্যে কোনো সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়নি।

সংক্ষেপে, শিক্ষা একটি সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবী প্রক্রিয়া। একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা অনুসরণের পূর্বপুরুষদের উদ্যোগে উত্তরপুরুষদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। শিক্ষার দীক্ষা পরম্পরা-ভিত্তিক। এর ঐতিহ্যবাহী জীবনবোধের প্রভাব নবীন প্রজন্মের জ্ঞান, বুদ্ধি, সৃজনী প্রতিভা, এবং আচার-আচরণে লক্ষণীয় মাত্রায় পরিবর্তন আনে। সৃজন, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজ এবং শিক্ষা প্রত্যাশার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং, শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক বুনিয়াদ এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

১.১ সমাজের বিবর্তন ঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Evolution of Society : A brief account)

প্রাণী জগতের ক্রমবিবর্তন ধারায় প্রকৃতি আদিম মানুষ সৃষ্টি করেছিল। পরিবেশের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য প্রকৃতির অবদান হিসাবে মানুষ যে সব সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী হয়েছিল সেগুলির মধ্যে "দলবদ্ধ অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবার প্রবণতা অন্যতম। ক্রমশ, সেই আদিম মানুষের বংশধর সহ-অবস্থান, সহগামী জীবনযাত্রা এবং সহযোগিতার সুযোগসুবিধাগুলি বুঝতে পারে, দলবদ্ধভাবে একটি সীমিত স্থানে বসবাস করতে শেখে। স্থানটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে, সদলবলে তারা অন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে শেখে। এই সন্ধিক্ষণে মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ধীর গতিতে প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে একত্রে গমন, ভোজন, শয়ন, খাদ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রজন্মগত আবর্তনের সূত্রপাত হয়। এই বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি নিষ্পন্নের তাগিদেই শুরু হয় সমাজের ইতকথা। অনুকরণ এবং অনুসরণ পদ্ধতির সহায়তায় একটি প্রজন্মের মানুষের কাছ থেকে পরের প্রজন্মের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ক্রমে গড়ে উঠে একটি সুবোধ্য কিন্তু অদৃশ্য সহাবস্থানের ও সহয়োগিতার রূপরেখা। তৎসঙ্গে প্রকাশ পায় একটি সহজ ও সরল দায়বদ্ধতার মনোভাব। এইগুলির সমন্বিত জীবনযাপন প্রণালীর ফলশ্রুতি "সমাজ"—বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ বলতে যা বোঝায়।

মানব মনের কল্পনা, ভাবনা এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে অথবা রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বস্ততা, দ্বিধাহীন নির্ভরতা ইত্যাদি মানসিক জটিল বন্ধনগুলি আমাদের মনে একটি সুস্পষ্ট "আপনজনের" গণ্ডি সৃষ্টি করে এবং সেই সঙ্গে "পরজনের" ধারণা আনে। জীবনের পথযাত্রায় উক্ত "আপন"—"পরের" জটিল এবং বিচিত্র সম্পর্কের একটি সমন্বিত ধারণাকে সমাজরূপে গণ্ডিবদ্ধ করা হয়। সমাজানুগ আচরণের বহিঃপ্রকাশ এবং মিথস্ক্রিয়ার পরিণামে "সামাজিকতা" জন্ম নেয়। অধ্যাপক জিনসবার্গের মতে ঃ "The term society may be used to include all or any dealings of man with man, whether these may be direct or indirect, organised or unorganised, conscious or unconscious, cooperative or antagnistic." But, ...likness, commonness and cooperation are the foundation of society.

মানব সমাজের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল মানুষের মনে। মানব সমাজের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায় মানুষের বোধে। মানব সমাজের সৃষ্টি এবং বিস্তার মানুষের জীবনের প্রয়োজনে এবং তার প্রজাতি সংরক্ষণের কারণগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত। প্রাথমিক স্তরে সমাজের গণ্ডি পরিবারে সীমায় আবদ্ধ থাকে। সমধর্মী মনের সঙ্গে নিয়মিত মিথস্ক্রিয়ার ফলে সেই গণ্ডি প্রসারিত হয়। ক্রমে মানুষ অসমধর্মী মনের সংস্পর্শে আসে এবং স্বীয় স্বার্থে সহবস্থান করতে শেখে সংগঠিত সমাজ ব্যবস্থার আশ্রয়ে অথবা প্রতিষ্ঠানিক চালচলনগুলির অনুকরণে বা অনুসরণে। কিন্তু মানুষ স্বভাবত সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা পরিচালনা করতে আগ্রহী হয় এবং কিছু মানুষ সমাজ ব্যবস্থাকে নিরাপদ ও নির্ভরশীল আশ্রয় ভেবে সমাজ নিয়ন্ত্রী বিধি ও বিধানগুলির অন্ধ সমর্থক হয়। কিছু মানুষের বুদ্ধি, সামর্থ

এবং বিচক্ষণতায় পুষ্ট মানব সমাজের বিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু চরিত্র এবং গতি প্রকৃতি সরল থেকে জটিল হয়। ফলে কিছু মানুষ প্রতিবাদস্পৃহ হয়ে ওঠে বা সমাজ ব্যবস্থার গতানুগতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তনের উৎসাহী হয়ে উঠে। আস্তিক এবং নাস্তিক শ্রেণি, বিত্তবান এবং বিত্তহীন শ্রেণির উদ্ভব হয়।

সমাজের এই দ্বিতীয় স্তরে শাসক এবং শোষিত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় স্বভাবতই বিদ্রোহ এবং সংগ্রামের পটভূমিকা সৃষ্টি হয়। এই পটভূমিকায়, মানুষ স্বাবলম্বী এবং স্বাধীন জীবনের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে ওঠে। যন্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে শিল্পযুগের সূচনা হয়। দাসত্ব প্রথার অবসান ঘটে। শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনের পধ্বতি ও রীতিনীতি প্রস্তুত হয়। রাজার একনায়কত্ব এবং সমাজ পরিচালনার নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ মানুষ জনগণের পরিণত হয়, গণশক্তি জাগ্রত হয় এবং ক্রমশ রাজনৈতিক চৈতন্যসম্পন্ন মানুষের সংগঠন এবং নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, উদ্ভিদ এবং মানবেতর প্রাণী মাত্রেরই চেতনা আছে। ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় জীবের দেহযন্ত্র যত জটিল ততই জীবের চেতনায় স্পর্শকাতরতা বৃধ্বি পেয়েছে। এই স্তরে জীবের বোধশক্তি স্পর্শকাতরতা কেন্দ্রিক ইঙ্গিতগুলির উপর নির্ভরশীল থাকে (যে ইঙ্গিতগুলি স্বয়ংক্রিয় স্নায়বিক প্রত্যঅবর্তাধীন ক্রিয়া মাত্র)। ক্রমে, পৃথিবীতে মেরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী (স্থলচর, জলচর এবং উভচর) গুরুমস্তিষ্কযুক্ত প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। এই সব প্রাণীর পাঁচটি ইন্দ্রিয় সক্রিয়, স্মৃতিশক্তি উল্লেখযোগ্য, সিধ্বান্ত গ্রহণ ক্ষমতা অভিজ্ঞতা নির্ভর এবং সামাজিক চেতনার অঙ্কুরবাহী। এদের মধ্যে অধিকাংশই আত্মরক্ষা এবং প্রজাতি রক্ষায় পটু, সৃজনশীল এবং নিরাপত্তা সচেতন। এদের মধ্যে কিছু পরবর্তী সময়ে গুহামানব গোষ্ঠীর সঙ্গপ্রিয় হয় এবং জীবনযুধ্বে তাদের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সহচর রূপে থাকবার স্বীকৃতি পায়। সুতরাং, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের মুহূর্তগুলিতে যে সব প্রাণী শিক্ষা গ্রহণ, স্মরণ এবং প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারে তাদের মধ্যেই সমাজ জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়। যে সব প্রাণীর মধ্যে দলবধ্ব সহঅবস্থানের প্রবণতা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের একাংশকে মানুষ প্রতিপালন করে। প্রাচীন যুগ থেকেই গৃহপালিত জীব সমাজের আঙিনায় মানুষের কাছে অবাঞ্ছিত নয়। উদাহরণস্বরূপ রণাঙ্গনে অশ্ব বা হস্তি, গার্হস্থ জীবনে গবাদি পশু এবং বিপদসংকুল পথে নিরাপত্তার স্বার্থে সারমেয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১.২ শিক্ষা প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ব ঃ ভাবার্থ এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রগুলি (Meaning and Scope of Sociology of Education)

মানুষের দেহে ও মনে যেমন ক্রমবিবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট, বিস্ময়কর রূপান্তরণের চিহ্নে ভরপুর। তেমনি, মানবসৃষ্ট সমাজের পরিকাঠামো এবং চরিত্রে বিবর্তনশীল মানসিকতার প্রভাবী চিহ্নগুলি সুপরিপুষ্ট। মানুষের সমাজ বিবর্তনের আদিপর্বে দৈব প্রভাব এবং দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক সমাজ বীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তিরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। মানুষের অধিকার এবং সামর্থ দেবতার দান হিসাবে বিচার্য ছিল। বিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে অলৌকিক সাম্যবাদ (সব মানুষ ঈশ্বরের সন্তান), প্রভু (ঈশ্বরের প্রতিনিধি) এবং জন্মগত দাস প্রথায় দ্বিখণ্ডিত সমাজ, রাজা (জন্মসূত্রে ঈশ্বরের প্রতিভূ) এবং জন্মগত প্রজা সম্প্রদায় বিভাজিত সমাজ, ব্যক্তি স্বাধীনতায় প্রতিশ্রুত গণতান্ত্রিক সমাজের অভ্যুত্থান ঘটেছে। ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার সম্প্রতি অর্জন করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃত সমাজতন্ত্রী সমাজের বা সাম্যবাদী সমাজ অভ্যুদয়ের আশা করছে। আস্তিকেরা মনে করেন এই পরিবর্তন বিধিলিপি। নাস্তিকেরা মনে করেন এই পরিবর্তন ভারতীয়দের অর্জিত প্রগতি। নিরপেক্ষ বিচারে দেখা সমাজ-বিবর্তনের সব পর্যায়েই, আদি পর্ব থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সমাজের আশা, মানুষের সমাজ দরদী মন, মানুষের সামাজিক দায়বধ্বতা-নিষ্ঠ চৈতন্য এবং মানুষের উৎপাদনশীল সমাজ গঠনের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। সুপরিকল্পিত শিক্ষা পধ্বতি এবং প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প ব্যতীত সমাজের উক্ত আশা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়।

আদিম মানুষ দলবধ্ধ হয়েছে, সংগঠনহীন সমাজ সৃষ্টি করেছে নিজের প্রয়োজনে এবং শিক্ষা পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায়। প্রকৃতিজ উপাদান থেকে আগুনের সন্ধান পেয়েছে এবং পরে কপিকলের সাহায্যে নিয়েছে আপন সৃজনী প্রতিভায়।

মধ্যযুগের মানুষ সংগঠিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে, এক নায়কত্বের অনুগামী হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেছে সুসংহত সমাজ জীবনের পরিকল্পনায়।

আধুনিকযুগে, মানুষ জনশিক্ষায় আগ্রহী হয়েছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করেছে, সমাজতন্ত্রে শ্রধাশীল হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে শ্রেণি এবং বর্ণ বিদ্বেষহীন সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক হয়েছে এবং শ্রমভিত্তিক উৎপাদননিষ্ঠ মানব সমাজ গঠনের নীতি প্রণয়ন করেছে। সমাজের প্রয়োজনে, জনগণের জীবনধারার মান উন্নয়নে, অধুনা জাতীয় শিক্ষানীতির একমাত্র লক্ষ্য মানব সম্পদ সৃজন, সংরক্ষণ বংে প্রসারণ। এই পটভূমিকায়, সমাজ এবও শিক্ষা উভয়ে উভয়ের সম্পূরক বলবেল অত্যুক্তি হবে না।

শিক্ষার আলো প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছেচে। সেখানকার গ্রামবাসী গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করেছে। সেখানকার গ্রামীণ উন্নয়নের প্রকল্পগুলি এখন স্থানীয় পঞ্চায়েত রচনা করবেন— শোনা যাচ্ছে। এই প্রকল্পগুলির রচনা করার দায়িত্ব এতদিন যোজনা কমিশনের সদস্যদের উপর ন্যস্ত ছিল। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার প্রসার মূলত দায়ী। এখানে, 'বিপ্লব' শব্দটি অভিধানিক অর্থে বুঝতে হবে—একটি বিপরীতমুখী গতি, যা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মিথস্ক্রিয়ার ফলে (প্রয়োজনীয় হিসাবে) উদ্ভুত হয়।

শিক্ষার কল্পরূপ ঃ

শিক্ষা শব্দটির মূল, সংস্কৃত ভাষার "শাস্" (শাসন) শব্দে প্রোথিত। শাসন শব্দটি বিদ্যার্জন শব্দের সমতুল বলা যায় না। প্রাচীন ভারতে বিদ্যঅ অথবা জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি সমাজ-জীবনের সহবত শিক্ষার সঙ্গে সমতুলনীয় ছিল না। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা শব্দটি প্রযুক্ত হত সমাজানুগ আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যেমন শৃঙ্খলতাপূর্ণ আচরণ, আইনানুগ আচরণ, শাস্ত্রীয় বিধানসম্মত আচরণ, সংযত বা সহনশীল আচরণ ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য শিক্ষা সম্পর্কে ধ্যানধারণার উৎস ইংরাজি শব্দ 'এডুকেশন'। ওই ইংরাজি শব্দটি সমাজ অনুমোদিত পরম্পরাযুক্ত একটি বিজ্ঞানসম্মত পধ্ধতি—যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাবী গুণ এবং ক্ষমতার যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয়। উক্ত পধ্ধতির প্রযুক্তি বিষয়ে যিনি পারদর্শী তিনি একজন শিক্ষক। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয় অগ্রাধিকার পেলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ, বৃধ্বি এবং পরিপূর্তি। আবার শিক্ষকের ক্ষেত্রে বিষয় অগ্রাধিকার পেলেও শিক্ষকের লক্ষ্য থাকে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান, দক্ষতা এবং সহবত সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা—যার প্রভাবে শিক্ষার্থী সমাজের একটি মূল্যবান সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

সাম্প্রতিক "শিক্ষা" বিষয়ক ধ্যানধারণাগুলি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের সমর্থক, ব্যক্তির বিজ্ঞানচেতনার পৃষ্ঠপোষক এবং ব্যক্তির সামাজিক দায়বধ্বতার এবং আনুগত্যের নির্ধারক। আধুনিক শিক্ষার মুল উদ্দেশ্য প্রতিটি মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করা।

আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে ধ্যানধারণার সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিম্নলিখিত চিন্তানায়কদের বিবৃতিগুলির** ভাবার্ধ স্মরণ করতে পারি ঃ

* (১) The Utilitarian conception of Society. (২) Romanticism and organismic conceptions. (৩) The economic conception of Society. (৪) Conflict theory. (৫) Utilitarian Society. (৬) The social psychological approach.

** অধ্যাপক বি. আর. পুরকায়েতের প্রাসঙ্গিক সংগ্রহ এবং সঙ্কলনের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যস্ত।

(ক) শিক্ষা বিবর্তন চক্রে উদ্ভুত অসম্পূর্ণ মানুষকে সম্পূর্ণ করবার একটি প্রক্রিয়া। (স্বামী বিবেকানন্দ)

(খ) শিক্ষা মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির সমন্বিত রূপায়ণ করে (মহাত্মা গান্ধি)

(গ) শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানের ভূষণে শুধু সজ্জিত করে না, মানুষকে যথার্থ জ্ঞানী করে তোলে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ঘ) শিক্ষা মানুষকে সুস্থ দেহ এবং সুস্থ মনের অধিকারী করে, সৎ-চিৎ-আনন্দের সন্ধান দেয়, তাকে নিরবচ্ছিন্ন সুখী জীবনের সঙ্গে পরিচালিত করে। (এ্যারিস্টটল)

(ঙ) শিক্ষা মানুষকে ভবিষ্যত জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জনের প্রস্তুতি এনে দেয়। (স্পেন্সর)

সাধারণ "শিক্ষা" অর্থে আমরা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পিত পাঠক্রম অনুসারে পঠনপাঠনকে বুঝি। এই সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী শিক্ষক পরিবেশ এবং উপকরণ সহজলভ্য। এখানে সমাজের প্রয়োজন মতো অর্থকরী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর হয়। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তি বিশেষের সামগ্রিক বিকাশের এবং স্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ আগ্রহী। এখানে 'ব্যক্তি এবং সমাজের দায়বদ্ধতার' উন্মেষ করার বিষয়টি উহ্য থাকে। পাঠক্রমের তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির স্মৃতির মূল্যায়নের ভিত্তিতে ছাত্রের কৃতিত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানত আক্ষরিক জ্ঞান অর্জনের পীঠস্থানরূপে সমাজে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। এই ধরনের শিক্ষা সম্পর্কে ডঃ শেষাদ্রি বলেছেন ঃ

"Education refers to schooling—the process by which Society, through different institutions specially founded for the purpose, deliberately transmits its cultural heritage, its accumulated knowledge, value and skill from one generation to another."

পরন্তু, অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসহ, "এ্যাক্রিশন বা Jug and Mug মতবাদীরা বলেছেন ঃ

"Education is a process by which knowledge or information on a subject is acquired. According to it, the mind of the child is believed to be empty and it is filled with knowledge from the accumulated storehouse of knowledge of the teacher or the parent or an elderly member of the community."

উক্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচকদের মতে, "অ্যাক্রিশন মতবাদীদের যুক্তি অভ্রান্ত নয়। কারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যাবিক্রয় কেন্দ্র বলা যায় না। জ্ঞান আহরণের মধ্যেই শিক্ষার শেষ কথা থাকে না। আহরিত জ্ঞান বুদ্ধিতে পরিণত হয়, বিচক্ষণতাকে সমৃদ্ধ করে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনে।

অধুনা শিক্ষাবিদদের মতে, শিক্ষা মানুষের একটি জীবনব্যাপী বা চলমান প্রক্রিয়া যা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দেহ-মনের ক্ষমতা এবং অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে অভীষ্ট সাধনের পথে পরিচালিত করে, বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয় এবং চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে। শিক্ষার শুরু হয় 'দোলনায়' এবং শেষ হয় 'কবরে' (দুয়েন ভাইল)। কোগানের মতে, "Education does not mean only learning of reading, writing and arithmetic. It consists of development of head, heart and hand."

"জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ যথার্থ শিক্ষা পায়" (রেমন্ট)। (ব্যাপক অর্থে) শিক্ষা, সমাজজীবনের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির ধারক ও বাহক (জন্‌ডিউই)।

মানুষের জীবনে, শিক্ষা একটি চলমান জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষার সুরু হয় 'দোলনায়' এবং শেষ হয় মৃত্যু শয্যায়। মানুষ, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা অর্জন করে। সুতরাং শিক্ষাকে, জন ডিউই, জীবনব্যাপী অগ্রগতির ধারক এবং বাহকরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

অধ্যাপক হারিসের মতে, শিক্ষা সমাজতত্ত্বাশ্রয়ী হওয়া স্বতসিদ্ধ। ১৮৯৭ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার অধ্যাপক, ডক্টর আলবিয়ন স্মল সর্বপ্রথম সমাজবিদ্যার পঠনপাঠনে, শিক্ষকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সমকালীন, শিক্ষাতত্ত্বের অন্যতম পুরোধা অধ্যাপক ডিউই প্রতিটি শিক্ষালয়কে মূলত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে অনুপ্রণিত বিশিষ্ট শিক্ষাধিকারিক ডটনের প্রবন্ধে বিদ্যাভবনকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সর্বপ্রথম বর্ণনা করা হয়েছিল ঃ "The school is a social institution, its aim is social and its management, discipline, methods and instructions should be dominated by this idea."

১৮৯৫ সালে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগে সর্বপ্রথম বিদ্যালয় স্তরে সমন্বিত "সমাজবিদ্যা" (Social studies) পঠনপাঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধ্যাপক ব্রুকওভারের মতে ১৮৮৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে 'সমন্বিত সমাজবিদ্যা' (Social studies) পাঠ্যক্রমে অঙ্গীভূত হবার স্বীকৃতি পায়।

আমাদের পুস্তক এবং পাঠ্যসূচির বিষয় উক্ত সমাজবিদ্যার বিষয়গুলি থেকে ভিন্ন পথ ধরে, ভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়েছে।

১.৩ সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রসঙ্গের নির্ধারক বিষয়গুলি—ধর্ম, শ্রেণি, সংস্কৃতি, প্রযুক্তিবিদ্যা, আর্থিক প্রসঙ্গ (Social Determinants of Education—Religion, Class, Culture, Technology, Economic issues)

ধর্ম (Religion) : 'ধর্ম' শব্দের অর্থ সংধারণ করা বা ধরে রাখা। থর্ম চেতনার ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে, অধ্যাপক টাইলার কয়েকটি পর্যায়ের প্রভাব চিহ্নিত করেছিলেন। অসংগঠিত সমাজজীবনে খাদ্যের সন্ধানে, নিরাপত্তার কারণে এবং যে কোনো সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে একটি অপার্থিব, অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করত। পরবর্তী পর্যায়ে উত্থান ঘটেছে সাধারণ লোকের কাছে অবোধ্য একেশ্বরবাদ এবং শেষে অধিকাংশের কাছে দুর্বোধ্য নির্গুণ, অসীম, অনন্ত, অবিনশ্বর নিরাকাববাদ। সত্যাসত্যের জটিল আবর্ত থেকে মুক্তি পেতে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য অবশেষ প্রবর্তিত হল পৌত্তলিকতাবাদের অভ্যুত্থান। সাধারণ মানুষ নিজের প্রয়োজনে মূর্তির পূজারি হয়ে উঠল। সমাজ বহুধা হয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুগামী হয়ে উঠল। মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে ক্রমে প্রশ্নের উদয় হল—কোন দেবতা বেশি শক্তিমান, বেশি প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের সর্বত্র প্রাচীন সভ্যতার শেষপর্বে দেখা দিয়েছে একটি করে উল্লেখযোগ্য ধর্মযুদ্ধের কাহিনি। যার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি কিন্তু তার চোরাস্রোত কিছু মানুষের মনে ধর্মান্ধতার বীজ বপন করে দিয়ে গেছে।

সমাজবাসীদের সুসংবদ্ধ করার বা রাখার জন্য ধর্ম বিশ্বাসের ভূমিকা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সমাজজীবনে ধার্মিক ব্যক্তি পূজনীয়। বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠান পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দৈনিক বিদ্যাচর্চা শুরু হয় প্রার্থনা সংগীত গেয়ে। গণতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব সমাদৃত এবং সংরক্ষিত।

প্রসঙ্গক্রমে, ধর্মনির্ভর সমাজজীবন সম্পর্কে কয়েকটি প্রভাবী চিন্তাধারার উল্লেখ করা হল ঃ

১। "the god and the society are only one.....in worshipping God, men are in fact worshipping society. Society is the real object of religious veneration." (Emile Durk heim)

২। ".......religion promotes social solidarity by dealing with situations of emotional stress which threaten the stability of society." (Malinowski)

৩। "......religion (as a part of cultural system) provides general guidelines (norms) for conduct, a mechanism for emotional and intellectual adjustment against unforeseen odds of life by restoring the normal pattern of life, gives a meaning to life and sufferings (as ordvined by an invisible mentor). (Parsons).

৪। "It is the opium of the people to dull the pain produced by oppression....most religious movements originate in oppressed classes. It is an ilusion which eases the pain produced by exploitation and oppression; and it can make life more bearable by encouraging people to accept their situation philosophically." (Marx)

৫। "It is probably the most effective mechanism for the legitimation of universes of meaning." (Berger and Luckman).

সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে, সভ্যতার বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি, প্রাণী, উদ্ভিদ, মহান ব্যক্তি ত্ব কিছু প্রভাবশালী মানুষের সমর্থনে বিভিন্ন মাপের ধর্মমত জনপ্রিয় করেছে—স্বল্পস্থায়ী অথবা দীর্ঘস্থায়ী ধারণাকে মর্যাদা দিয়ে। বিবর্তনের সাম্প্রতিক পর্যায়ে 'মানবতা' ধর্মের মর্যাদা অর্জন করেছে 'সমাজ এবং সংস্কৃতি' কে সংকট মুক্ত করবার জন্যে। সেই সাধু প্রচেষ্টায় সমাজজীবনে ধর্মের প্রয়োজন যেমন যথোপযুক্ত মর্যাদা পেয়েছে তেমনভাবেই ধিকৃত হয়েছে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতা।

সমাজ-শ্রেণি (Class)

সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রসঙ্গগুলিতে, বিশেষত সমাজজীবনের বিষয়গুলিতে, "ক্লাস" (শ্রেণি) শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও এর সংজ্ঞা এখনো পর্যন্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। বিশেষত, শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ভর করে দেশ, প্রচলিত সমাজ-সংস্কার, আচরণ-বিধি এবং সামাজিক বিবর্তনের পথে গড়ে উঠা সংস্কৃতির উপর। সমাজজীবনে যেখানেই বৈষম্য প্রকট হয়েছে সেখানেই ক্রমশ কিছু মানুষ গোষ্ঠীবধ হয়েছে এবং শ্রেণিরূপে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন, বিত্ত বা সম্পদ, আঞ্চলিক বাসস্থান, উপজীবিকা, সামাজিক মর্যাদা বা কৌলিন্য এবং রাজনৈতিক মতবাদ বা সমাজচিন্তা।

হিন্দু রাজত্বের সমাজ ব্যবস্থায়, গুণ-কর্মভেদে পাঁচটি সমাজশ্রেণির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণিদের "বর্ণ" হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হত। সেই সময়ে বিভিন্ন সমাজশ্রেণির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের "বিচলন" প্রথার প্রচলন না থাকায় শ্রেণি বিভেদ প্রথা প্রজন্ম থেকে সঞ্চারিত হত। এই শ্রেণি সম্পর্কের প্রভাবে ক্রমে সমাজজীবনে "জাতিভেদ" প্রথার উদ্ভব হয়। বর্তমানে, সেই জাতিভেদ প্রথার প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হলেও, অস্তিত্ব লোপ পায়নি।

সমাজজীবনে আর্থিক সংগতির বৈষম্যের ভিত্তিতে ওয়েবর আর্থিক প্রাচুর্য এবং অপ্রাচুর্য; উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবত্ত; সম্পদশালী এবং সম্পদহীন শ্রেণির পরিকল্পনা করেছিলেন। উপজীবিকার সঙ্গে জড়িত পদমর্যাদা, উপার্জনসীমা, সম্পদের মালিকানা এবং জীবনযাত্রার ধরন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সমাজে কিছু ব্যক্তিকে অভিজাত শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সংক্ষেপে বৈভব এবং অভাব সাধারণত সমাজজীবনে শ্রেণির উদ্ভব করেছে। প্রথম শ্রেণির মধ্যে সমাজ পরিচালনা এবং প্রশাসনের ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে এবও এরা সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণি হিসাবে পরিচিত হন।

মার্কস তাঁর শ্রেণি এবং শ্রেণি সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় দুইটি সমাজশ্রেণির উল্লেখ করেছেন ঃ বঞ্চিত সমাজ শ্রেণি এবও বঞ্চক সমাজ শ্রেণি। বঞ্চিত শ্রেণির কর্মীদের মালিকদের আদেশবাহী কিছু কর্মীর নির্দেশে কাজ করতে হত। এই বঞ্চিত শ্রেণিকে মার্কস শ্রমিক শ্রেণির পর্যায়ে রেখেছিলেন। সমাজে এবং শিল্প পরিচালন ব্যবস্থায় লক্ষণীয় পরিবর্তন হওয়ায় মার্কস বর্ণিত শ্রমিকের সন্ধান সর্বত্র ঠিক পাওয়া যায় না।

শ্রমিকদের যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরা "পরিচালক কর্মী"—যাঁদের পারিশ্রমিক, জীবন যাত্রার সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে সুরক্ষিত এবং পর্যাপ্ত। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের কর্মীগোষ্ঠীর মধ্যে বঞ্চিতের দলকে মার্কস "শ্রমিক শ্রেণি" এবং পরিচালক কর্মীদের দলকে "শাসক শ্রেণি" রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। ওই দুটি দলের অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠানের মালিক বা কর্ণধার স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করতেন। উক্ত অসামঞ্জস্য এবং শাসকের শোষণ নীতির অবসানকল্পে মার্কস "শ্রেণি সংগ্রামের প্রকল্প" রচনা করেছিলেন। শ্রেণি সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য প্রতিটি কর্মীর মর্যাদা রক্ষা করা এবং সমাজজীবনে মানসিক বৈষম্য দূর করা।

হরলামবোস এবং হেলডের মতে ঃ

"Social stratification involves a hierarchy of social groups. Members of a particular stratum have a common identity, like interests, and a similar lifestyle. They enjoy or suffer from the unequal distribution of rewards in society, as members of different social groups." Social stratification, however, is only one form of social inequality— which may exist without social strata.

Strata subcultures tend to be particularly distinctive when there is little opportunity to move from one stratum to another. This movement is known as "Social mobility."

সংস্কৃতি (Culture) :

মানুষ সহজাত আকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে সামাজিক পরিবেশের ছাপ এবং প্রভাব থাকে না। সামাজিক পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গি, আশা-আকাঙ্খা, প্রচলিত জীবনযাত্রার নিয়ম কানুন, উপকরণ, মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, নীতি, সংস্কার ইত্যাদির প্রভাবে সে সফল সমাজজীবী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ক্রমশ তার আচার আচরণে, কথাবার্তায়, হাবভাবে, চালচলনে কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে—তার সমাজের বা সমাজজীবনের বৈশিষ্ট, যেগুলি তার সামাজিক স্বীকৃতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃতিকে সামাজিক বৈশিষ্টের প্রতীক বললে অত্যুক্তি হবে না।

কোনো একটি সমাজের সমাজজীবনের প্রভাব-বাহী বিষয় এবং বস্তু (উপকরণ) গুলির সমন্বিত রূপায়ণকে সংস্কৃতি বলা হয়। সংস্কৃতি সামাজিক রুচি এবং মূল্যবোধের প্রচলিত রূপ। যা সহজাত নয় কিন্তু যা অর্জন করবার ক্ষমতা বা সামর্থ মানুষের সহজাত। ওই সামর্থ অর্জন করবার সামাজিক প্রক্রিয়ার নাম সামাজিকীকরণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে শিখন।

মানুষ সংস্কৃতিসম্পন্ন হয় পারিবারিক পরিবেশে এবং প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশ। অধুনা সমাজ জীবনের পারিবারিক বা প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশে একাধি সংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয় কারণ বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন সমাজজীবনের মধ্যে বিচলনের সুযোগসুবিধা এবং সম্মতি লক্ষণীয় মাত্রায় বৃধি পেয়েছে।

"The culture of the society is the way of life of its members; the collection of ideas and habits which they learn, share and transmit from generation to generation." (Ralph Linton)

"Culture, therefore, has two essential qualities : firstly it is learned, secondly it is shared. Without it there would no human Society." (Kluckohn)

"Culture defines accepted ways of behaving for members of a particular society. Such definitions vary from society to society." (Haralambos & Heald)

পূর্বসুরীদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিখন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উত্তরসূরীদের মধ্যে সংস্কৃতির প্রভাব চালিত হয়। যে সংস্কৃতি যতটা জীবনমুখী সেই সংস্কৃতি ততটা ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী।

প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology)

মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রাণী জগতে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষ পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিবেশে উদ্ভূত হয়েছে। মানুষের কাছে প্রকৃতির প্রায় সব কিছুই ছিল অজ্ঞাত এবং রহস্যময়। মানুষের সীমিত দৈহিক শক্তি এবং সামর্থ এবং মানসিক শক্তির প্রাচুর্য মানুষকে জ্ঞানান্বেষী করে তুলেছিল। অপরিসীম কৌতুহল মানুষকে বিজ্ঞানের পূজারি এবং ক্রমে প্রযুক্তির গুণগ্রাহী করেছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সার্থকরূপে ব্যবহৃত হয় ব্যক্তির এবং সমাজের কল্যাণে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের অবদান বর্ণনাতীত। অনুরূপভাবে বলা যায় যে সমাজ জীবনের প্রগতির ক্ষেত্রে এবং সমাজ জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টায় প্রযুক্তির দান অনস্বীকার্য। প্রযুক্তিবিজ্ঞান মানুষের সৃষ্ট যন্ত্র জগৎকে এবং যন্ত্রজগতের পরিবেশকে মানবহিতৈষী এবং জীবনমুখী করতে পেরেছে। মানুষের কাছে যা অসাধ্য বা অতি-আয়াস সাধ্য মনে হত প্রযুক্তিবিজ্ঞান সেই বিষয় বা বস্তু অনায়াস লব্ধ করেছে।

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য অবদান মানুষকে সময় এবং দূরত্বের বাধা অতিক্রম করবার সম্ভাবনা দেখিয়েছে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ নিজের প্রয়োজনে এবং সমাজের কল্যাণে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের যাবতীয় তথ্য স্বল্প ব্যয়ে, সীমিত সময়ে এবং মানব শক্তির পরিমিত ব্যবহারে করায়ত্ত করতে পেরেছে।

অধুনা সমাজজীবনে শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, কৃষি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অবদানগুলি অনেক অনিশ্চয়তা, অনেক অস্বাচ্ছন্দকে দূর করে মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলেছে।

বর্তমান যুগের মানুষের কাছে তথ্য প্রযুক্তির (Information Technology) সমাদর এবং সার্থক ব্যবহারের রুচি, ওই বিজ্ঞানকে তৃতীয় প্রজন্মে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

ব্লনারের মতে শিল্প জগতের লাগাতার উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমক্ষেত্রের মালিন্য দূর করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি শ্রকিককে যন্ত্রদানবের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে "দায়িত্বশীল শ্রমিক" হবার সুযোগ করে দিয়েছে। বর্তমান সমাজের শ্রমিক উৎপাদনমুখী চিন্তাধারার সমর্থক হতে চায় কারণ "বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি" শুধু স্বয়ংক্রিয় নয় সেগুলি উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম। বর্তমান যুগের শ্রমিক বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির দৌলতে (১) একাকীত্বের অবসাদে ভোগে না, (২) অপরিছন্ন পরিবেশে কাজ করে না, (৩) সুসংবদ্ধ দলে কাজ করার সুযোগ পায় এবং (৪) জীবনের অবক্ষয়ে এবং অপচয়ে উৎপাদন করে না।

"the technology of automated production integrates the workforce as a whole." (Blauner)

"What is needed is a new technology, designed not only to produce goods at minimum economic cost, but also at minimum personal cost to the worker." (Blauner)

শিক্ষা এবং শিখন প্রসঙ্গে, বিশেষত প্রয়োজনীয় উপকরণের বা শিখন সহায়ক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অবদান বর্তমানের পটভূমিকায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৈদ্যুতিন যন্ত্রাদি (বেতার, দূরদর্শন যন্ত্র, টেপ রেকর্ডার, এবং কম্পিউটার) চতুর্থ বিপ্লব হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সম্প্রত, পন্নীর সেলভম, এবং সম্বনসের ভাষায় ঃ আধুনা শৈক্ষিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান "includes the development, application and evaluation of systems, techniques and aids in the field of learning. As such its scope encompasses educational objectives, media and their characteristics, criteria for selection of media and resources, management of resources, as well as their evaluation. The growing use of educational technology in todays schools has helped to release the techer from the routine role of information giving."

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ (Economic Issues) :

সমাজজীবনে এবং সমাজব্যবস্থায় সমাজজীবীদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন এবং বিপণন প্রক্রিয়ার সাফল্য আর্থিক মিতাচার নীতির ভিত্তিতে পরিকল্পিত। উৎপাদন প্রণালীতে অপচয়ের সুযোগ না থাকলে বিপণনের ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রিত হলে এবং পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন কেন্দ্রের আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের ও জীবনধারণের মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা উৎপাদিত বস্তুর বিপণন থেকে আয় অধিক হলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য ও কর্ম পরিবেশের স্বাচ্ছন্দ সুরক্ষিত থাকে।

সমাজ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের সঙ্গে সুস্থ অর্থনীতির নিকট সম্পর্ক বর্তমান যুগে সন্দেহাতীত। শিল্প যুগে সমাজজীবনের মান দেশের সুপরিকল্পিত অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন শ্রেণিতে, শিক্ষা, স্বনির্ভর প্রচেষ্টা, পারিবারিক সহয়োগিতা এবং সামাজিক বিচলন গণতান্ত্রিক সমাজজীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতার ইঙ্গিতবাহী।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের কল্যাণে সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখা, গৃহ নির্মাণের সুযোগ সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করা, সার্বজনীন নিরক্ষতা দূরীকরণে সক্রিয় সহযোগিতা করা ইত্যাদি দেশের জনসাধারণের মনে মানব সম্পদে রূপান্তরিত হওয়ার ক্রমবর্ধমান আগ্রহের ইঙ্গিতবাহী।

অধুনা সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল "মান-সচেতনতা"। সমাজ জীবনের পরিবেশ হবে উন্নত মানের। সমাজবাসী মানুষকে শিখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, দক্ষতা অর্জন করতে হবে—উন্নতমানের সমাজ-পরিবেশে বাস করবার যোগ্য বা উপযুক্ত হতে হবে। উন্নতমানের সমাজ জীবনযাপন করবার জন্য অর্থের প্রয়োজন নিশ্চয় আছে—সমাজবাসীদের প্রত্যেককে সেখানে বাস করবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য। উন্নতমানের সমাজ পরিবেশ এতই সুনিয়ন্ত্রিত হবে যে সেখানে দৈন্য এবং দারিদ্রের প্রভাব প্রকট হবে না। এই প্রসঙ্গে দৈন্য, দারিদ্র, অভাব ইত্যাদি শব্দগুলি নিঃসন্দেহে সম্পদাত্মক হলেও নিছক ধনাত্মক নয়। এই পরিবেশ সম্পদশালী, মানবসম্পদে পূর্ণ এবং প্রযুক্তির পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক। এই পরিবেশের সমাজবাসী সৃজনশীল, সচেতক শিক্ষার অনুরাগী এবং স্বীয় ক্ষমতার বিনিময়ে উপার্জনক্ষম। এই সমাজ পরিবেশের সমাজজীবী মাত্রেই সাক্ষর, সমাজ-সচেতন, শ্রমজীবী, এবং স্বীয় আর্থিক সচ্ছলতার নির্ধারক। এখানে সমাজ এবং সমাজবাসী উভয়েই উভয়ের সম্পূরক। এখানে সমাজ জীবীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সমাজকে সমৃদ্ধ করে পরিবর্তে সমাজ ব্যক্তি-জীবনের মান উন্নয়ন করে। ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় নিবদ্ধ এই 'নয়া অর্থনীতি' শিক্ষার আলোয় বিকশিত হয় এবং প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগে সমাজজীবনের মান উন্নয়ন করে— গণতন্ত্রের বুনিয়াদে নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে। সমাজমুখী শিক্ষার এই অবদান আজ সার্বজনীন স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এবং বিশ্বায়নের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে। এই শিক্ষা এবং শিখন প্রক্রিয়া চক্রপথে অবিরাম গতিতে আবর্তিত হয়ে চলেছে নিত্য নতুন পরিবর্তনকে প্রকাশ করে।

"....What is occuring today is a transition to a new type of society no longer based primarily on industrialism."

"....We are entering a phase of development beyond the industrial era altogether.......a new social order...." Knowledge economy.

* "A **knowledge economy** is one in which much of the wordforce is involved not in the physical production or distribution of material goods, but in their design, development, technology, marketing, sale and servicing. These employees can be termed 'Knowledge workers.'

"....it refers to an economy in which ideas, information and forms of knowledge underpin innovation and economic growth." (Giddens)

সমাজকল্যাণ এবং সমাজজীবনের মান উন্নয়ন উন্মুখ অর্থনীতি তাৎক্ষণিক জনমত এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সমৃধ। এই অর্থনীতির চিন্তা-ভাবনা এবং পরিকল্পনা আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের পধতি ও প্রক্রিয়া দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও সৃষ্ট।

সমাজ জীবনে এই অর্থনৈতিক সংগতির ধ্যানধারণায়, সমাজজীবী মানুষ মাত্রেই স্বীয় বুদ্ধি এবং ক্ষমতা (গুণ) অনুযায়ী মানবসম্পদে পরিণত হবার সুযোগ পেয়েছে। এখানে কর্মই ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, কর্মনিষ্ঠাই আনুগত্যের বিকল্পে প্রাধান্য পেয়েছে, কর্মসূত্রে প্রত্যেকেই কর্মী এবং 'সৃজক'। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন মনীষী, এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি মানবপ্রেমী অখণ্ড সমাজ জীবনের বিষয় চিন্তা করেছেন।

১.৪ সমাজের পরিকাঠামো এবং তার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি (ক) সমাজ (খ) আঞ্চলিক সংস্থান, জনসংখ্যা সৌহার্দ্য (Society and its constituent factors : Location, Population, Human Relations)

সমাজ (Society) : কোনো একটি বাসোপযুক্ত অঞ্চলে সহাবস্থান, নিত্য-নৈমিত্তিক মিথস্ক্রিয়া এবং সংসার জীবনের সুস্পষ্ট পরম্পরার ধারা পথে সমাজের কল্পরূপ চিত্রিত হয়েছে। সংস্কৃতি, সমাজজীবনের ফসল এবং বৈশিষ্টে অনন্য। দীর্ঘদিনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক মিথাস্ক্রিয়া সমাজ জীবনকে সংবন্ধ করে। অধ্যাপক হার্বার্ট মিডের মতে চরিত্রভেদে তিন ধরনের সম্ভাব্য মিথস্ক্রিয়া সমাজজীবনে সংঘটিত হয় ঃ

(ক) আন্তর্ব্যক্তিজ মিথস্ক্রিয়া (খ) আন্তর্গোষ্ঠীজ মিথস্ক্রিয়া এবং (গ) ব্যক্তি-গোষ্ঠী মিথস্ক্রিয়া।

পরবর্তীকালে, আন্ত-র্সম্প্রদায় মিথস্ক্রিয়া ও ব্যক্তি-সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী-সম্প্রদায় মিথস্ক্রিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রাক্ অধুনা সমাজের সমাজজীবনে সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং সন্নিকর্ষ আবধ সমাজ বন্ধনের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে সমাজ ব্যবস্থায় প্রভাবশালী ব্যক্তি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। পরবর্তীকালে, সংগঠিত সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিধি, বিধান, আচার-বিচার, বিশ্বাস-নির্ভর রীতিনীতি এবং গতানুগতিক মূল্যবোধের সাহায্যে ব্যক্তির আচরণকে সমাজানুগ করে রাখত।

বর্তমান যুগের সমাজ চেতনা এবং সমাজ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রের সুপরিকল্পিত সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ভারতে, রাজনৈতিক চৈতন্যবিশিষ্ট জন-প্রতিনিধি সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এখানে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য এবং সম-অধিকার নীতির সার্থক প্রয়োগে সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনকে সহযোগিতার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির ভূমিকা সর্বজনবিদিত।

আঞ্চলিক অবস্থান (Location) :

জনবসতির আঞ্চলিক অবস্থান, স্থায়ী বসবাসকারী বা অধিবাসীদের মানসিকতা এবং সমাজ জীবনকে লক্ষণীয় মাত্রায় প্রভাবিত করে। জনবসতি পল্লি অঞ্চলে, শহর অঞ্চলে অথবা নগরে, এবং নগরপ্রান্তে অবস্থিত শিল্পাঞ্চলে গড়ে উঠতে পারে। এই অঞ্চলগুলি সাধারণত নগরায়ণের ফলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আধুনিকতার প্রভাব ওই অঞ্চলগুলিতে সমানভাবে পড়েনি। ফলে, বিদ্যুত সরবরাহ, পথঘাট, যানবাহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ঘর গৃহস্থালির ও অবসর বিনোদনের সরঞ্জাম ইত্যাদির সহজলভ্যতায় বৈষম্য উক্ত অঞ্চলগুলির জনজীবন এবং সমাজজীবনকে প্রভাবিত করেছে।

কোথাও অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং নিরাপত্তার কারণে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করে কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান আশানুরূপ নয়। কোথাও বা শ্রেণি বৈষম্য, জাত বৈষম্য, অথবা বর্ণ বৈষম্যের প্রভাব উৎকট। আবার কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসীর মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিংবা ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট। কোনো কোনো অঞ্চলের একাংশ আধুনিকতার প্রভাবে উজ্জ্বল, অপরাংশ আধুনিকতার প্রভাব বর্জিত এবং অন্য কোনো অংশ উনবিংশ শতাব্দীর সমকালীন সমাজ জীবনের আচার-আচরণের, নীতিবোধ ও মূল্যবোধের স্বাক্ষরবাহী। অধ্যঅপক ইয়ুং তৎকালীন সমাজকে "মাস্ সোসাইটি" রূপে বিবৃত করেছেন।

অধ্যাপক ইয়ুং-এর ভাষায় ঃ

"Mass society is characterised by rationality, impersonal relations, extreme specialisation of roles, loneliness for the inspite of concentration of sheer members and loss of sense of intimacy and security."

তৎকালীন কলকাতা শহরের সমাজকে বলা হত "শহুরে বাবুদের সমাজ"। যে সমাজের শিরোমণি ছিলেন রাজা নবকৃষ্ম দেব বাহাদুর এবং সমাজ-সংস্কার কাণ্ডের মহানায়ক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়।

শহরের সমাজ, গ্রামের সমাজ, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণির সমাজ ব্যতীত, ভারতবর্ষে উপজাতির সমাজ, পার্বত্য উপজাতির সমাজ, ধীবর সমাজ, যাযাবর সমাজ, এবও ভবঘুরেদের সমাজ, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত সমাজগুলিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, কৃষিজ ফসল পশুজাত খাদ্য ইত্যাদির আঞ্চলিক বণ্টন ও বিনিময়ের মধ্যে একটি সরল অর্থনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সরল অর্থনীতি প্রভাবী আঞ্চলিক গ্রাম্য সমাে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে দুইটি অসংগঠিত সমাজজীবন ধারা ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে—পৃষ্টপোষক বা প্রতিপালক সমাজ জীবন ধারা এবং প্রতিপালিত সমাজ জীবন ধারা। যে ধারা অনুসরণে ক্রমে উদ্ভূত হয়েছিল জন্মগত "প্রভু বংশ" এবং জন্মগত "দাস বংশ"। পাশ্চাত্যের মতো "ফিউডাল লর্ড" এবং "দাসত্ব প্রথা" আমাদের দেশে প্রচলিত না থাকলেও "ভূস্বামী" এবং "ভূঁইদাস" পরিবার বা তাদের ভিন্নমানের সমাজ জীবনযাপন প্রণালী এবং বৈষম্যগুলি সম্পর্কে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। চরিত্রভেদে উক্ত বৈষম্যের প্রভাব শক, হুণ, পাঠান এবং মুঘল রাজত্বেও আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল।

জনসংখ্যা (Population) : পাশ্চাত্যে, শিল্পায়নের এবং নগরায়ণের প্রকল্প রূপায়িত হওয়ার সময়ে সাধারণ মানুষ যেমন শ্রম বিক্রয় করে অর্থোপার্জনের সুযোগ পেয়েছিল তেমনি পারিশ্রমিক দেওয়ার অবস্থা যাদের ছিল তারা পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করবার অধিকার পেয়েছিল। কম পারিশ্রমিকে কর্মী নিয়োগের প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত ছিল 'বঞ্চিত' এবং 'বঞ্চক শ্রেণি' উদ্ভূত হওয়ার ইতিবৃত্ত এবং (পরবর্তীকালে) বঞ্চনার মাধ্যমে সংগৃহীত বা সঞ্চিত অর্থকে মুনাফা ভেবে বঞ্চকের ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসে ব্যয় করবার অপপ্রচেষ্টা। এ পরিণতি ধারার কোনো একটি পর্বে সৃষ্টি হয়েছিল 'মালিক শ্রেণির' ও 'শ্রমিক শ্রেণির'। এখানে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক ছিল পুঁজীবান মানুষ এবং নিয়ন্ত্রিত ছিল পরনির্ভরশীল শ্রমিক। নিয়ন্ত্রক শ্রেণির সমাজজীবন ছিল প্রাচুর্যে ভরা, অভিজাত এবং নিয়ন্ত্রিত শ্রেণির সমাজজীবন ছিল দারিদ্রে ভরা, পতিত এবং অবহেলিত। উভয় শ্রেণির মধ্যে সৌর্হাদ্যের সম্পর্ক ছিল না—দুই শ্রেণির মানুষ এবং তাদের সমাজ জীবন প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুখর এবও নৈকট্যহীন হয়ে উঠেছিল। ওই সময়ের নগর জীবনে ও শিল্পাঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনে আইন নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণগুলি অগ্রাধিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করতেন তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী অভিজাত শ্রেণি। স্ব স্ব বাসস্থান ছেড়ে, বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের অভাবী মানুষ অর্থোপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উন্নতমানের সুখসুবিধা ভোগ করবার মানসে শহরে এবং শিল্পাঞ্চলের চারপাশে নতুন বসতি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল।

ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসংখ্যার চরিত্র শহর কিংবা শিল্পনগর অভিমুখী হতে শুরু করেছিল। ক্রমে শহরতলী জনবহুল হল, এবং পরিত্যক্ত অঞ্চলসমূহের জীবনযাত্রার মান অবনত হল। পশ্চিমবঙ্গের বিংশ শতাব্দীর

শেষ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী অনেক গ্রাম যেমন উপনগরের মর্যাদা অর্জন সেই রকম বেশ কিছু গ্রামের গৌরবময় অতীত অবলুপ্ত প্রায়। গ্রামীন জীবন ছেড়ে নগরজীবনের আকর্ষণে কোনো কোনো অঞ্চলের জনসংখ্যা স্ফীত হয়েছে আবার কোনো কোনো অঞ্চলের জনসংখ্যা হ্রাস পয়েছে। এই বৈসাদৃশ্য কেন হয়েছে এবং কীভাবে ওই বৈষম্য শিক্ষা প্রণালীকে ভারাক্রান্ত করেছে সেই বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হবে।

সৌহার্দ্য (Human Relations) :

সৌহার্দ্য বা সহৃদয় আচরণ আন্তর্ব্যক্তিজ সুসম্পর্কের বুনিয়াদ প্রস্তুত করে। সৌহার্দ্য ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এবং বর্ণ, শ্রেণি এবং পদমর্যাদা নির্বিশেষে মানুষকে শ্রধা করা যায় না। সহযোগিতা এবং সম্প্রীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজের সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয় থাকে। আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ বিশেষত বৈষম্যের কু-প্রভাব মুক্ত।

অধুনা সমাজজীবন কেবলমাত্র কর্মমুখর নয়। এই কর্মজীবন শিক্ষাশ্রয়ী, উৎপাদনশীল এবং স্বাবলম্বী মানুষের একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ সংগঠন। বর্তমান সমাজজীবনের অধিকাংশ সময় উপজীবিকা এবং সামাজিক দায়বধ্যতার সঙ্গে জড়িত থাকে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিল্পপতিদের নির্দেশমতো শ্রমিকদের কাজকর্ম তত্ত্বাবধানায় পরিচালকদের একটি ধারণা ছিল যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যারা কাজ করে, অর্থের লোভ দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে মাত্রাহীন শ্রম ক্রয় করা সম্ভবপর। সেই সময়ের শ্রমিকদের তদারকি পদ্ধতিতে অর্থের প্রলোভন প্রচ্ছন্ন থাকলেও তাদের সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টি অবহেলিত ও অবিবেচিত ছিল। তৎকালীন সমাজজীবনে বৈষম্যগুলির মধ্যে মালিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির বাদ-বিসম্বাদ এবং শিল্পাশ্রয়ী জীবিকা নির্বাহী জনজীবনকে অশান্ত ও ক্ষুব্ধ করে রাখত। অভিজাত এবং বঞ্চিত শ্রেণিতে দ্বিখণ্ডিত সমাজজীবনে পারস্পরিক সম্পর্কে আন্তরিকতা এবং সহৃদয়তার লেশ মাত্র ছিল না। "অধিক মাত্রা উৎপাদন" বিষয়টি প্রধানত গুরুত্ব পাওয়ার ফলে "সফল উৎপাদন" এবং শ্রমিক কল্যাণ প্রচেষ্টা এবং প্রকল্প গুরুত্ব বর্জিত ছিল।

এই সময়ে আমেরিকার চিকাগো শহরের ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হথোর্ন উৎপাদন কেন্দ্রে বেশ কয়েক বছর ধরে আচরণ বিজ্ঞানীর শ্রমিকদের কর্ম-প্রেষণা উন্নয়নের প্রভাবী কারণগুলির অনুসন্ধানে গবেষণা করে যাচ্ছিলেন। ক্রমে তাঁরা শেষ সিদ্ধান্তে স্থির করলেন যে শ্রমিকদের কর্ম পরিচালনা নীতিতে এবং পদ্ধতিতে আন্তরিকতার এবং সহৃদয় তদারকি পদ্ধতির মূলত অবিবেচিত রয়েছে। হথোর্ন গবেষকদের পরীক্ষার ফলাফল পাশ্চাত্যের শিল্প প্রধান দেশগুলিতে অভিনন্দিত হওয়ার পর তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলিতে সমাদর পায় বা অনুসৃত হয়।

"হথোর্ন এফেক্ট", উৎপাদনশীল কর্ম পরিবেশে পরিচালক এবং পরিচালিত কর্মী শ্রেণির মধ্যে "সহৃদয় তদারকি' পদ্ধতি অনুসরণে মিথস্ক্রিয়ার পথিকৃত। অথবা, উক্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মীবৃন্দের মিথস্ক্রিয়া সমৃদ্ধ কর্ম-তদারকি পদ্ধতিকে "সমবায় কর্ম পরিচালনা পদ্ধতির অগ্রদূত বললে অত্যুক্তি হবে না। ক্রমশ সমাজ প্রশাসনের এবং সমাজ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে "হথোর্ন এফেক্ট" এর প্রভাব স্বীকৃতি পায়।

১.৫ (ক) শিক্ষা একটি সহ-সামাজিক প্রক্রিয়া (Education as a social sub-system)

শিক্ষা সমাজ জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় সহযোগী প্রক্রিয়া। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ পরিণত হয়। পরিণত মানুষ সমাজানুগ আচরণে দক্ষ, রুচিবান এবং দায়-দায়িত্ব সেচতন—গুণমানসম্পন্ন সমাজ সম্পদ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার উপকরণগুলির সাহায্যে শিখন পদ্ধতিকে হৃদয়গ্রাহী করে। 'শিক্ষা অর্জন করা' অর্থে নতুন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করা, প্রয়োগ করতে পারা এবং শিক্ষার সাফল্য মূল্যায়ন করে সঠিক প্রয়োগকে অভ্যাসে পরিণত করা। শিক্ষা লাভের প্রতিটি সোপানে শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

''সংস্কৃতি'' শিক্ষার মাধ্যমে একটি প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে অনুপ্রবিষ্ট হয় বা সঞ্চারিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে শিক্ষার্থীদের আচরণ ঐতিহ্যবাহী ও সংস্কৃতিনিষ্ঠ করানোর দায়িত্ব মূলত শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত থাকে। সংস্কৃতায়ন পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হলে সমাজজীবন দিকভ্রষ্ট হয়, ফলে প্রজন্মের সমাজজীবন বিপন্ন হয়।

১.৬ শিক্ষা প্রভাবী সমাজনিষ্ঠ আচরণ (Social functions of education)

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে লিখিত, নাগরিকদের সাতটি মৌলিক অধিকার, সামাজিক স্বীকৃতি, এবং গণতান্ত্রিক সমাজজীবনের জ্ঞান ও সচেতনতা এবং ওইগুলির যথাযথ প্রয়োগের কথা স্মরণে রেখে ১৯৮৬ সালে ''জাতীয় শিক্ষা নীতি'' লোকসভায় অনুমোদিত হয়। এই শিক্ষা নীতির মূল উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক মূল্যমান অনুযায়ী মানব সম্পদ সৃজন এবং সম্পদমণ্ডিত, প্রগতিশীল সমাজজীবনের রূপায়ণ। উক্ত সৃজন এবং রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেবেন ঃ জাত, শ্রেণি ও ধর্ম নিরপেক্ষ মনোভাবসম্পন্ন ভারতীয় শিক্ষক সম্প্রদায়। কারণ, শিক্ষা প্রক্রিয়া এবং শিক্ষা পরিবেশ আশানুরূপ না হলে শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণ, সংস্কৃতি অনুরাগী মানসিকতা গঠন, এবং সামগ্রিক সামর্থ্যের মান উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না।

আধুনিক ভারতের নয়া শিক্ষানীতি এবং শিখন পদ্ধতি কতকগুলি আদর্শের ভিত্তিতে গড়া হয়েছে এবং যেগুলি বিশ্বমানের মানবসম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনাপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক সমাজজীবন সম্প্রসারণের অনুকূল। যেমন—

১। শ্রেণি-বৈষম্য হীন সমাজজীবন; ২। বিজ্ঞানসম্মত ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজজীবন; ৩। ভারতীয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; ৪। স্বনির্ভর অর্থ সঙ্গতি; ৫। ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সমাজ-প্রশাসন; ৬। জনকল্যাণমুখী সমৃদ্ধি; ৭। গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনের সম্প্রসারণ; ৮। সর্বাঙ্গীন সমাজকল্যাণ; ৯। আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির স্বীকৃতি; এবং ১০। গ্রাম-উন্নয়নের অনুকূলে নগর জীবনের সম্প্রসারণ।

এই কর্মযজ্ঞের প্রতিটি পর্যায়ে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষকদের নায়কত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

১.৭ প্রশ্নাবলি

[প্রতিটি নমুনা পত্রের উত্তর এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলির ক্রম অনুসরণ করলে লেখা সম্ভব হবে। উত্তর লেখার পূর্বে এই অধ্যায়ের প্রতিটি ছাত্র মন দিয়ে পড়লে উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য হবে। যেমন— ''সমাজ''-এর কল্পরূপ বর্ণনা কর— এই প্রশ্নটির উত্তর কোথায় আছে, অধ্যায়টি ভালো করে পড়া থাকলে শিক্ষার্থী সহজেই উত্তর করতে পারবে। উত্তরের ভাষা এবং বিন্যাস—উভয়ক্ষেত্রেই উত্তরদাতা নিজস্ব দক্ষতা প্রকাশ করবার যথেষ্ট সুযোগ পাবে। কোনো ব্যক্তি বিশেষের মত ব্যক্ত করবার সময়ে তাঁর নাম উদ্ধৃত করা বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষেত্র বিশেষে, ইংরাজি ভাষায় লিখিত বক্তব্য উত্তরদাতা (অনুবাদ না-করে) উদ্ধৃত করতে পারে। উত্তর পত্রের পরিচ্ছন্নতা এবং উত্তরদাতার হস্তাক্ষর স্পষ্ট হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।]

১। সমাজ ও শিক্ষার কল্পরূপ বর্ণনা করো। এদের মধ্যে যোগসূত্রের প্রকৃতি বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঅ দাও।

২। সমাজের কল্পরূপ বর্ণনা করো। সমাজ এবং শিক্ষার পরস্পর নির্ভরতা সম্পর্কে ধারণা দাও।

৩। টীকা লেখো ঃ (ক) সমাজ (খ) শিক্ষা।

৪। শৈক্ষিক সমাজ বিজ্ঞানের ভাবার্থ বর্ণনা করো। অধ্যাপক ব্রুকওভার সমাজ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রসঙ্গে যে সব ধারণাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক টেলরের মন্তব্যগুলি বিবৃত করো।

৬। শৈক্ষিক সমাজ বিজ্ঞান প্রসঙ্গে, শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করো। তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমার বক্তব্য বিবৃত করো।

৭। শৈক্ষিক সমাজ বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্রুকওভারের ক্ষেত্র ও আশ্রয়ী ক্ষেত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখো।

৮। শিক্ষা-নিয়ন্ত্রক সামাজিক প্রভাবগুলির নাম উল্লেখ করো। এদের যে কোনো দুইটির উপর টীকা লেখো।

৯। সমাজ জীবনের অঙ্গীভূত বিষয়গুলি উল্লেখ করো। এদের ভূমিকা সংক্ষেপে লেখো।

১০। টীকা লেখো ঃ (ক) শিক্ষা—একটি সমাজ-সহযোগী প্রক্রিয়া (খ) সৌহার্দ্য।

একক ২ ❑ সমাজিকীকরণ (Socialization)

গঠন

২.০ সূচনা (Introduction)

২.১ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া (Socialization Process)

২.২ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার স্বরূপ (Concept of Socialization)

২.৩ সামাজিকীকরণ, বিভিন্ন দায়িত্বশীল গোষ্ঠী এবং শিক্ষা ঃ পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্র সম্প্রদায়, ছাত্র গোষ্ঠী, সহপাঠীদের দল, শিখনের মাধ্যম, প্রশাসনিক শিক্ষা নীতি এবং ধর্ম (Agencies of Socialization and Education : Family, community, peer group, communication media, State policy and Religion)

২.৪ প্রশ্নাবলি

২.০ সূচনা (Indroduction)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তায় সামাজিকীকরণের কোনো সংজ্ঞা না থাকলেও একটি সুস্পষ্ট অনুমানের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের মতে প্রতিটি সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে যে সমস্ত সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য সেগুলির পূর্ণমাত্রায় বিকাশসাধন। এই উদ্দেশ্য সফল করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পর্যায় ভেদে শিক্ষক, ছাত্র এবং উপযুক্ত পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। শিক্ষকের প্রধান ভূমিকা পথের সন্ধান দেওয়া এবং পথ প্রদর্শন করা। ছাত্রের প্রধান ভূমিকা একনিষ্ঠভাবে অধ্যায়ন, অনুশীলন এবং সমগ্র পথ অতিক্রমণের পর অভীষ্ট লাভ। পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব বাল্যকালে পিতামাতার, কৈশোরে শিক্ষকের, গার্হস্থ্য জীবনে সহধর্মিনীর এবং বাণপ্রস্থে সম্পূর্ণ নিজের উপর থাকে। গুরু বা শিক্ষক, শিক্ষার্থীর ভাবী সম্ভাবনা বিচার করে তার শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন। সেই যুগে, সব শিশুই গুরুগৃহে অধ্যায়নের সুযোগ পেত না। তারা পিতামাতা এবং সমাজজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জ্ঞান লাভ করে সহজ, সরল ও দৈব প্রভাবের উপর বিশ্বাস রেখে জীবনযাপন করত। আমাদের দেশের পটভূমিকায় ওই ধর্ম-বিশ্বাসী সংস্কৃতির প্রভাবে পরিবারের মধ্যে পিতামাতার অভিভাবকত্বে যতটুকু আচরণ সংস্কার হত, তার ঐতিহ্যবাহী বর্তমানে প্রচলিত "হাতেখড়ি" থেকে "প্রাক্-প্রাথমিক সোপান" পর্যন্ত সমাজানুগ আচরণের শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সাধারণত "সামাজিকীকরণ" আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই পরিচ্ছেদে, বর্তমান শিক্ষা বিজ্ঞানের চিন্তায় এবং সমাজতত্ত্বের আলোকে "সমাজিকীকরণ" প্রক্রিয়ার স্বরূপ এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিস্ট আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ সামাজিকীরণ প্রক্রিয়া (Socialization Process)

নবজাতক শিশুর আচরণ মূলত সহজাত প্রবৃত্তি এবং শারীরবৃত্তের নির্দেশবাহী এবং শিক্ষার প্রভাব বর্জিত। শিশুর আচরণগুলিকে সমাজানুগ সাংস্কৃতিক প্রভাবী করবার জন্য প্রচলিত বংশানুক্রমিক রীতিনীতি সমন্বিত প্রচেষ্টাকে সংক্ষেপে সামাজিকীকরণ বলা হয়। সহগ, সরল সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে, পারিবারিক পরিবেশে, পিতামাতার প্রয়াসকে সংক্ষেপে সামাজিকীকরণ বলা হয়। প্রচলিত লালনপালন পথতির মাধ্যমে ও প্রভাবে শিশু সমাজ-অনুগামী হয়ে ওঠে।

২.২ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার স্বরূপ (Concept of Socialization)

পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, পারিবারিক ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গণে শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়। জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর, শিশু তার পিতামাতা ও অন্যান্য পরিচার্যাকারী স্বজনের তত্ত্বাবধানে সমাজের একজন হওয়ার, সংস্কৃতির অনুগামী হওয়ার এবং উত্তরকালে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার তালিম পায়।

এই সময়ে শিশুর সামাজিক সত্তার উন্মেষ ঘটে, আপন-পর জ্ঞান হয় এবং উচিত-অনুচিতের বোধোদয় হয়। সংক্ষেপে, শিশুর সমাজ-চেতনার বুনিয়াদ গঠন হয়। তার আচরণে পারিবারিক সংস্কৃতির ছাপ পরিস্ফুট হয়। শিশুর মনে স্বাতন্ত্রবোধ জন্মায় এবং সে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে। পাঁচ বছরের শিশুর আত্মসম্মান বোধ উপেক্ষণীয় নয়।

সামাজিকীকরণের প্রধান লক্ষ্যগুলি নিম্নে বর্ণিত করা হল ঃ

১। নবজাতককে পরিবারের ও সমাজের পরিচয়ে পরিচিত করা।

২। তার সর্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য বজায় রাখা।

৩। তার সুষম ব্যক্তি-মানসের বুনিয়াদ গঠন করা।

৪। তাকে সমাজ এবং পরিচিতদের প্রতি শ্রধাশীল করা।

৫। তাকে সমাজজীবনের প্রতি অনুরক্ত করা।

৬। তাকে বয়স অনুযায়ী স্ব-নির্ভর করা।

৭। তাকে বয়স অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করা।

৮। তাকে সহযোগিতামূলক খেলাধূলায় লিপ্ত করা।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সুস্থ পারিবারিক পরিমণ্ডলের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সমাজজীবনের আদ্য-প্রান্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন শিখন প্রক্রিয়ার প্রভাবযুক্ত। পরিবারের গণ্ডিতে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শৈশবের আচরণকে সমাজানুগ করে। পরিবারের গণ্ডির বাইরে বাল্যকালে, কৈশোরে, প্রাক-যৌবনে, যৌবনে এবং উত্তরকালে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিধিতে ও পরিবেশে সুপরিকল্পিত শিখন প্রক্রিয়া, সমাজস্থ প্রত্যেককে যোগ্যতা এবং আগ্রহের ভিত্তিতে স্বনির্ভর হোতে সাহায্য করে। কিন্তু শিক্ষা একটি স্বয়ংক্রিয়া ঘটনা নয়। সুতরাং, শিক্ষাকে পর্যায় ভেদে, প্রতিষ্ঠানগুলিতে চালু রাখবার দায়িত্ব কিছু কিছু অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা আছে।

২.৩ সামাজিকীকরণ, বিভিন্ন দায়িত্বশীল গোষ্ঠী এবং শিক্ষা ঃ পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্র সম্প্রদায়, ছাত্র গোষ্ঠী, সহপাঠীদের দল, শিখনের মাধ্যম, প্রশাসনিক শিক্ষা নীতি এবং ধর্ম (Agencies of Socialization and Education : Family, community peer group, communication media, State policy and Religion)

(ক) পরিবার ঃ

প্রচলিত সমাজজীবনে আমরা সাধারণত "আমাদের মতো" মানুষজনের সঙ্গে একটা সামাজিক পরিবেশে ও পরিমণ্ডলে একত্রে বসবাস করি। এখানে, "আমাদের মতো" অর্থে চলেন, বলনে, বিশ্বাসে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, বেশভূষায়,

আহারে, বিহারে, সংস্কারে এবং সংস্কৃতিতে বৈসাদৃশ্যের চেয়ে সাদৃশ্যের পরিমাণ বেশি। এদের "স্বজন" বললে অত্যুক্তি হবে না। স্বজনদের মধ্যে সব ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্ক থাকে না। যে সব ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্ক আইনানুগ পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে তাদের আমরা কুটম্ব বা আত্মীয় বলি (দূর অথবা নিকট সম্পর্কের ভিত্তিতে)। এ ছাড়া কর্মজীবনে, বৃহত্তর সমাজ জীবনে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বা আনুগত্যে আমাদের কিছু আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে (স্বল্পস্থায়ী অথবা দীর্ঘস্থায়ী)— যেগুলি প্রধানত প্রতিষ্ঠানিক স্বার্থ ভিত্তিক। এরা আত্মীয় বা স্বজন পর্যায়ে পড়ে না। এরা জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-ভাষা-সংস্কৃতি ব্যতিরেকে প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠী জীবনের সুখ-সুবিধা ভোগ করে। এছাড়া আইনসম্মত পরিণয় সূত্র যখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী এবং একজন পুরুষ আবদ্ধ হন তখন তাদের একটি যুগল সম্পর্কের ভিত্তিতে দম্পতি বলা হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একটি দম্পতির একটি পরিবার গঠন করবার অধিকার অর্জন করেন। এখানে "পরিবার" অর্থে দম্পতি এবং তাদের দাম্পত্য মিলনের ফলে সৃষ্ট সন্তানদের বোঝায়। এই সন্তান পিতার ঔরসজাত, মাতার গর্ভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং পিতামাতার আশ্রয়ে লালিতপালিত হবার অধিকারী।

(খ) গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় (Community) :

"নানা ভাষা", "নানা ধর্মমত", "নানা রাজনৈতিক আদর্শ", "নানা আঞ্চলিক পরিবেশ" যখন কিছু পরিবারকে একটি সামাজিক সূত্রে বা সম্পর্কে আবদ্ধ করে, তখন গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায়িক সমাজজীবনের সূত্রপাত হয়। এই সমাজজীবনের পরিধি সীমিত কিন্তু প্রভাব জোরালো। সাধারণত, কথ্য ভাষায়, আহার্য বস্তুর সুপকরণে বা আস্বাদনে, বেশভূষায়, সংস্কৃতি পালনে, বিশ্বাসে ও সংস্কারে, সংসার জীবনে নারী ও পুরুষের ভূমিকা পালনে কোনো একটি গোষ্ঠীজ সমাজজীবনের সঙ্গে অপর গোষ্ঠীজ সমাজজীবনের ভিন্নতা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

একটি দেশের নাগরিক হিসাবে এদের সামাজিক স্বীকৃতি বর্তমানে সংবিধান-সংরক্ষিত, এদের পারিবারিক জীবনের বুনিয়াদ এবং বিবাহ আইনসম্মত। এদের সমাজজীবনে সংস্কৃতির মিশ্র প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক গিডেন্স মন্তব্য করেছেন ঃ "In fact, there is nothing innate about ethnicity; it is purely social phenomenon that is produced and reproduced over time. Through Socialization. young people assimiliate the lifestyles, norms and beliefs so their communities."

"For many people ethnicity is central to individual and group identity. Ethnic minorities is more than a merely numerical distinction. People within the minority sometimes actively promote endogamy (marriage within the group) in order to keep alive their cultural distinctiveness."

এই ধরনের সাম্প্রদায়িক সমাজজীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণত নিরপেক্ষ হয় না। সুতরাং এদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাবে এদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় সঞ্চারিত বা সঞ্চালিত হয়ে থাকে। যার সুদূর প্রসারী প্রভাব জাতীয় ঐক্যের বা অখণ্ডতার পরিপন্থি। ইতিহাস বলে, সম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা এবং অনুরূপ প্রভাবগুলি মানবতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিবিরোধী।

(গ) সমবয়সী, সহপাঠিদের সাহচর্য (Peer group) :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে, কিশোর-কিশোরী গোষ্ঠী বন্ধুত্বের ভিত্তিতে পারিবারিক সমাজ পরিবেশের গন্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের মধ্যে প্রবেশাধিকার অর্জন করে। এই সন্ধিক্ষণে তারা তাদের বন্ধু বান্ধবের সাহচর্যে শৈশবের অপূর্ণ আশা-আকাঙ্খাগুলি পূর্ণ করবার উদ্যোগ নেয়। তারা বন্ধনহীন, স্ব-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে আগ্রহী হয়ে পড়ে।

সময়বয়সী ''বন্ধু-বান্ধব'' এবং ''ইয়ার-বক্সী'' কিশোর জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবী শক্তির উৎস কেন্দ্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে প্রতিটি কিশোর শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুযায়ী সমবয়সী সহপাঠীদের মধ্য থেকে ''বন্ধু-বান্ধব'' এবং ''ইয়ার-বক্সী'' মনোনীত এবং চিহ্নিত করে এবং প্রয়োজনমতো মিথস্ক্রিয়াবধ্ব হয়। পরিণামে, দুটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ''দলচক্র'' সৃষ্ট হয়।

''বন্ধু'' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—জ্ঞাতি, স্বজন, কুটুম্ব, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রিয়জন, পিতৃব্য। ''বন্ধু-বান্ধব'' অর্থে আত্মীয়স্বজন অথবা পরিবারের সুখ ও দুঃখের ভাগীদার—''রাজদ্বারে'' এবং ''শ্মশান ঘাটে'' স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে ব্যক্তির বা তার পরিবারের সঙ্গে বা পাশে থাকে।

''ইয়ার'' শব্দটির আভিধানিক অর্থ আমোদপ্রিয় বয়স্য/বন্ধু; বাচাল, অসংযমী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। ''ইয়ার-বক্সী'' অর্থে উক্ত ধরনের সঙ্গী বা ''সুখের পায়রা'' বিশেষ। মিত্র অর্থে শুভাকাঙ্খি, সহযোগী সহকর্মী, সহমত বা পথ অবলম্বী, সহ-সংগঠক ইত্যাদি বন্ধু-বান্ধব পর্যায়ভুক্ত নয়। পারিবারিক পরিবেশের সীমা অতিক্রম করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে কিশোর-কিশোরী দুটি জীবন ধারার সন্ধান পায়—প্রথমটি পঠন-পাঠন কেন্দ্রিক এবং দ্বিতীয়ত আদেশ উপদেশের বন্ধনহীন। প্রথমটিতে শিক্ষকের উপস্থিতি আবশ্যিক এবং দ্বিতীয়টিতে শিক্ষকের উপস্থিতি অনাবশ্যিক। দ্বিতীয়টিতে তাদের চালচলন, ভাবভঙ্গি, আদবকায়দা, ভাবনাচিন্তা তারা নিজেরা স্থির করে। তারা পারিবারিক জীবনের সামাজিক অনুশাসনগুলির সত্যাসত্য যাচাই করে এবত উত্তরকালে তারা কীভাবে চলবে অথবা তাদের আদর্শ কে হবে বা কে হবে না সেই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে।

সমবয়সী সহপাঠীদের মধ্যে তারা বন্ধুবান্ধবের সন্ধান পায়, সংস্পর্শে আসে এবং পরামর্শ করার সুযোগ পায়—যা শিক্ষার্থীর আজীবনের সম্পদ হয়ে থাকে। আবার, কোনো কোনো শিক্ষার্থীদের ইয়ার-বক্সীদের পাল্লায় পড়ে, তাদের কুপরামর্শে বিপথগামী হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণত, সমবয়সী সহপাঠীদের সাহচর্যের প্রভাবে যদি শিক্ষার্থীদের কাছে শৈঐবের সামাজিকীকরণ এবং পরিবারের ভূমিকা মূল্যহীন, নিরর্থক মনে হয় তাহলে প্রকৃত বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শগুলিও মূল্যহীন হয়ে পড়ে, সেই সঙ্গে অভিভাবকদের ভাবমূর্তির অবমূল্যায়ন হয়, শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি অনীহা দেখা দেয় এবং শিক্ষকদের আদেশ-উপদেশগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়। বিশৃঙ্খল শিক্ষার্থীদের ইন্ধন জোগায় ইয়ার-বক্সীর দল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের চরমপন্থী মনোভাব ''ছাত্র-অসন্তোষ'' আকারে সমাজ জীবনকে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনকে পর্যুদস্ত করে।

সংক্ষেপে, সমবয়সী, সহপাঠীদের সংসর্গ সুস্থ সমাজচিন্তার পরিপোষক হওয়া সমাজজীবনের মান উন্নয়নের পক্ষে একান্তভাবে কাম্য।

(ঘ) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (School) :

স্বাধীন দেশগুলির সমাজব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে সমাজজীবনে ত্রিস্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। প্রাথমিক স্তরে বা পর্যায়ে, শিশুর মনে সমাজচেতনা জাগিয়ে তোলা এবং প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান, লোক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিবারের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এই সামাজিকীকরণ শিশুর সামাজিক পরিচয়ের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

পরবর্তী স্তরে বা পর্যায়ে প্রাক্ কৈশোর, কৈশোর এবং যৌবনে, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রতিটি ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত করা এবং সামাজিক দায়বধ্বতাসম্পন্ন সুনাগরিক হতে সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্য সফল করার দায়িত্ব আংশিকভাবে পরিবারের এবং প্রধানত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম তিনটি পর্যায়ে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা) শিক্ষার্থীকে ''সমন্বিত মানব সংস্কৃতি'' অথবা সভ্যতা সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দেয়।

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থী পরিবর্তনশীল জগত সমাজের অধুনা প্রচলিত জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, ললিত কলা, ক্রীড়া ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত এবং কুশলী হওয়ার সুযোগ পায়।

বর্তমান মানবতাকেন্দ্রিক, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সমর্থক সমাজজীবনে এবং সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা-প্রক্রিয়া, শিক্ষা পদ্ধতি, পাঠক্রম এবং শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন বা যোগ্যতা বিচার, বহুলাংশে সমাজের প্রয়োজন ভিত্তিক। একটি শিক্ষিত মানুষ, সমাজের একটি সফল উৎপাদক। প্রতিষ্ঠানিক সমাজজীবনে নিত্য নিয়মিত সান্নিধ্য এবং মিথস্ক্রিয়ার প্রভাবে ছোটো ছোটো দল সৃষ্টি হয়। এই দলগুলি সমবেত প্রচেষ্টায় উৎপাদনশীল কর্ম সম্পাদনে নিপুন হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্ম জীবনের মান নির্ণয়ে এই ছোটো ছোটো দলকে একক হিসাবে গণ্য করা হয়।

গণতান্ত্রিক সমাজজীবনে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন পদ্ধতিতে বর্তমানে ছোটো ছোটো দলের সমবেত প্রচেষ্টায় কর্ম সম্পাদনার কৌশল শিক্ষার্থীদের রপ্ত করার সুযোগ দেওয়া হয় (জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৮৬)।

শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং বিশ্বায়ণ সমাজ জীবনকে কর্মতৎপর এবং প্রযুক্তি-নির্ভর হতে বাধ্য করেছে। আট থেকে চব্বিশ বছর পর্যন্ত বয়সের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে স্বাস্থ্যবান, কর্মতৎপর, প্রযুক্তি-নির্ভর এবং যৌথ উদ্যোগে কর্ম সম্পাদনে দক্ষ করে তোলার দায়িত্ব প্রধানত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিন্তাধারা, পদ্ধতি এবং পাঠ্যসূচিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সংক্ষেপে, বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন মানব সম্পদ উৎপাদনের কর্মকেন্দ্র। এখানের পরিবেশ শিক্ষার্থীকে 'পরীক্ষার ভয়' মুক্ত করে আজীবন শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহী করে তুলবে—স্বীয় শ্রীবৃদ্ধি এবং সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির কারণে। উত্তরকালে সমাজজীবনে ওই শিক্ষার্থীর চাহিদা অক্ষুণ্ন থাকলে তার আর্থিক এবং সামাজিক সঙ্গতি অটুট রাখবার বিষয়টি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সুস্বীকৃত।

(ঙ) শিখনের মাধ্যম (Media) :

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির কল্যাণে, মাত্রাভেদে, সমাজ জীবনের মান উন্নত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখন প্রণালীর অনুষঙ্গগুলি উক্ত মান উন্নয়নের সাক্ষ্যবাহী। গণমাধ্যমের প্রভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ এখন আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছেচে।

গণমাধ্যমের অগ্রণী দৈনিক সংবাদপত্র মুদ্রণের উচ্চগতিসম্পন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাঠ্যপুস্তকগুলি জনসাধারণের প্রয়োজনে সুলভ মূল্যে বিক্রিত হচ্ছে। সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রপত্রিকায় এখন সাধারণ জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানে, সর্বস্তরের মানুষের কাছে দৈনিক সংবাদপত্র একটি নিত্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন উপকরণ হিসাবে সমাদৃত। সংবাদপত্রের শিক্ষা-মূল্য সাংবাদিকদের সংবাদ সততার উপর মূলত নির্ভরশীল থাকায় প্রকাশিত সংবাদ বিচিত্রা পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের মতোই নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য হয়।

"For half a century or more, newspapers were more or less the chief way of conveying information quickly and comprehensively to a mass public. Their influence has waned with the rise of radio, cinema and television. Electronic communication of our time has markedly affected the unique worth of newspaper for mass education." (Giddens)

"....the reign of the personal computer was over while a global system of interconnected computers —the internet has started to get access to occupy its place." (ibid)

এই ক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সঙ্গতির বিষয় বিশেষভাবে বিচার্য।

(চ) রাষ্ট্রনীতির ভূমিকা (State Policy) :

কল্যাণকামী রাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সম্ভাব্য সুযোগসুবিধা এবং অনুদানের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গতির বৈষম্যগুলি দূর করবে। কারণ, গণতান্ত্রিক, কল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সুযোগসুবিধা ভোগ করবার অধিকার বৈষম্যের প্রভাব বর্জিত। উক্ত নীতির সার্থক রূপায়ণের দায়-দায়িত্ব সর্ব ক্ষেত্রে প্রশাসরে উপর ন্যস্ত থাকে। প্রশাসন আয়কর সংগ্রহের মাধ্যমে কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। সেইমতো, শিক্ষা-কর সংগ্রহ করে শিক্ষার প্রসারে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলিকে চালু রেখেছে। প্রকল্পগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হয়। (ক) নিরক্ষরতা দূরীকরণ। (খ) বাধ্যতামূলক প্রাথমমি শিক্ষা। (গ) মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারণ। (ঘ) অনুন্নত শ্রেণির শিক্ষার সুযোগ। (ঙ) প্রতিবন্ধীদের স্ব-নির্ভরতা প্রশিক্ষণ। (চ) দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগসুবিধা দান।

(ছ) ধর্ম (Religion) :

অধুনা স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে জনকল্যাণ নীতির প্রভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। কোনো সময়ে দেশে শিক্ষাদানের পীঠস্থানগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত ছিল। যেমন, সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী বিদ্যাগুলিরচর্চা মন্দির সংলগ্ন টোলে, আরবি ও ফারসি ভাষাশ্রয়ী ইসলাম ধর্মী বিদ্যাগুলির চর্চা সমজিদ সংলগ্ন মক্তবে, ইংরাজি ভাষাশ্রয়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা মিশনারিদের পরিচালিত স্কুল বা কলেজে হত। সেই সময়ে শিক্ষার ব্যয়ভার ধর্ম প্রতিষ্ঠান বহন করত।

অধুনা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকল্পগুলি জাতীয় শিক্ষা নীতির ভিত্তিতে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়। এখানে শিক্ষার ব্যয়ভার রাষ্ট্রীয় প্রশাসন মূলত বহন করেন। সুতরাং, সমাজমুখী ও মানব সম্পদ সৃজনী শিক্ষা প্রসঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেই বললেই চলে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায় যে কোনো কোনো মানবতা ধর্মী, সেবাব্রতী, ধমষ্ম-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার, সুচিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা দূরীকরণ প্রচেষ্টা এবং লোক সংস্কৃতি সংরক্ষণ, আর্ত ও পীড়িত মানুষের সেবা, জাতীয় একাত্মবোধ সম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রকল্পগুলি নিঃসন্দেহে আধুনা শিক্ষা নীতির সহায়ক।

২.৪ প্রশ্নাবলি

১। সামাজিকীকরণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? এই প্রসঙ্গে পরিবারের ভূমিকার গুরুত্ব আলোচনা করো। এই প্রসঙ্গে পার্সনসের বক্তব্য উদ্ধৃত করো।

২। পরিবারকে প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন? পরিবারের দায়িত্বে শিশুর সামাজিকীকরণের লক্ষ্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩। গোষ্ঠীজ বা সাম্প্রদায়িক সমাজজীবন (অথবা 'এথনিসিটি') কীভাবে গড়ে উঠে? এই সমাজের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তোমার মতামত উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৪। টীকা লেখো (যে কোনো দুইটি)

(ক) সমবয়সি বন্ধুদের গোষ্ঠী জীবনের ভূমিকা ও দায়িত্ব

(খ) সামাজিকীকরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অথবা

(গ) প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

৫। সামাজিকীকরণের দায়িত্ববাহী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব সম্পর্কে তোমার ধারণা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

একক ৩ ❑ সমাজের (চিন্তায় ও ব্যবস্থাপনায়) পরিবর্তন (Social Change)

গঠন

৩.০ সূচনা (Introduction)

৩.১ সমাজের পরিবর্তন—ভাবার্থ (Meaning of Social Change)

৩.২ সমাজজীবন পরিবর্তনের প্রভাবী কারণগুলি (Factors of Social Change)

৩.৩ প্রশ্নাবলি

৩.০ সূচনা (Indroduction)

সমাজ ব্যবস্থায় ও সমাজজীবনে দুইটি পথে পরিবর্তন আসে—সামাজিক বিপ্লবের পথে অথবা সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে। প্রথম পথে আসা পরিবর্তনে যা প্রচলিত ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয় পথে যা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে যেগুলির সমাজজীবনে প্রয়োজনীয় এবং বাঞ্ছিত সেগুলি নিশ্চিহ্ন হয় না। সেগুলি, মন্থর গতিতে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সামঞ্জস্য বজায় রেখে সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনে। যেমন— আমাদের জাতীয় জীবনে জঙ্গি মানসিকতা ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, পাদোদক পান করে শ্রধা জানানোর প্রথা, ইত্যাদি অস্বভাবী আচরণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা নীতিগতভাবে পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে। হাম, বসন্ত ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হবার পর শীতলা দেবীর ভক্তসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। মঙ্গল, চন্দ্র ইত্যাদি জ্ঞান্মুষেও প্রযুক্তি বিদ্যার দৌলতে তাদের দেবত্ব হারিয়েছে। কিন্তু, জরা, দারিদ্র্য, অনাহারে মৃত্যু, পাশবিক আচরণ এখনো সমাজ জীবন থেকে লুপ্ত হয়নি। সমাজ জীবনে চরম প্রগতির পাশাপাশি চরম দুর্গতির সহাবস্থানের মধ্যে সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজ জীবন ক্রম পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে একটি অবশ্যম্ভাবী কল্যাণধর্মী পরিণতির লক্ষে এগিয়ে চলেছে।

৩.১ সমাজের পরিবর্তন—ভাবার্থ (Meaning of Social Change)

ক্রম বিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা এবং সমকালীন সমাজ জীবন, মানব সমাজের পরিবর্তনকে রূপায়িত করে। উক্ত রূপায়ণ প্রমাণ সিধ হওয়ায়, বিজ্ঞানের ভাষায় ওই পরিবর্তনকে বলা হয় একটি নির্দিষ্ট পরিণতি। সমাজ জীবনের ধারা নিত্য প্রবাহিত ধারাপথে গতিশীল। যা মানুষের চিন্তায় সমাজ জীবন আখ্যা পেয়েছে। স্থানীয় মানব গোষ্ঠী একই সামাজিক জীবন ধারায় নিমজ্জিত থেকে প্রতিদিন পরিবর্তনশীল সামাজিক ঘটনাবলির অভিজ্ঞতা অর্জন করে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। এই মিথস্ক্রিয়ার কোনো অজ্ঞাত মুহূর্তে ওই মানবগোষ্ঠী পরিবর্তনের রূপ বুঝতে পারে। কোনো পরিবর্তনকে তারা প্রয়োজনীয় বিবেচনায় গ্রাহ্য করে, আবার কোনো পরিবর্তনকে তারা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় বাতিল করে। সমাজ জীবনের গতিশীল ধারা মানুষের বিবেচনা প্রসূত সিধান্তগুলির প্রতি উদাসীন থেকে একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতির লক্ষে এগিয়ে চলে।

সমাজ একটি নিরপেক্ষ, প্রভাববাহী, চলমান ধারা। সমাজের প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের পরম্পরায় সঞ্চালিত হয়। মানুষ সমাজ প্রভাবী, স্বার্থনিষ্ঠ একটি সজীব অস্তিত্ব। এই দুইয়ের দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয়েছে সমাজ জীবনস বিকশিত হয়েছে সমাজের পরিবর্তনশীলতা। মানুষের জীবনযাপন পধতি, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের

প্রতিটি পর্যায় বিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং পরিণতির কথা ও কাহিনিতে গড়া। সমাজকে অস্বীকার করলে মানুষ পরিচয়হীন জীব। অনুরূপভাবে মানুষকে অস্বীকার করলে সমাজ একটি অর্থহীন, যোগসূত্রহীন, অক্ষরসমষ্টি মাত্র। সমাজের পরিবর্তন প্রসঙ্গে কয়েকজন মনীষীর ধারণা উদাহরণ হিসাবে অনুধাবন করলে বিষয়টি পাঠকদের সহজবোধ্য হবে।

"কোনো মানুষ প্রতিদিন একই নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করতে পারে কিন্তু একই জলে নয়। নিত্য প্রবাহী নদী স্রোতে জলের চরিত্র বদল হয়েই চলে।" (হারকিউলাস)

"সময় এবং সমাজের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে, প্রতি রাতের শেষে, প্রতিটি নতুন উষায়, প্রতিটি বিগত দিনের মৃত্যু ও নবাগত দিনের জন্ম হয়।" (শ্রীঅরবিন্দ)

"In the case of human societies, to decide how far and in what ways a system is in a process of change we have to show to what degree there is any modification of the basic institutions during a specific period." (Giddens)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, সব কিছু কৌলিন আপাতদৃষ্টিতে বজায় রেখেই ধর্ম বিশ্বাসের পীঠস্থানগুলি তাদের অনুশাসনের প্রকৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের প্রতি অবজ্ঞার মাত্রা হ্রাস করেছে। অন্ধের মতো ধর্মযুধে লিপ্ত হওয়ার তীব্র উন্মাদনার সমর্থক সংখ্যা লক্ষণীয় মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। অলোকিক জগতের পরিধি এখন সীমিত হয়েছে।

বিদ্যা মন্দিরের দ্বার এখন সকলের জন্যে উন্মুক্ত। প্রজারা এখন নাগরিক হয়ে গেছে। রাজ সিংহাসন এখন প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু। শিল্পপতিদের একানায়কত্ব বর্তমানে গুরুত্ব হারিয়েছে। বিশ্বকর্মার সৃষ্ট যন্ত্রদানবেরা এখন অবহেলিত। পরিবহন শিল্পে প্রাণীবাহী যানবাহন অবাঞ্ছিত। সংস্কৃতির রক্ষণশীলতা এখন শৈথিল্যের স্বাক্ষরবাহী। প্রশ্নাতীত কুসংস্কারগুলি এখন বহু প্রশ্নে জর্জরিত।

বর্তমান শতাব্দীর সমাজ জীবনে, শিশুর জন্ম দাম্পত্য জীবনের পরিকল্পিত এবং ইপ্সিত ফসল। শিশুর মৃত্যুর হার বর্তমানে দেবতার রোষমুক্ত এবং মানুষের অজ্ঞতার পরিণাম। যা নিয়ন্ত্রণ করার দায়ভার চিকিৎসকদের এবং পরিবারের সকলের।

৩.২ সমাজ জীবন পরিবর্তনের প্রভাবী কারণগুলি (Factors of Social Change)

(ক) শিক্ষা ও সংস্কৃতি (Education and Culture) :

দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্প প্রধান সমাজ জীবনে কর্মব্যস্ততায় এবং প্রতিযোগিতায় ভরা। সর্বাঙ্গীন শিক্ষার অনেক ছাত্রছাত্রীকে সেইজন্য অপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পরিণত প্রাপ্তবয়স্কদের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়—প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার আশায়। সামান্য অসাফল্যে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সমাজ জীবন এড়িয়ে চলে অথবা অসামাজিক আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে একাংশ সমাজ ব্যবস্থায় মূর্তিমান সমস্যা হয়ে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদের সংখ্যা নগণ্য হলেও, এরা সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এতদসত্ত্বেও, পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রচলিত সংস্কৃতি, জন জীবনের মূল্যমান অনেক ক্ষেত্রে উন্নীত করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিগত এক দশকের পরিসংখ্যা অনুযায়ী ঃ

(ক) সাক্ষরতার হার বৃধি পেয়েছে এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে;

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃধি পেয়েছে;

(গ) সামাজিক শ্রেণি নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের যে কোনো বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ এবং অনুশীলনের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে;

(ঘ) শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া এবং অবসর বিনোদনের সুযোগসুবিধাগুলি প্রসারণের খাতে সরকারি অনুদানের মাত্রা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং

(ঙ) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের উদ্দেশ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের আচরণে 'যুগের প্রভাব' নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট হয়েছে—যা ক্ষেত্র বিশেষে কোথাও বিস্ময়কর আবার (পূর্ব প্রজন্মের মূল্যায়নে) কোথাও নিন্দনীয়। অধ্যাপক গিডেনসের মতে ঃ

"Our lives are influenced at all ages, beyond infancy, by information we pick up through books, newspapers, magazines and television. We have all undergone a process of formal schooling. The printed word and electronic communication, combined with formal teaching provided by schools and colleges, have become fundamental to our ways of life."

অধ্যাপক পিয়ারে বর্দুর মতে ঃ

"The major role of the educational system is cultural reproduction."

অধ্যাপক দুর্কহাইমের ভাষ্যে ঃ

"This does not involve the transmission of the culture of society as a whole, but instead the reproduction of culture of the dominant classes—who have the power to impose meanings and to impose them as legitimate."

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের আদব-কায়দা, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, শিক্ষকদের আচরণ এবং ছাত্রদের আধুনিকীকরণের বিষয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বর্দুর ভাষায় ঃ

"....dominant culture is cultural capital because, via the educational system, it can be translated into wealth and power. It is not evenly distributed throughout the class structure and this largely accounts for class differences in educational attainments."

"Students with upper class background have a built-in advantage because they were socialised in the dominant culture."

নদীমাতৃক, কৃষিপ্রধান ভারতের সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের সঙ্গে বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনের আদর্শ এবং শিল্পায়িত ও প্রযুক্তি নির্ভর সাংস্কৃতিক আচরণের পার্থক্য আছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বাধীন ভারতের প্রথম দুইজন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ এবং ডক্টর শ্রীমালী বুনিয়াদী শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির সারবস্তুগুলি সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাদের উত্তরসূরীদের পরিকল্পনাগুলিতে ওই উদ্যোগ ক্রমে ক্রমে সমর্থন হারিয়েছিল। ফলে, জাতীয় শিক্ষা প্রকল্পগুলিতে, বিশেষত "প্রাথমিক শিক্ষা" পর্যায়ে, আঞ্চলিক এবং জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধনে শিক্ষার্থীদের ভাবনা চিন্তায় সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেছিল। ফলে, প্রজন্ম পরম্পরায় সমাজ চিন্তা এবং সংস্কৃতির অনুগমনের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়। অধিকন্তু, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রায় মিশ্র সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বর্দু বলেছেন ঃ

"The success of all school education dependa fundamentally on the education previously accomplished in the earliest years of life (during socialization). Education

(curricular) in schools merely builds on this basis. It does not start from the scratch but assumes prior skills and prior knowledge."

সুতরাং সামাজিকীকরণের পর্ব থেকেই বিষয়টির উপর গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে, প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষ বিভিন্ন পারিবারিক সামাজিকতা এবং সংস্কৃতির সমাবেশ ও মিথস্ক্রিয়া ঘটে।

প্রাক্ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষার্থীদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা (ইউনিসেফের পৃষ্ঠপোষকতায়) গ্রহণ করেছেন।

(খ) শিক্ষা এবং গণতন্ত্র (Education and Democracy) :

আব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞায়, গণতন্ত্র বলতে একটি সমাজপ্রেমী, জনকল্যাণ-নিষ্ঠ, রাষ্ট্রের আদর্শ এবং প্রশাসন পদ্ধতিকে বুঝায়। এই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে-- "জনগণ গঠন করবে, জনগণের স্বার্থে এবত জনগণের কল্যাণে। এই সংজ্ঞায়, জনগণকে, শিক্ষিত, দায়িত্ববান, রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ ধরে নেওয়া হয়েছে। ভারতের জনগণের চিন্তায় ও আচরণে ওই বাস্তব গড়ে উঠতে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম অতিবাহিত হবে। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী বোটোমরের মতে, যথার্থ গণতান্ত্রিক সরকার তখনই গড়া সম্ভব হবে যখন সমাজের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক নীতি, দক্ষতা, আচরণ এবং সহবত প্রকাশ সক্ষম হবে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজ জীবন এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় দেশের প্রতিটি নাগরিক উক্ত প্রক্রিয়ায় পরিচালিত রাজনীতি, শ্রমনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণে শিক্ষিত ও পারদর্শী হবে। ওই আদর্শগত গোত্র বর্ণ-শ্রেণি-বৈষম্যহীন, আদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ সমাজ জীবন প্রথম আধুনিক বিশ্বে ছিল না এবং বর্তমান তৃতীয় বিশ্বে প্রকৃতপক্ষে আছে কি না, সন্দেহ। উক্ত গণতান্ত্রিক আদর্শের যাত্রাপথে এবং ইষ্টলাডের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে, স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শ ভিত্তিক সংবিধানের ভিত্তিতে, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় যে সব প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির উল্লেখ করা হল ঃ

১। সমাজস্থ শিশুদের বিনা খরচে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২। মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপযুক্ত ছাত্র ছাত্রীর মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে।

৩। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উচ্চ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪। অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত সমাজবাসীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের প্রত্যেকটি বড়ো শহরে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

৫। অভিভাবকদের এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অংশ গ্রহণের নীতি প্রযুক্ত হয়েছে।

৬। প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের ভোট-অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

৭। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

৮। শ্রেণি বিবর্তনের প্রভাবে জাত এবং শ্রেণি বিদ্বেষের মাত্রা লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯। ছাত্রছাত্রীদের বয়স বিবেচনায় খেলাধূলা, অবসর বিনোদন, ললিত কলা চর্চার সুযোগ অনেক সহজলভ্য এবং চিত্তাকর্ষী করা হয়েছে।

১০। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের কারাবাসের সময়ে শিক্ষালাভ ও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১১। বয়স্ক শিক্ষার এবং স্বনির্ভর আর্থিক উপার্জনের প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

১২। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনী প্রতিভা বিকাশের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছ।

১৩। কোনো ধর্ম বা কোনো শ্রেণির বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে অশ্রধা বা তাচ্ছিল্য না-করার সচেতনতা বৃধি পেয়েছে।

১৪। ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজানুগ এবং সামাজিক দায়বধ হওয়ার চেতনা বৃধি করবার জন্য বিভিন্ন কর্মসুচি ও প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৫। ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তি মনস্ক এবং মানবতার প্রতি শ্রধাশীল করবার জন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন এবং প্রযুক্তি প্রয়োগ দক্ষতার স্বীকৃতি ছাত্রছাত্রীকে মানবসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করছে।

উক্ত পরিবর্তনগুলির প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক চেতনা এবং মানসিকতার উদ্দীপক, ধারক এবং বাহক। উক্ত প্রকল্পগুলি চালু হওয়ার পর ভারতের সমাজ চিত্রে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ইতিমধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ

১। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃধি পেয়েছে।

২। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার সর্বপর্যায়ে ঘটেছে (প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও)।

৩। কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং দক্ষ মহিলা কর্মীর সংখ্যা ক্রমশ বৃধি পাচ্ছে।

৪। পরিবার কল্যাণ প্রকল্পে মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকার মাত্রা বৃধি পেয়েছে।

৫। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজ জীবনে শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের প্রবণতা বৃধি পেয়েছে।

৬। যৌথ উদ্যোগে ও সমবেত প্রচেষ্টায় সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচি সফল করার আগ্রহ ক্রমশ বৃধি পাচ্ছে।

৭। জাতীয় উৎসব মঞ্চে বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠীর এবং সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সমমর্যাদায় উপস্থাপিত হচ্ছে।

৮। ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তির নির্বাচন বা মনোনয়ন সমালোচনার গণ্ডি অতিক্রম করেছে।

৯। বিধানসভায় এবং লোকসভায় জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনে (নির্বাচিত) মহিলাদের অনুপাত লক্ষণীয় মাত্রায়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বৃধি পেয়েছে।

১০। বিজ্ঞানমনস্ক স্ত্রী-পুরুষের হার, জনবসতির আঞ্চলিক পরিবেশ নির্বিশেষে ক্রম বর্ধমান হয়ে চলেছে।

(গ) সমাজ-জীবন পরিবর্তনে পরিবাহীর ভূমিকায় শিক্ষা (Education as a vehicle for social change) :

শিক্ষার প্রসার ব্যতীত দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করার কোনো বিকল্প প্রক্রিয়া যেমন নেই তেমন-ই শিক্ষিত জনসাধারণ ব্যতীত গণতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি যথার্থ পদক্ষেপ সমাজ ব্যবস্থা এবং সমাজ জীবনে পরিবর্তন ও প্রগতি পরিস্ফুট করে থাকে।

"কার্ল"-এর গতি নিরবচ্ছিন্ন এবং "জগৎ গতিশীল"। উক্ত গতিশীলতা আমাদের াছে প্রতীয়মান হয় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পরিধিতে—জগত, সমাজ এবও সভ্যতার পটভূমিকায় আমরা "কি ছিলাম", "কি হয়েছি" এবং "কি হব"। আমাদের লক্ষ্য প্রচ্ছন্ন থাকে ভবিষ্যতের পরিণতিতে। বর্তমানের ধৈর্য এবং নিষ্ঠার দ্বারা ভবিষ্যতের পরিণতিকে বহুলাংশে নিযন্ত্রণ করা যায়। কীভাবে করা যায় তা জানবার একমাত্র উপায় শিক্ষা গ্রহণ। অতীতের সংস্কৃতির মধ্যে বর্তমানের শিক্ষার বীজ সংরক্ষিত থাকে এবং ভাবীকালে তার অস্তিত্ব আমরা শ্রধা করি "ঐতিহ্য" শিরোনামায়। সংক্ষেপে বলা যায় শিখন পধতিকে সচল ও সজীব রাখবার জন্য অতীতের ইতিহাস আমাদের

স্মরণীয়। সমাজের পরিবর্তন নিঃসন্দেহে একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিণতি। প্রসঙ্গক্রমে, নিম্নোক্ত দুটি উদ্ধৃতি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

"By social change we refer to whatever may happen in the course of time to the roles, the institutions, or the orders comprising a social structure : their emergence, growth, and decline." (Gerth and Mills)

"Every day men are faced with new situations. The pattern of behaviour they adopt to meet with those situations has to differ from what they have adopted in the past. This pattern in indicative of social change. Thus social change may involve new techniques, new ways if making a living, changes in the residence, developing of new ideas and formulation of new values." (Merrill)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানসিকতা দ্বিতীয় বিশ্বের আদর্শে গঠিত। সেই মানসিকতার শিক্ষাদীক্ষার একমাত্র লক্ষ্য শ্রেণি বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, অর্থকষ্টহীন সমাজ গঠন। এই সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকলের অবাধ গতি এবং যোগ্য ব্যক্তির উচ্চশিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক গবেষণার দায়-দায়িত্ব প্রশাসনের।

অধ্যাপক দুবে তাঁর 'ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের চাহিদা' গ্রন্থে আধুনিক সমাজের রূপায়ণ প্রসঙ্গে সমাজ চরিত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলির উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি; (২) সঞ্চালনশীলতা; (৩) সক্রিয় সহযোগিতা (উচ্চ হারে); (৪) জনস্বার্থ সংরক্ষণ; (৫) প্রতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা (লক্ষ্য আধুনিক সমাজের রূপায়ন); (৬) অভীষ্ট সাধনের মানসিকতা; (৭) বাস্তব যুক্তি-ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং হিসাব; (৮) সম্পদ, কর্ম, সঞ্চয় এবং ঝুঁকি নেওয়া সম্পর্কে আধুনিক মনোভাব; (৯) যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলির উপর আস্থা রাখা; (১০) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলা পরায়ণতা; এবং (১১) তাৎক্ষণিক প্রত্যাশালাভের প্রলোভনের উর্ধ্বে ভাবী পরিণতির গুরুত্ব বিবেচনা।

সমাজের পরিবর্তনে শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ধারা একটি অতি প্রয়োজনীয় পরিবাহী পরিযন্ত্র, যেখানে সমাজের আদর্শ শিক্ষার পরিণতিকে প্রভাবিত করে। শিক্ষা প্রবাহ জাতীয় ঐতিহ্যকে পরিবর্তনের পরিবেশে সংরক্ষণ করে। জাতীয় স্তরে পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে, বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়), শিক্ষা-যন্ত্রের ভূমিকা অনন্য এবও বিকল্পহীন। (শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৪-১৯৬৬)

অধ্যাপক বুহেলা এবং অধ্যাপক ভ্যাসের মতে ঃ

শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমাজের পরিবর্তনের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণের উপযুক্ততা অর্জন করে এবং অন্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ততা অর্জনে সাহায্য করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় সামাজিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়—ঠিক পথে এবং উদ্দেশ্যে। শিক্ষাই সমাজ সংস্কারক সৃষ্টি করে এবং চিন্তা নায়কদের অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষাই সমারে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তনগুলির ধ্যানধারণার প্রধান নিয়ন্ত্রক।

অধ্যাপক হেন্ডারসনের মতে, মানুষের মধ্যে সীমাহীন সৃজনীশক্তি এবং সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত অবস্থায় আছে, মানুষ নিজের কল্যাণে এবং সকল মানুষের কল্যাণে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার এবং সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপ দিতে পারে—পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের সেই স্বাধীনতা থাকা উচিত। এই স্বাধীনতার ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠবে। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা, প্রত্যেকের তরে"।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হুচিনস্ মনে করেন ঃ আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং স্বনির্ভরতার সঙ্গে সুশিক্ষিত 'জন প্রতিনিধি' নির্বাচক জনগণ ব্যতীত গণতন্ত্রের সাফল্য আশা করা যায় না। সামাজিক দায়বধ্বতাশীল জনগণ কখনই পরমুখাপেক্ষী হয় না—তারা সহঅবস্থানে বিশ্বাসী।

"It hold that democracy cannot be evolved by forcible methods. The spirit of democracy cannot be imposed from without. It has to come from within." (Gandhi)

গান্ধিজি বিশ্বাস করতেন যে "স্বরাজ" বা ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জীবন শিক্ষিত জনগণই সফল করতে পারে—যারা প্রশাসকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সংযম ও ধৈর্যসহ জনগণের সেবা করার পথ দেখাতে পারবে।

(খ) সমাজ জীবন পরিবর্তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব (Scientific and Technological development and Sicial Change) :

গণতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তনশীলতা, শিক্ষাশ্রয়ী। উক্ত পরিবর্তন একটি ধারা অনুসরণে সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে। ওই অগ্রগতির মুল্যায়ন সমাজবাসীদের আর্থিক সচ্ছলতা এবং জাতীয় সম্পদ বৃধি ও সমৃধির মানাঙ্কে হয়ে থাকে। প্রাক্-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমাজ-ব্যবস্থায়, নদীমাতৃক ও কৃষিনির্ভর ভারতের সমাজ জীবনে হয়তো শান্তি ছিল কিন্তু গতি ছিল না। গতানুগতিক জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ভারতবাসী প্রধানত দৈব নির্ভর, সংস্কার বিমুখ ও অলৌকিক শক্তির পূজারি ছিল। তখনকার সমাজ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পরলোকের সুখী জীবন যবং স্বর্গবাস। সেই যুগের অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্জনের পধতিতে বৈচিত্র ছিল না, নতুনের আবাহন ছিল না এবং জ্ঞানের সম্প্রসারণ ছিল না। "ঈশ্বর" শব্দটির অজুহাতে জ্ঞান ছিল গুহ্যবিদ্যা এবং পবিত্র এবং অর্থ ও ন্যঅয়বিচার ঈশ্বরের প্রতিভূদের কুক্ষিগত ছিল।

"Whatever education was provided, that was for the promotion of traditionalism, orthodoxy. and superstitions. The society becomes statis and the social order degerative." (Mathur)

ভারতীয় সমাজের সংস্কার প্রয়োজন অনুভব করে, প্রথম প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেন রাজা রামমোহন রায়। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং প্রযুক্তির প্রয়োগ সমাজ জীবনের মান উন্নয়ন করে, সমাজবাসীদের মনে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার সচেতনতা জাগ্রত করে।

"Productive work in todays society and economy is work that applies vision, knowledge, Skills and concepts—work that is based on the mind rather than hand." (Drucker)

স্বাধীন ভারতে, ১৯৬০ সালে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় "অধিক উৎপাদন" চিন্তা ধারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রে শ্রমিকদের অধিক মাত্রায় উৎপাদন তখনই সার্থক হবে যখন উৎপাদিত দ্রব্যের গুণমান ক্রেতাকে আকর্ষণ করবে এবং বাজারে উৎপাদন দ্রব্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হবে— স্বদেশে এবং বিদেশে। এই পরিবর্তন চিন্তা জগত থেকে বাস্তবে পরিণত করতে গেলে যেমন প্রতিটি শ্রমিকের শিক্ষার প্রয়োজন—জ্ঞান ও কর্ম দক্ষতা বৃধির জন্য এবং সমবেত প্রচেষ্টায় উৎপাদনের গুণমান এবং পরিমাণ বৃধির জন্য। তেমন, উৎপাদন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়কদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন—বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের শিক্ষিত কর্মীগোষ্ঠীতে পরিণত করতে হবে।

পরবর্তী দশকে স্বাধীন ভারতবর্ষের শীর্ষ প্রশাসন বিজ্ঞানীদের সমাজ কল্যাণমুখী গবেষণায় ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানালেন। সমাজের প্রত্যেকে যাতে বিজ্ঞানমনস্ক হয় এবং দৈনন্দিন জীবনে যাতে প্রযুক্তির প্রয়োগ হয় সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা বৃধির উদ্যোগে প্রশাসন বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করতে শুরু করেন। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ পরিবর্তনের অভিনবত্বকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া এবং অন্ধ বিশ্বাস বা অজ্ঞানতা প্রভাবী বিরুধ মনোভাবকে প্রশ্রয় না দেওয়া। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ঃ

শিশুদের দেবদেবীর অনুগ্রহের ভরসায় না-রেখে, রোগ প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার মানসিকতা। পরিবার পরিকল্পনাকে দৈব-বিরোধী পরিকল্পনা না-ভাবা। শিক্ষা গ্রহণের অবাধ অধিকারকে জাত-পাতের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন না করা। শ্রেণি-বৈষম্যকে ঈশ্বরের সৃষ্টি মনে না করে, সমবেত প্রচেষ্টায় কল্যাণমূলক সমাজসেবার অভ্যাস করা, ইত্যাদি।

প্রাণীজগতে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষ পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিবেশে উদ্ভূত হয়েছে। মানুষের কাছে প্রকৃতির প্রায় সব কিছুই ছিল অজ্ঞাত এবং রহস্যময়। মানুষের সীমিত দৈহিক শক্তি এবং সামর্থ এবং মানসিক শক্তির প্রাচুর্য মানুষকে জ্ঞানান্বেষী করে তুলেছিল। অপরিসীম কৌতূহল মানুষকে বিজ্ঞানের পূজারি এবং ক্রমে প্রযুক্তির গুণগ্রাহী করেছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সার্থকরূপে ব্যবহৃত হয় ব্যক্তির এবং সমাজের কল্যাণে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের অবদান বর্ণনাতীত। অনুরূপভাবে বলা যায় যে সমাজ জীবনের প্রগতির ক্ষেত্রে এবং সমাজ জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টায় প্রযুক্তির দান অনস্বীকার্য। প্রযুক্তি বিজ্ঞান মানুষের সৃষ্ট যন্ত্র জগৎকে এবং যন্ত্রজগতের পরিবেশকে মানবহিতৈষী এবং জীবনমুখী করতে পেরেছে। মানুষের কাছে যা অসাধ্য বা অতি-আয়াস সাধ্য মনে হত প্রযুক্তি বিজ্ঞান সেই বিষয় বা বস্তু অনায়াসলব্ধ করেছে।

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য অবদান মানুষকে সময় এবং দূরত্বের বাধা অতিক্রম করবার সম্ভাবনা দেখিয়েছে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ নিজের প্রয়োজনে এবং সমাজের কল্যাণে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যাবতীয় তথ্য স্বল্পব্যয়ে, সীমিত সময়ে এবং মানব শক্তির পরিমিত ব্যবহারে করায়ত্ত করতে পেরেছে।

অধুনা সমাজ জীবনে শিক্ষা-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, কৃষি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অবদানগুলি অনেক অনিশ্চয়তা, অনেক অস্বাচ্ছন্দকে দূর করে মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলেছে।

বর্তমান যুগের মানুষের কাছে তথ্য প্রযুক্তির (Information Technology) সমাদর এবং সার্থক ব্যবহারের রুচি, ওই বিজ্ঞানকে তৃতীয় প্রজন্মে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

ব্লনারের মতে শিল্প জগতের লাগাতার উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমক্ষেত্রের মালিন্য দূর করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি শ্রমিককে যন্ত্রদানবের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে ''দায়িত্বশীল শ্রমিক'' হবার সুযোগ করে দিয়েছে। বর্তমান সমাজের শ্রমিক উৎপাদনমুখী চিন্তাধারার সমর্থক হতে চায় কারণ ''বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি'' শুধু স্বয়ংক্রিয় নয় সেগুলি উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম। বর্তমান যুগের শ্রমিক বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির দৌলতে (১) একাকীত্বের অবসাদে ভোগে না, (২) অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে কাজ করে না (৩) সুসংবদ্ধ দলে কাজ করার সুযোগ পায় এবং (৪) জীবনের অবক্ষয়ে এবং অপচয়ে উৎপাদন করে না।

"The technology of automated production integrates the workforce as a whole." (Blauner)

"What is needed is a new technology, designed not only to produce goods at minimum economic cost, but also at minimum personal cost to the worker." (Blauner)

বর্তমান সমাজ জীবনের পটভূমিকায় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিন যন্ত্রাদির ব্যবহার এখন অপরিহার্য বলা যায়।

৩.৩ প্রশ্নাবলি

১। সমাজের পরিবর্তন আয়নের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের সম্পর্ক বুঝিয়ে লেখো। কী কী পথে সমাজ-জীবনে ও সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে সেই বিষয়ে আলোকপাত করো।

২। 'সমাজের পরিবর্তন' অর্থে কী বোঝায়? এই প্রসঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কীভাবে পরিবর্তন চলমান তা উদাহরণসহ আলোচনা করো

৩। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আচরণের পরিবর্তনের উপর অনুকরণের প্রভাব সম্পর্কে তোমার ধারণা বিবৃত করো।

এই সম্পর্কে পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীদের মতামতগুলি উল্লেখ করো।

৪। টীকা লেখো ঃ

(ক) শিক্ষা এবং গণতন্ত্রী মানসিকতা

(খ) শিক্ষার আশ্রয়ে সামাজিক পরিবর্তন অথবা,

(গ) বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ জীবন।

৫। ভারতীয় সংবিধানের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য যে সব প্রকল্পগুলি কেন্দ্রীয় প্রশাসন চালু করেছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই প্রসঙ্গে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা জানো, লেখো।

৬। অধুনা ভারতের পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে শিক্ষার মাধ্যমে যে সব পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য সেগুলির উল্লেখ করো। এই প্রসঙ্গে (ডিস্‌টান্ট এডুকেশন) 'প্রত্যন্ত শিক্ষা প্রকল্পের'—উদ্দেশ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৭। 'সমাজের পরিবর্তন' প্রসঙ্গে স্বদেশের এবং বিদেশেণ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মত্যমতগুলি সংক্ষেপে পুনরুত্থাপন করো।

৮। টীকা লেখো ঃ (ক) বিজ্ঞানমনস্ক আচরণ, (খ) প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ জীবন।

একক ৪ ☐ আধুনিকতা প্রসঙ্গ (Modernity)

গঠন

৪.০ সূচনা (Introduction)

৪.১ আধুনিকতা—স্বরূপ এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য (Modernity—Concept and Characteristics)

৪.২ শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকীকরণ (Modernization through Education)

৪.৩ প্রশ্নাবলি

৪.০ সূচনা (Indroduction)

শিল্প নির্ভর সমাজ জীবনের মান দেশের সুপরিকল্পিত অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। সমাজের স্তর এবং শ্রেণি নির্বিশেষে শিক্ষা লাভের সুযোগ, আর্থিক স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষণ, সামাজিক স্তরে বিচলন এবং সহযোগিতা গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

অধুনা সমাজ জীবনের বৈশিষ্টগুলির অন্যতম হল জনসাধারণের মনে মান-সচেতনতার উন্মেষণ। সমাজ জীবনের পরিবেশ উন্নতমানের হবে। সেই প্রয়োজন মেটাতে, জনসাধারণ এখন শিখতে চায়, জানতে চায়, দক্ষতা অর্জন করতে চায়। উন্নতমানের সমাজ জীবন বৈষম্যের প্রভাবে দুষ্ট হবে না।

ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় নিবদ্ধ একটি 'নয়া অর্থনীতি' শিক্ষার প্রভাবেই বিকশিত হয়। শিক্ষার এই অবদান আজ সার্বজনীন স্বীকৃতি অর্জন করেছে। শিক্ষা এবং শিখন প্রক্রিয়া বৃত্তপথে চক্রাকারে অবিরাম আবর্তিত হয়ে চলেছে নিত্য নূতন পরিবর্তনকে প্রকাশ করতে করতে। এই পরিবর্তনশীল প্রগতির পথে "কর্ম"ই 'ধর্ম' রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। কর্মনিষ্ঠই আনুগত্যের বিকল্পে স্বীকৃতি পেয়েছে।

"....it refers to an economy in which ideas, information and forms of knowledge underpin innovation and economic growth." (Giddens)

"....here much of the workforce is involved not in the physical production or distribution of goods, but in their design, development, technology, sale and servicing. These employees can be termed "Knowledge workers." (Luthans)

আধুনিক শিল্প-নির্ভর জীবনে প্রত্যেক মানুষই হবে আধুনিকতার সাক্ষরবাহী সৃজনশীল, সামাজিক দায়বদ্ধতা সচেতন। এই পরিচ্ছেদে আধুনিকতার বৈশিষ্ট এবং (গণতান্ত্রিক সমাজে) শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকতার প্রসার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.১ আধুনিকতা—স্বরূপ এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য (Moderinity—Concept and Characteristics)

"আধুনিকতা"—আধুনিক সমাজ জীবনের ফসল। আধুনিক সমাজ জীবন ক্রম বিবর্তিত এমনই একটি পরিণতি যা সমাজস্থ প্রত্যেকের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ আধুনিক সমাজ জীবন এবং ব্যবস্থাপনা, সমাজ জীবনে বৈষম্যগুলির প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক। যে বিলাসিতা ভোগ করার অধিকার জনসাধারণের আছে, আধুনিকতা সেগুলিকে প্রশ্রয় দেয় সকলের সমান অধিকারসহ প্রয়োজনীয় ভোগ্য রূপে। আধুনিকতা, অজ্ঞতার এবং কুসংস্কারের চিরশত্রু। "মডার্নাইজেশন" মতবাদ ১৯৫০ সালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"Historically, modernization is the process of change towards those of social, economic and political systems that have developed in Western Europe and North America form the 17th to 19th centuries, and 20th centuries to the South American, Asian and African countries." (Eisenstadt)

তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষে, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, তদানীন্তন শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে "মডার্নাইজেশন" মতবাদের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রণালী পরিমার্জিত হয়—ভারতে বহুমুখী শিক্ষার প্রচলনের মাধ্যমে। দিল্লি পাবলিক স্কুল সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক সলমান খুরশিদের ভাষায় শিক্ষা প্রণালীর আধুনিক রূপায়ণের লক্ষ্য প্রধানত চারটি ঃ

(১) একবিংশ শতাব্দীর আদর্শ নাগরিক প্রস্তুত করা।

(২) শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তি নির্ভর এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করা।

(৩) শিক্ষার্থীদের বিশ্বের নাগরিক হিসাবে প্রস্তুত করা।

(৪) শিক্ষার্থীদের অবাধ শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া—প্রয়োজনে বিশেষ শিখন পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রভাবে পরিবর্তিত, আগামীদিনের সমাজ জীবনের ঈপ্সিত বৈশিষ্টগুলির কয়েকটির উল্লেখ করা হল ঃ

(১) ধর্মান্ধতা বিরোধী আচরণের ব্যাপ্তি।

(২) দেশের প্রতিটি অঞ্চলে জনবসতির পরিবেশ আধুনিক উপকরণে সমৃদ্ধকরণ।

(৩) জনসংখ্যার স্ফীতি নিয়ন্ত্রণ।

(৪) আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের ও পারিবারিক শৃঙ্খলার সংরক্ষণ।

(৫) বৈষম্যবিরোধী আচরণের ব্যাপ্তি।

(৬) দেশের সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য ভোগ করার সুযোগসুবিধাগুলি সমবণ্টন।

শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে, ১৯৯৯ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট, আমাদের তৎপরতার অভাবকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে ঃ "....more than 25 million primary school age children are not in school....children from poorer families are a greater disadvantage. The drop out rate for the poorest households is about four times that of the richer ones. There are large gaps in access to education; quality of education; and learning according to gender, social class and education."

৪.২ শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকীকরণ (Modernization through Education)

আধুনিক বিশ্বের সমাজজীবনে দ্রুত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক প্রস্তুতি সম্পর্কে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ক্রাউদার মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"....he/she has to be prepared to cope with the changing situation. During the period of his/her schooling, a sort o ability to adapt to the changing situation and to the condition of work has to be developed. Thus, the need to develop the quality of adaptability is considered as the important factor arising out of the impact of technology on modern society."

ভারতের শিক্ষাবিদ মহল এই সময়ে "বহুমুখী শিক্ষা" বিদ্যালয় স্তরে প্রবর্তন করেছিলেন। কোঠারি কমিশনের উপজীবিকা কেন্দ্রিক পাঠক্রম প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক করা, প্রযুক্তির প্রয়োগে আগ্রহী করা এবং আর্থিক সঙ্গতিতে স্বনির্ভর করা। শিক্ষা প্রশাসন এবং শিল্প প্রশাসন সেই সময়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন যে শিক্ষা খাতে এবং প্রশিক্ষণের খাতে ব্যয় একটি আবশিযক 'জাতীয় বিনিযোগ'—এই ব্যয় অপব্যয় বা বিলাসিতা নয়। বিংশ শতাব্দীর শেষে, জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৮৬) প্রকাশের অব্যবহিত পরে, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছিল সাধারণ মানুষকে ও শ্রমিককে, মানব সম্পদে পরিণত করা এবং আধুনিক সমাজ জীবনকে প্রযুক্তি নির্ভর করা।

জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির পথে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নির্ভর করে প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপর। জনসাধারণের উচ্চশিক্ষার হার যত বৃদ্ধি পাবে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি তত ত্বরান্বিত হবে। সুতরাং, ভারতের চিন্তা নায়ক মনীষীবৃন্দ এবং উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসক গোষ্ঠী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার স্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পঠনপাঠন এবং গবেষণার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র যতটা সম্ভব বিস্তৃত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন—পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে। জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি পরিচয় ব্যক্তি বা শ্রেণি বিশেষের সমৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সমাজবাসী প্রত্যেকটি মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের লক্ষণগুলির উপর জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

নগরবাসী এবং পল্লিগ্রাম বাসী মানুষের মধ্যে শিক্ষার সুযোগসুবিধার, উপজীবিকার দক্ষতা অর্জনের অভাব, অর্থোপাজলনের যোগ্যতার তারতম্য, ইত্যাদি উভয় অঞ্চলের মানুষের জীবনধারণের গুণমানে পার্থক্যের সৃষ্টি করে। নগরবাসীদের গৃহ নির্মাণে, গৃহসজ্জায়, বেশভূষায়, খাদ্য দ্রব্যে, চিকিৎসার পদ্ধতিতে, পরিবহনে, বিদ্যুৎ সরবরাহে চিত্ত বিনোদনে, যোগাযোগ ব্যবস্থায়, প্রযুক্তির ব্যবহারে আধুনিকতার অভাব যত কম পল্লিবাসীর জীবনের উক্ত দিকগুলিতে আধুনিকতার অভাব তত বেশি। এই বৈষম্য জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির গুণমানকে প্রভাবিত করে—গুণমানের অবনতি ঘটায়।

জাতীয় জীবনে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ভারতে সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কীসের মানদণ্ডে সেগুলি বিচার করা যায় সেইগুলির কিছ কিছু এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি। যেমন—

১। প্রাথমিক শিক্ষার সম্ভাব্য প্রসারণ এবং অভিভাবকদের সহযোগিতার আশাতীত উন্নতি। নগরে এবং গ্রামে প্রায় প্রত্যেক পরিবারের শিশুরা পিতামাতার উৎসাহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়।

২। শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ সাধারণ নির্বাচনে সদ্য প্রাপ্তবয়স্ক ভোট দাতাদের মধ্যে শতকরা পাঁচ জন ভোটদাতা (আনুমানিক) টিপ ছাপ দিয়েছেন।

৩। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পর্যাপ্ত বললে অত্যুক্তি হবে না। শিক্ষা প্রশাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রতি বৎসর লক্ষণীয় মাত্রায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলে সাফল্যের হার হতাশাব্যঞ্জক নয়।

৪। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সুযোগ যেমন বেড়েছে সেই অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে। শহরের ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সাফল্যের হার প্রায় গ্রামাঞ্চলের মতন।

৫। স্নাতক স্তরে ছাত্রীদের সংখ্যার হার ছাত্রদের সংখ্যার তুলনায় বৈষম্যহীন (শহরাঞ্চলে)।

৬। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধিকাংশ বিভাগেই ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার হার গত দশ বছরে ক্রমবর্ধমান।

৭। গবেষণার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের সাফল্য ক্রমবর্ধমান।

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের গোষ্ঠীজীবনে জাতপাতের ছুঁৎমার্গ ক্রমশ অবলুপ্তির পথে।

৯। পেশাভিত্তিক উচ্চশিক্ষায় শহরাঞ্চলের এবং গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং সেই সঙ্গে আধুনিক জীবনের প্রভাব তাদের জীবনে প্রায় সমানভাবেই পরিস্ফুট।

১০। কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগসুবিধা নগর এবং গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের প্রায় সমান।

১১। কর্মক্ষেত্রে 'শিক্ষিত বেকারের' সংখ্যার হার ক্রমবর্ধমান। শিটিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা উপার্জনক্ষম হয়েছে তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী নিম্নমানের কাজে নিযুক্ত হয়েছে।

১২। শিক্ষিত যুবক যুবতীদের মধ্যে কুসংস্কারে বিশ্বাসের প্রাবল্য হ্রাস পেয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের চেতনা বৃধি পেয়েছে।

৪.৩ প্রশ্নাবলি

১। "আধুনিকতা"র কল্পরূপ বর্ণনা করো। এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

২। আধুনিকায়িত ...... শিক্ষার প্রভাবে সমাজ জীবনে কী কী পরিবর্তন আসা সম্ভব? প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র বর্ণনা করো।

৩। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালীতে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাব পরিস্ফুট হয়েছে কী? তোমার অভিজ্ঞতা প্রসূত বক্তব্য লেখো।

৪। জাতীয় সমৃধি বলতে কী বোঝায়? উক্ত সমৃধির কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করো।

৫। টীকা লেখো ঃ

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতি বৈষম্যের প্রভাব

(খ) শিক্ষার্থীদের আচরণে বৈষম্যের প্রভাব

(গ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর "সম্পর্কে" শ্রেণি-বৈষম্যের প্রভাব।

একক ৫ ☐ সমাজের স্তরবিভাজন এবং বিচলন (Social Stratification and Mobility)

গঠন

৫.০ সূচনা (Introduction)

৫.১ সমাজের স্তরবিভাজন এবং বিচলন—ভাবার্থ (Social stratification and Mobility— Concept)

৫.২ শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক স্তর এবং বিচলনের সম্পর্ক কোথায় (Meaning and Relationship with Education)

৫.৩ শিক্ষা প্রক্রিয়ার উপর ভারতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার প্রভাব (Dimensions of cultural diversity in India and their impact on Education)

৫.৪ শিক্ষা ও জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি (Education and National Development)

৫.৫ জাতীয় পরিচয় এবং জাতীয় সংহতি (National identity and National Integration)

৫.৬ প্রশ্নাবলি

৫.০ সূচনা (Indroduction)

একটি মানুষের সঙ্গে অপর একটি মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক কিছু মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও তাদের বর্ণনায়, আচরণে এবং জীবনযাত্রার গুণমানে বেশ কিছু পার্থক্য বা বৈষম্য পরিলক্ষণীয়। মানুষ যখন একজন 'ব্যক্তি বিশেষ' রূপে সমাজে স্বীকৃতি পায় তখন আমরা আমাদের মনের আয়নায় পরিস্ফুট বা প্রতিফলিত 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়ে থাকি। মনোবিদ গ্যালটনের ভাষায়, এই বিভিন্নতার জ্ঞান বা উপলব্ধিকে সংক্ষেপে "Individual differences" বলা হয়। সমাজতত্ত্ববিদ জিসবার্টের মতে, "Men are essentially equal, but difer from one another in many non-essential or accidental qualities....In human life inequality in accidentals is as common as equality in essentials." (as found in the expression of human creativity, talented actions, spiritual relization and alike).

ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাণীজগতে স্তর বিভাজনকে প্রাণী বিজ্ঞানীরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী, স্মরণ, মনন, চিন্তন এবং জীবনের সমস্যা সমাধানে বুদ্ধির প্রয়োগে অক্ষম থেকে আশ্চর্যজনকভাবে সক্ষম, দায়হীন, অসংবদ্ধ বা স্তুপবদ্ধ জীবন তেকে সুসংগঠিত, সামাজিক দায়বদ্ধতাপূর্ণ জীবন, শিক্ষা-অভাবীস বনচর মানুষ থেকে শিক্ষিত, সুসভ্য, রুচিবান মানুষ, মানবেতর প্রাণী (primate) থেকে গুহামানব (cave man) ইত্যাদি।

গুহমানবের পরবর্তী স্তর থেকে ক্রমে মানুষের মনে প্রজন্মের সুরক্ষার চেতনা এসেছে, এই স্তরে মানুষের মধ্যে শিখন-প্রিয়তা লক্ষণীয় হয়েছে। আদিম মানুষক্রমে সংস্কৃতিবান এবং রুচিবান হয়েছে—পরিণামে গড়ে উটেছে মানুষের সভ্যতা। বহু সহস্র বৎসরের রূপান্তরণের ইতিহাসকে পিছনে রেখে মানবকুল আধুনিক জীবনের সন্ধানে নিত্য নূতন সভ্যতার স্তর গড়েছে এবং বিনষ্ট করেছে। সভ্যতার ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমরা আধুনিক মানুষের স্তর পরিবর্তনের তথ্যগুলি জানতে পারি—তাদের জীবনযাত্রার বিবরণ থেকে, সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা থেকে এবং সংস্কৃতির সাক্ষর থেকে।

বিভিন্ন শতাব্দীর আধুনিক জীবন বিভিন্ন স্বাদের আধুনিকতায় সমৃধ হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর মানবসমাজে নিত্য নিয়মিত মিথস্ক্রিয়াবধ্ধ মানুষজন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্পপ্ন নিয়ে লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলতে গিয়ে বহুধা হয়েছে এই বিভাজন থেকে মানুষ স্বীয় সমাজজীবনের স্বার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে। শ্রেণিমধ্যে আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য থাকলেও শ্রেণিগুলির মধ্যে বৈষম্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করছে। অবাঞ্ছিত হলেও, একবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা শ্রেণি-বৈষম্যের গ্লনি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সামাজিক শ্রেণিগুলির মধ্যে বিচলন শুরু হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজজীবনে সৌহার্দ্যের প্রয়োজনে 'বিচলন' একান্ত বাঞ্ছনীয়।

"সোশ্যাল সায়েন্সের" বিভিন্ন শাখা "স্তর" সমম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। উপাদানগত পার্থক্য থাকলেও স্তর সৃজন, বিন্যাস এবং পরিণতিগুলির গতি-প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য অপেক্ষা সাদৃশ্যের পরিমাণ বেশি। যেমন—

১। ভূ-বিদ্যায় আছে ভূ-পৃষ্ঠের নীচে বিভিন্ন যুগে রচিত শিলাস্তর সুবিন্যস্ত আছে— কোনটি বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন আবার কোনটি কয়েক শত বৎসরের প্রাচীন। পুরানো স্তরের উপর নতুন স্তরের আবরণ পড়লেও, পুরানো স্তর বিনষ্ট হয়নি। অধিকন্তু, সেগুলি অপেক্ষাকৃত নতুন স্তরগুলির উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। পুরানো স্তরগুলির উর জীবাশ্ম অতীতের সাক্ষরবাহী।

২। নৃ-তত্ত্ববিদদের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পরম্পরাবাহী সংস্কৃতির ধারাপথে বিভিন্ন স্তরের মানবকুলের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা হয়েছে। নৃ-বিজ্ঞানের আলোচনায় "যুগ" শব্দটি অনেক ক্ষেত্রেই "স্তর" শব্দটির সমার্থক। আধুনিকতার বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা প্রসঙ্গে আমরা "যুগোপযোগী" শব্দটির উপর যছেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ভারতের জনসংখ্যায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমাবেশে আনক কিছু ঐতিহ্যের গরমিল থাকলেও জাতীয়, উপজাতীয়, সাম্প্রদায়িক, আচার-বিচার, বিশ্বাস ইত্যাদির মূলে সভ্যতার আদিপর্বের প্রভাব বর্তমান।

৩। মনোবিজ্ঞানের আলোচনায়, মনসমীক্ষণের আলোয়, মনের তিনটি স্তরের স্বীকৃতি সুবিদিত। এখানেও স্তরগুলি ক্রম-বিন্যস্ত এবং সহাবস্থিত। এখানে স্তরগুলি কখনো তীব্র, কখনো স্তিমিত কিন্তু কখনই লুপ্ত নয়।

৪। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায়, শ্রেণি-বৈষম্যের কুপ্রভাব থেকে গণতান্ত্রিক, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনকে মুক্ত করার প্রশ্নে অধ্যাপক হার্বার্ট মন্তব্য করেছেন ঃ

"....cosmic perspective of victimization is a surface manifestation of disharmony and asymmetry which lie deeply embedded in the social system and **they have to be identified by de-bunking the levels below the surface."** (Herbert, David, The Geography of Urban Crime. Longman, Essex, U.K.)

এখানে অধ্যাপক হার্বার্ট আধুনিক সমাজকে সমাজ জীবনের বর্তমান স্তর বিবেচনা করে কু-প্রভাবগুলির কারণ, সমাজ জীবনের অপেক্ষাকৃত পুরানো দিনের ব্যবস্থাপনার স্তরে বিদ্যমান বলেছেন—যা অতীতকে বিশ্লেষণ করেই জানতে হবে।

৫.১ সমাজের স্তরবিভাজন এবং বিচলন—ভাবার্থ (Social Stratification and Mobility—Concept)

পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সভ্যতার বিকাশ অনিয়ন্ত্রিত ধারায় ঘটেছে। সভ্যতার আলো সমাজস্থ প্রত্যেকের উপর সমানভাবে প্রতিফলিত হয়নি। পরিণামে, সভ্যতা প্রসারের ইতিহাস বিষয়-বৈষম্যের প্রভাবে সমাজের জীবনযাত্রা কোথাও আলোকিত হয়েছে আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে গেছে। পৃথিবীর সর্বত্র যেমন সভ্যতার সম্প্রসারণ নিরপেক্ষভাবে হয়নি তেমনই একাংশ প্রয়োজনের অধিক সম্পদ পেয়েছে, সেই সঙ্গে অপরাংশ

প্রয়োজনের ন্যূনাংশ সম্পদ পায়নি। সভ্যতার বৈভবে এবং সম্পদের পরিমাণে বৈষম্যের দীর্ঘস্থায়িতা সমাজের অখণ্ডতাকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করেছিল। সেই খণ্ডগুলির ছত্রছায়ায় সমাজ জীবনযাপন করার সময়ে সমাজের স্তর বিন্যাসের ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল। সংক্ষেপে, সমাজের স্তরবিন্যাস কিছু প্রভাবশালী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে তাদেরই বুদ্ধি পুষ্ট যুক্তিতে প্রবর্তিত হয়েছিল।

স্তরভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে স্তরভেদে, সম্পত্তির পরিমাণ, প্রতিপত্তির গুরুত্ব, সম্পদের অধিকার দাবি করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বহু স্তরে বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন স্তরভুক্ত হওয়ার পর, স্তরভেদে তাদের মানসিক দূরত্বও বৃদ্ধি পায়। ক্রমে একটি স্তরভুক্ত ব্যক্তি গোষ্ঠী অপর স্তরভুক্ত ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বভাব প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে। যেমন—

(ক) উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, নিঃস্ব।

(খ) উচ্চ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, নিরক্ষর।

(গ) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

(ঘ) বেতনভুক, দিন-মজুর, বেকার ইত্যাদি।

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে স্তর-মর্যাদার বিচার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। যেমন—(১) ঐতিহ্য (২) সার্বভৌমত্ব (৩) স্বভাব সিদ্ধ পরিণতি (৪) বহুসূত্রী প্রভাব এবং (৫) ক্রমবিবর্তিত পরিণতি।

সমাজ জীবনে বহুমুখী স্তর-বিন্যাস সম্পর্কে টুমিনের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

"Biological traits do not become relevant in patterns of social superiority and inferiority unitil they are socially recognized and given importance by being incorporated into the deliefs, attitudes, and values of the human beings involved."

"The consequences that flow from inequalities in property, power, and prestige can be classified under four general headings : (1) Life chances; (2) Institutional patterns of conduct; (3) Life styles and (4) Values, Attitudes and Ideologies."

৫.২ শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক স্তর এবং বিচলনের সম্পর্ক কোথায় (Meaning and Relationship with Education)

সামাজিক শ্রেণির সংজ্ঞা এখন পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যা নির্ভর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমান আবার কোনো কোন ক্ষেত্রে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে "শ্রেণি"র সংজ্ঞা বিবৃত করতে হয়। যেমন—

মালিক ও শ্রমিক শ্রেণি ঃ কর্ম প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখার জন্য একদল কর্মী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কঠোর পরিশ্রম করে এবং আর একদল কর্মী কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো প্রথম দলটির কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করে। যারা পরিশ্রম করে তাদের পারিশ্রমিক এবং জীবনধারণের গুণমান (কর্তৃপক্ষের বিবেচনায়) সাধারণত তত্ত্বাবধায়ক কর্মীদের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। এই বৈষম্যের ফলে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের মধ্যে বিভেদ এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। কার্ল মার্কসের ভাষায় একদল কর্মী বঞ্চনার শিকার হয় অথচ আর একদল কর্মী কর্তৃপক্ষের মদত পেয়ে উন্নত গুণমান বিশিষ্ট কর্মজীবন উপভোগ করে। এই পক্ষপাত দুষ্ট কর্ম প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পটভূমিতে কার্ল মার্কস বঞ্চিত কর্মীদের শ্রমিক শ্রেণিরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। সেই সময়ে ধনী ব্যক্তি রা কর্ম প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল এবং বঞ্চনার বিনিময়ে অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণভাবে তাদের ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের ইন্ধন জোগাত। তখনকার 'কর্ম-তত্ত্বাবধায়ক' কর্মীগোষ্ঠী শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিতে মালিকের প্রতিচ্ছায়া রূপে বিরাজ করতো। ফলে, "শ্রমিক-মালিক" শ্রেণি সংগ্রামে তাদেরও সামিল হতে হয়েছিল। মালিক-শ্রমিক দ্বিখণ্ডিত কর্ম

প্রতিষ্ঠান দীর্ঘজীবী হয় না। বর্তমান, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রশাসন ব্যবস্থায় উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টায় লক্ষণীয় মাত্রায় পারস্পরিক ব্যবধান কমেছে। শ্রমজীবী মানুষের সমাজ জীবনে ক্রমশ উক্ত ব্যবধান বিলুপ্ত হবে বললে অত্যুক্তি হবে ন।

সম্পদশালী ও সম্পদহীন শ্রেণি ঃ অধুনা সমাজ জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছলতার সম্পর্ক অনস্বীকার্য। এই যুক্তির ভিত্তিতে অধ্যাপক ওয়েবার সমাজস্থ জনগণকে যথাক্রমে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন। সংক্ষেপে, বৈভব এবং অভাবের মানদণ্ডে মানুষের শ্রেণি বিচার করা হয়ে থাকে। উপজীবিকার সঙ্গে জড়িত পদমর্যাদা, উপার্জন সীমা, সম্পদের মালিকানা এবং জীবন যাত্রায় বিলাসিতার প্রভাব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ব্যক্তিকে অভিজাত শ্রেণির মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অধ্যাপক ওয়েবারের যুক্তি অনুযায়ী সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা এবং প্রশাসনের ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। ফলে, সমাজে শ্রেণি-বৈষম্যের কুফলগুলি প্রকাশ পায়।

গুণ ও কর্মভেদে শ্রেণি ঃ ভারতবর্ষের হিন্দু সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থায় গুণ ও কর্মভেদে পাঁচটি বর্ণ বা সমাজ শ্রেণির ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র এবং অস্পৃশ্য। সেই সময়ে, উচ্চ এবং নিম্নতর শ্রেণির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের বিচলন ছিল না; ফলে শ্রেণির অস্তিত্ব বংশ পরম্পরায় সুরক্ষিত থাকত। এই ধরনের শ্রেণি প্রথার প্রভাবে ভারতে ক্রমশ জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। যার উৎকট প্রভাব হ্রাস পেলেও, আজ পর্যন্ত লোপ পায়নি।

কার্ল মার্কসের মতে সামাজিক স্তর সমাজ জীবন যাত্রার একটি স্বাভাবিক পরিণতি এবং যার বুনিয়াদ বৈষম্যের ভিত্তিতে গঠিত। জীবন যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং পরিস্থিতিতে ব্যক্তির বা সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের "অবদানমূলক ভূমিকার গুরুত্ব ভেদে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন—(১) ফলন বা শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, যারা মহাজনের ভূমিকা সাধারণত পালন করে তাদের জমিদার শ্রেণি। এক্ষেত্রে মহাজনের বদান্যতায় যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ফসল ফলায় এবং গ্রাসাচ্ছদনের সংস্থান করে তারা খেত-বজুর শ্রেণি। অথবা উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণ বা সম্পদশালী শ্রেণি এবং সম্পদহীন শ্রেণি। বংশ পরম্পরায় এই সম্পর্কের ধারা যখন বজায় থাকে তখন শ্রেণি-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ক্রমে দুইটি শ্রেণির সঙ্গতি ও সংস্কৃতি ভিন্নতা প্রকট করে এবং উভয়ের মধ্যে সামাজিক সন্নিকর্ষের পরিবর্তে দূরত্বের চিহ্ন পরিস্ফুট হয় (সহযোগিতার পরিবর্তে দাতা-গ্রহীতা অথবা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক গড়ে উঠে)।

সাধারণত সমাজবধ্ধ জনগণ নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী সৃষ্টি করে এবং গোষ্ঠীর গুরুত্ব বিবেচনা করে, উচ্চ-নিম্ন ক্রম পর্যায়ে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করে থাকে। ক্রম-পর্যায়ে বিভক্তি করণের ভিত্তিতে সামাজিক স্তর বিন্যস্ত হয়ে থাকে। যেকোনো একটি স্তরকে সাধারণত শ্রেণি (কুল) বলা হয়। কোনো বিশেষ শ্রেণিভুক্ত সমাজ গোষ্ঠী সমান গুরুত্বপূর্ণ কুলমর্যাদা অথবা পদমর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। গোষ্ঠী বা কুলে আবধ্ধ সমাজ জীবনে, পদমর্যাদার ভিত্তিতে ব্যক্তি বিশেষের স্থান স্থিরিকৃত হয়। কোনো ব্যক্তি জন্মসূত্রে কৌলিণ্য বা কুলমর্যাদা অর্জন করতে পারে অথবা কর্মসূত্রে অর্জন করতে পারে।

যেমন, ব্রহ্মজ্ঞান অভিলাষী এবং ব্রাহ্মণ বংশে জাত ব্যক্তি সমাজে ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্যাদা পাবেন "ব্রহ্মবন্ধু" রূপে। নমশূদ্র বংশে জাত স্বীয় কর্ম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে "ব্রাহ্মণ" রূপে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা পাবেন—আজীবন মাত্র (অর্থাৎ সন্তান সন্ততি নয়)। ব্রহ্মবন্ধু স্বীয় কর্মের দ্বারা "ব্রাহ্মনত্ব" অর্জন করবে। পরম্পরাব্যাপী ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ জাত, ধর্ম এবং আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে উক্ত স্তর বিন্যাস হয়ে থাকে। অধুনা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতেও সামাজিক মর্যাদা এবং কৌলিণ্য প্রধানত জন্মগত। প্রাক-গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উক্ত জন্মগত সামাজিক মর্যাদার প্রভাব বিদ্যার্জন, উপজীবিকা নির্বাচন, বসতির সামাজিক পরিবেশ সৃজন, বিবাহের পাত্র-পাত্রী এবং আচার-অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করত। গণতান্ত্রিক সমাজ

ব্যবস্থার সামাজিক স্তরে বিচলন রীতি অনুমোদিত হওয়ায় উক্ত প্রভাবের গুরুত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। "জাত-পাত", "জল চলে না", "অস্পৃশ্য", "অচ্ছুত", পতিত, "বামন হয়ে চাঁদে হাত", "বেজাত" ইত্যাদি শব্দ সংযোজনের প্রচলন শরৎ সাহিত্যে যে পরিমাণে উদ্ধৃত হোতো একবিংশ শতাব্দীর গল্পে বা উপন্যাসে তত পরিমাণে আর উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয় না। সমাজে গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র ও চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাত্রছাত্রীদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে, সমাজনীতির পরিবর্তনের প্রভাব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পুরানো সংস্কারগুলিকে মার্জিত করেছে।

স্তর-ভিত্তিক সমাজ শ্রেণি ঃ পরবর্তী সময়ে, সামাজিক শ্রেণির বংশ পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক স্তর বিন্যাসের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনায় এবং গবেষণার ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাসের বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্তরের বর্ণনায় এবং সঙ্গতির প্রশ্নে স্তরভিত্তিক সংস্কৃতির প্রশ্নটি এখনো আলোচনার বিষয়বস্তু। যেকোনো স্তর ভিত্তিক সংস্কৃতি স্তরভুক্ত মানুষ, দল বা সম্প্রদায়ের কাছে যথোপচিত শ্রধা এবং সমাদর পায়। প্রসঙ্গক্রমে, অধ্যাপক হরলাম বোস এবং হেলডের বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ "Socia straification involves a herarchy of social groups. Members of a particular stratum have a common identity, alike interests and a similar life style. They enjoy or suffer the unequal distribution of rewards in society as members of different social groups. Social stratification, however, is only one form of social inequality—Which may exist without soial strata. Strata subcultures tend to be particularly distinctive when there is little opportunity to move from one stratum to another. This movement is known as **social mobility.**

শিক্ষা-প্রভাবী আন্তঃস্তর বিচলন ঃ বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল অবধি বিধি নিষেধের প্রভাবে স্তর বিভক্ত সমাজ জীবনে সামাজিক মেলামেশার এবং সমব্যথীর সংখ্যা বৃধির কোনো সুযোগ ছিল না। অধ্যাপক সোরোকিনের মতে, সামাজিক বিচলন, উচ্চ থেকে নিম্ন স্তরে অথবা নিম্ন থেকে উচ্চ স্তরে বা একই স্তরে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে হতে পারে। এই বিচলন শিখন ব্যতীত হয় না বা পারিবারিক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিকীকরণ ব্যতীত হয় না।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের উচ্চস্তরে স্বীকৃতি পায়। সুতরাং উচ্চাকাঙ্খা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবাধ সুযোগসুবিধা সমাজবাসীকে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে যেতে সাহায্য করে। তেমনি, নিম্ন সামাজিক স্তরের কর্মোদ্যোগী পুরুষ বা মহিলা স্বীয় অধ্যবসায়ের সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তার শীর্ষ স্তরে, শীর্ষ স্থানে পৌঁছতে পারে। স্বাধীন ভারতের, গত পঞ্চাশ বা ষাট বছরের ইতিহাসে, শিল্পক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে উক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার নজির বিরল নয়।

"Education abolishes social rigidity, removes discrimination basies on birth and destroys rigid Stratification. It also strives to achieve higher ideals, obtains higher positions of prestige, formation of good habits and inculcatin of permanent values." (Barnard)

"An alteration in status upwards is considered as indicative of vertical mobility. Horizontal mobility is a movement from one status to another when there is no difference between the ranks of the two statuses." (Stephenson)

শিক্ষার প্রভাবে সমাজের কিছু স্তর, শ্রেণি ও গোষ্ঠী থেকে অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব এবং অজ্ঞতা দূর হওয়ায় অনগ্রসর সমাজবাসী বিজ্ঞানমনস্ক এবং প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠে। এই উত্তরণ একটি স্তরের,

একটি শ্রেণির বা গোষ্ঠীর মধ্যেই হয়ে থাকে ফলে এই স্তরের, শ্রেণির বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কিছু 'সুপ্ত সম্ভাবনা' ব্যক্ত হয় এবং যোগ্যতার মানদণ্ডে স্বীকৃতি পায়। অনেক রাষ্ট্র জীবনে উক্ত স্বীকৃতি প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য নয়। এই ঘটনাকে "মোবিলিটি এথিক' বলা হয়। গণতান্ত্রিক ভারতে এই ঘটনার প্রভাবে নারী জাগরণ এবং নারীপ্রগতি সম্ভব হয়েছে; অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহে প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পেয়েছে; কৃষি শ্রমিক (জনমজুর) এবং কলকারখানার মাসিক বেতনভোগী শ্রমিক শ্রেণি দুটির মধ্যে মানসিক দূরত্ব প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

৫.৩ শিক্ষা প্রক্রিয়ার উপর ভারতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার প্রভাব (Dimensions of cultural diversity in India and their impact of Education)

"সংস্কৃতি" শব্দটির ব্যক্তি বিশেষের দৈনন্দিন এবং সামগ্রিক জীবন যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গতি বৈচিত্র্যের পরিস্ফুট রূপায়ণ। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষ যে গোষ্ঠী জীবনের পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছে তার আচার-বিচার, বেশভূষা, সহবত, ধর্মাচরণ, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা প্রণালী, খাদ্যাভাস, পারিবারিক পরিবেশ, ললিত কলা এবং বাস্তু শিল্পের নিদর্শন একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের প্রভাব প্রতিফলিত করে। আধুনিক সমাজ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের সমাজ জীবন যাপনের গতি বৈচিত্রে প্রকৃতপক্ষে কোন সর্বসম্মত চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। অধুনা মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহের ধারা মিশ্র চরিত্রের।

ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে চীন, জাপান বা রাশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের কোনো কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও সামগ্রিক চরিত্র ভিন্নতার পরিচয় দেয়। প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতি সেই দেশের মানুষের কাছে অনন্যতার পরিচায়ক। বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে সরেশ-নিরেশ অথবা উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট গুণমানের মাত্রায় তুলনা করা যায় না। জাতীয় সঙ্গীতের কথায়, সুরে, বক্তব্যে প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের জনগণের সেই অনন্যতার দাবি সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়। সংস্কৃতি প্রবাহ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়— অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে। অনেক কিছু সঞ্চালিত হয় না আবার অনেক কিছুই সঞ্চালিত হয় এবং যা সঞ্চালিত হয় তার সমন্বিত রূপকে আমরা "ঐতিহ্য" বলি।

"Culture has been defined as the totality of socially transmitted behaviour patterns, arts, beliefs, institutions, and all other products of human work and thought". (Heritage Dictionary)

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্লাকহোন বলেছেন যে সফল অভিযোজনের যে সব যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয় সেগুলিও সংস্কৃতির পরিচায়ক। অনুরূপভাবে, মানুষের ধ্যানধারণা, রুচি, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, বিবেকের অনুশাসন ইত্যাদি সংস্কৃতির বৈশিষ্টগুলির ইঙ্গিতবাহী। সংক্ষেপে, সংস্কৃতি আমাদের ঔচিত্যবোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীবনধারণের মুল্যমানকে স্বীকৃতি দেয়।

"Culture is the foundation, the primary thing. It shows itself in the smallest detail of your conduct and personal behaviour........how you will behave with others, in social life and situations." (Mahatma Gandhi)

Culture (non-material) is an attitude of mind, an inclination of the spirit, and those who yearn for it, wish to have a vision of greatness a sit in the presence of nobility, and he can see the highest rich and scope of the spirit of man (Mudalior Education Commission).

.....A habitual way of vision of greatness is the way to cultural growth. (Ibid)

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানে"র ধারাবাহী বিচিত্র ভারতীয় সংস্কৃতি ঃ

পরিবারের পরিবেশ এবং পারিবারিক আবহাওয়ায় সমাজ জীবনে সৃষ্ট সংস্কৃতি মিশে থাকে। পরিবারের সদ্যোজাত শিশু সেই পরিবেশে এবং আবহাওয়ায় পিতামাতার নিরাপদ আশ্রয়ে লালিতপালিত হওয়ার সময়ে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতির দীক্ষা পায়। দেহের আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি, মনের বিশেষ প্রবৃত্তিগুলি, গোষ্ঠীবধ্ধ জীবনযাপনের আগ্রহ এবং ঝোঁকগুলির বীজ যেমন বংশ পরম্পরায় 'জিন' দ্বারা শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে তেমনি পারিবারিক চিন্তা ধারায় প্রবাহিত হয়ে সংস্কৃতির বীজ শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। শিশু যে সমাজভুক্ত সেই সমাজের সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শিখনের মাধ্যমে শ্রধাশীল হয়ে উঠে।

"Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs, and any other capabilities acquired by man as a member of society." (Taylor)

সংস্কৃতি সমাজবাসীদের রুচি, ললিত কলা, এবং সুকুমার শিল্পগুলির প্রতিবেদক। সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ তার আদিম চিন্তাগুলিকে (কল্পনাগুলিকে) মার্জিত রূপে প্রকাশ করে—বাস্তবে, প্রকারান্তরে, চিত্তাকর্ষ করে। শিক্ষা সংস্কৃতিবান মানুষ গঠন করে এবং সংস্কৃতিবান মানুষ শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে। সমাজের গ্রহণোপযোগী শিক্ষা এবং সংস্কৃতির রূপায়ণে রাজশক্তির (বর্তমানে রাজনৈতিক শক্তি) প্রভাব অনস্বীকার্য।

সমাজে বাস করবার জন্য যেমন ভাবে সমাজ গড়তে চায়, যে সমস্ত জিনিস দিয়ে সমাজে দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে চায়, একটি কল্পলোক চিন্তা করতে চায়, নিজেকে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রূপে জাহির করতে চায়, সেই অপূর্ণ বাসনাগুলির রূপায়ণ সংস্কৃতির মধ্যে পরিস্ফুট করে। আধুনিক সংস্কৃতি মূলত নন্দন তত্ত্ব আশ্রয়ী। মানুষের সমাজ অনুমোদিত আচরণ এবং অভ্যাসগুলি, নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্রগুলি, বেশভুষা, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়। মানুষ ঈশ্বরকে নিরাকার বলে স্বস্তি পায়নি, সে যেমনভাবে ঈশ্বরকে দেখতে চায় ঠিক তেমনিভাবে তার প্রতিমা গড়েছে—রুচিসম্মতভাবে। সংস্কৃতি সমাজের ঐতিহ্যবাহী। তাই সংস্কৃতির আশ্রয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন যুগের চিন্তাজাত প্রতিমাগুলি ভাস্কর্যে এবং মন্দিরগুলি স্থাপত্যে এখনো অমর এবং পূজ্য।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস সুদীর্ঘ। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের। সে যুগের রাম, সীতা, কৃষ্ণ, গান্ধারি, হনুমান যেমন বেঁচে আছে তেমনি দশভুজা, রথ, তীর ধনুক, আয়ুর্বেদ, বর্ণাশ্রম প্রথা, জাত, সংস্কৃত ভাষা, বর্ণ, শ্রেণি বিভাগ এখনো অনুকরণীয় না হলেও স্মরণীয় হয়ে আছে। এর পর ভারতে এসেছে শক, হুন, পাঠান, মোগল, গ্রিক, পোর্তগিজ, ফরাসি, ইংরাজ—রাজত্ব করেছে এবং তাদের সংস্কৃতিকে ভারতের সংস্কৃতিতে মিশিয়ে দিয়ে গেছে। ভারতের সংস্কৃতিতে প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন চারুশিল্পের, বিভিন্ন ললিত কলার। ভারতবাসীদের সাজসজ্জায়, বেশভূষায়, ধর্মানুষ্ঠানে, ভাষায়, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে, আসবাব পত্রে, চিন্তাধারায় পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজের এবং সংস্কৃতির প্রভাব নেই তা বলা কঠিন। হরপ্পা-মহেনজোদরায় আর্য সংস্কৃতি; নালন্দায় বৌধ সংস্কৃতি; লাল কেল্লায়, কুতবমিনারে, তাজমহলে মোগল সংস্কৃতি; ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পাঠান সংস্কৃতি, "কাবুলিওয়ালা"য় আফগান সংস্কৃতি, দাক্ষিণাত্যে অনার্য সংস্কৃতি, হিমালয়ের পাদদেশে উপজাতীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি। এদের সম্মিলিত এবং অঙ্গীভূত প্রভাবে মহীয়ান ভারতীয় সংস্কৃতির মাহাত্ম্য এবং ঐতিহ্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের মানসিকতায় ব্যাখ্যা করা যায় না। গণতান্ত্রিক ভারতের জনগণের আকৃতি ও প্রকৃতিতে এশিয়ার প্রাচীন সভ্যজাতিগুলির দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির মিশ্রণের ছাপ পরিস্ফুট। চিন্তাধারায় এবং সমাজ ব্যবস্থার আদর্শে, আধুনিক ভারতীয় গণতন্ত্র দ্বিতীয় বিশ্বভুক্ত। রুশ বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রভাববাহী (মানবেন্দ্র রায় এবং অবনী মুখার্জী যে প্রবাহ বহন করে এনেছিলেন)।

জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৮৬) ভারতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত জাতীয় চেতনাগুলির উল্লেখ করেছে ঃ

(i) an understanding of the culture of the society;

(ii) an understanding of the individual;

(iii) an understanding of the individual and unconscious ways by which the child acquires the cultural pattern; and

(iv) an understanding of what needs to be transmitted in the light of the present and future needs of the socitey.

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষানীতিতে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী একটি সমন্বিত সাংস্কৃতিক ধারা সমাজ ব্যবস্থায় প্রবাহিত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই পরিকল্পনার রূপায়ণ পারিবারিক এবং প্রতিষ্ঠানিক সমাজিকীকরণের মাধ্যমেই একমাত্র হওয়া সম্ভব।

যে সমন্বিত সাংস্কৃতিক ধারা সামাজিক স্তরে বিচলন পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করবে তার মূল সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন প্রক্রিয়ায় নিবন্ধ।

.....In India, the state has not undertaken the responsibility of providing preprimary nursery training to children. As these schools are very expensive, only upper and middle classes are able to take advantages. Thus, the lower classes in urban as well as rural areas remain deviod of this education. Thus, the screening of competent children begins (from her) in an indirect way. The state has permitted private enterprises to establish very high fee English medium schools which are affordable to high economic class parents only. The same condition is found present in higher and professional education. (Shah and Shah)

৫.৪ শিক্ষা ও জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি (Education and National development)

"লোকসভায় গণতন্ত্র থাকলে জনসমাজের জীবনজীবনে গ্রণতন্ত্র আছে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় কী?"

সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা, সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার একটি সহায়ক প্রক্রিয়া অথবা প্রণালী। সেইজন্য শিক্ষার, দেশের এবং দেশের কল্যাণ কাণ্ডে অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। শিক্ষা ব্যতীত একটি স্বাধীন জাতির সর্বাঙ্গসুন্দর কল্যাণ ব্রত সাফল্য লাভ করতে পারে না।

আধুনিক বিশ্বে যে সব দেশের দেশবাসী নিজেদের বুদ্ধি শক্তি এবং সামর্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে দেশের কারণে বা স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ থাকবার শপথ নিয়েছে এবং একটি প্রতীক শব্দের (জাতি) বা চিহ্নের (পতাকা) আনুগত্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে—তারাই এক একটি 'জাতি' হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেয়। তারা যে দেশে বংশ পরম্পরায় থাকে সেই দেশ তাদের স্বদেশ (মাতৃভূমি অথবা পিতৃভূমি) । তার যে পতাকা প্রমাণ করে সেটি তাদের জাতীয় পতাকা। যে সঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে গেয়ে তারা জাতীয় পতাকার প্রতি আনুগত্য জানায়, অভিবাদন জানায় সেই সঙ্গীত তাদের জাতীয় সঙ্গীত। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি স্বাধীন দেশ থেকে রাজ-পতাকা অপসারিত হয়েছে এবং সার্বজনীন স্বীকৃতিসহ অভিষিক্ত হয়েছে জাতীয় পতাকা। অতীতে,

একজন রাজার বিকল্প হয়তো ছিল কিন্তু অধুনা জাতীয় পতাকার কোনো বিকল্প নাই বা জাতীয় সঙ্গীতের কোনো বিকল্প নাই। ''স্বদেশবাসী'' শব্দটির সমার্থক, বর্তমানে ''নাগরিক' বা ''সিটিজেন'' শব্দটি অতি প্রচলিত।

আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ জীবন সমাজবাসীদের সার্থক শিক্ষা-দীক্ষার উপর নির্ভরশীল। আদর্শ গণতান্ত্রিক দক্ষতাশীল সমাজবাসী (নাগরিক) অবশ্যই স্বদেশপ্রেমী এবং স্বজনপ্রেমী হবে এবং তার দক্ষতা অর্জন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সেই কারণে সে জাতীয় সংহতি সম্পর্কে সচেতন এবং 'সংহতি-নির্ভর' জাতীয় অখণ্ডতা তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধগুলির অন্যতম হয়। স্বাধীন ভারতের অধুনা সমাজজীবনে উক্ত মূল্যবোধের পূর্ণ বিকাশ এবং বিস্তার এখন পর্যন্ত অপেক্ষমান। ফলে, 'গণতান্ত্রিক জাতীয়তা বোধ' উগ্রতাশূন্য, প্রশান্ত এবং সার্বজনীন মানবতার রক্ষক এবং ধারক। সর্বোপরি, সেই ''জাতীয়তাবোধ'' প্রগতিশীল বিশ্বসভ্যতার পৃষ্ঠপোষক— শব্দ সমষ্টির প্রয়োগে নয় একটি মানবদরদী মনের অনুভূতিতে।

"The main criteria of nationality are psychological; the growth of nationalism is governed by traditions, historical perspectives and principles and ideas shared in common, leading to pride in group membership in the larger social unit, i.e. the nation. The development of nationalism has forced men out of narrow sectionalism and has cultivated loyalty to national state. Nationalism is then a mental state or loyality to greater ideals of a national state. **Education** is steadily assuming an ever increasing vital role in the national development programme. It influences and is influenced by national character." (Ibid)

প্রসঙ্গক্রমে, উল্লেখ করা যেতে পারে যে ''জাতীয়তার মানসিকতা'' স্বাধীন দেশের নাগরিকের মধ্যে জন্মের পর ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে বা শিক্ষার মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করানো হয়— বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (বা তাদের প্রতিনিধিদের) দায়িত্বে এবং তত্ত্বাবধনায়। তবুও মানুষে মানুষে মানসিক গঠনে পার্থক্য থাকার ফলে শিক্ষা প্রভাবী মানসিকতায় (আঞ্চলিক ঐতিহ্য এবং অন্যান্য মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত) একটি অখণ্ড জাতির আচরণে, মনোভাবে, চলনে বলনে, আচারে-বিচারে, ধর্মচিন্তায়, বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটায়।

''নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান''—সংক্ষেপে, জাতীয়তাবাদের সারমর্ম রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তবুও স্মরণে রাখতে হবে আলেকজাণ্ডারের ''ভারত ছাড়া'' পর্যন্ত রাজতন্ত্রের তোষণে অভ্যস্ত ভারতবাসীদের ''গণতন্ত্রের নাগরিক' হওয়ার জন্য শতাব্দী ব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রণীত ভারতের শিক্ষা নীতির শৈশবে যে সুফল লক্ষ করা গেছে সেই সুফলকে মহীরূহে পরিণত করবার দায়িত্ব দেশপ্রেমী প্রশাসনিক প্রজন্মের উদ্যোগে, সমগ্র দেশবাসীর। সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতবাসী বহুবার ''রাজদ্রোহী'' হয়েছেন কিন্তু কখনো ''দেশদ্রোহী'' হয়নি।

''সমাজদ্রোহী'' শব্দটি মূলত স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রশাসনিক তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং, জাতীয়বাদ সম্পর্কিত আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক, মনে করি। ''জাতীয়তাবাদ'' একটি প্রগতিশীল মানসিকতা। যে মানসিকতা বিশ্বের দরবারে ভারতীয় স্বাতন্ত্র্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে— ''শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান এবং সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের কারণে। এই মানসিকতায় ''ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য'' যেমন উপেক্ষিত নয় তেমনি ''জাতীয় স্বাতন্ত্র্য'' নিসন্দেহে বরণীয়। এই ''মনসিকতা গঠনের প্রশিক্ষণ'' অভিভাবকদের এবং বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষানায়কদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। তারাই এই ''প্রশিক্ষণের'' উদ্যোক্তা, সংগঠক, এবং প্রযুক্তিবিদ হবে (অহমিকাকে প্রশ্রয় না দিয়ে) এবং এই প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষকের আদর্শ এবং আচরণ অনুকরণীয় এবং শিক্ষার্থী সর্বক্ষেত্রে অনুকরণপ্রিয়।

"The teacher's own national sentiment, progressive outlook and personal influence are potent factors in fostering nationalism in the pupils." (Modern Education)

৫.৫ জাতীয় পরিচয় এবং জাতীয় সংহতি (National identity and National Integration)

ফরাসি সমাজ বিজ্ঞানী এম্বিল দুর্ক হাইমের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিখন প্রণালীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে সিধান্তে এসেছিলেন যে সমাজ সমাজবাসীদের কাছে কী ধরনের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং ভাবনা-চিন্তা আশা করে সেইগুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করায় বা করবার চেষ্টা করে। কারণ, সমাজের প্রত্যাশা লক্ষণীয় মাত্রা পূর্ণ না হলে এবং দৈনন্দিন সমজে জীবনে সাধারণের অনুমোদন এবং অনুকরণযোগ্য বিবেচিত না হলে সুসংবধ সমাজজীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়—ফলে সমাজের অখণ্ড অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। দুর্ক হাইমের মতে ঃ

"Society can survive only if there exists among its members a sufficient degree of homogeneity; education perpetuates and reinforces this homogeneity by fixing in the child from the begining the essential similarities which collective life demands. Without these essential similarities, co-operation, social solidairty social life itself would be impossible." (Haralambos & Heald)

(Like U.S.A.) "it needs a comon educational curriculum to in stil shared norms and values into a population with divers backgrounds." (ibid)

"In complex industrial societies, the school serves a function which cannot be provided either by family or peer groups. Individuals must learn to co-operate with those who are neither their kinnor their friends." (ibid)

যে সমস্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রেণি বৈষম্যের প্রভাব মুক্ত কেবল সেই সব দেশেই দুর্ক হাইমের মতবাদ রূপায়িত হওয়া সম্ভব। সমাজ বিজ্ঞানী ট্যালকট পার্সনস-এর মতে বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এবং গোষ্ঠীবধ (সীমিত) ছাত্রজীবন, সমাজ জীবনের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। এই শিক্ষা পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমান মূল্যবোধগুলি সৃষ্টি করতে পার। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিবেশেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের ভবিষ্যত সমাজ জীবনের প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতন করা উচিত।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত পিতামাতা শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব পালন করত। এই সময়ে বংশ মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে প্রতিটি শিশু সহবত শিক্ষা করত এবং আদর্শনীয় চরিত্রের দ্বারা সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাহিনি শুনত এবং কৌতুহল নিবৃত্তি করত। এর পর শিশু গুরুগৃহে বিদ্যার্জনের সুযোগ পেত, কৈশোরের শেষ পর্যন্ত। গুরুগৃহে ছাত্রীদের প্রবেশ নিষিধ ছিল।

সেই যুগে অভিভাবক যেমন পুত্রের শিক্ষার ভার গুরুর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে থাকত তেমনি কন্যাকে সমাজ জীবনে গৃহকর্ম নিপুণা করবার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মাতা এবং মাতৃস্থানীয় মহিলাদের উপর ন্যস্ত থাকত (পরিবারের পরিবেশে)।

গুরু ছাত্রদের মেধা এবং আগ্রহের ভিত্তিতে ছাত্র বিশেষকে উচ্চ শিক্ষার নির্দেশ দিতেন অথবা অভিভাবকের হস্তে প্রত্যার্পণ করতেন পারিবারিক উপজীবিকায় দক্ষতা অর্জনর উদ্দেশ্যে। যে সব ছাত্র উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দূরে বা দূরান্তরে যেত তার শিক্ষা সমাপণে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে গার্হস্থ্য জীবন শুরু করত এবং অর্থোপার্জনের জন্য উপযুক্ত কর্মে লিপ্ত হত। অধিকাংশ ছাত্র, পারিবারিক উপজীবিকার মাধ্যমে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত এবং সংসার প্রতিপালন করত। সেই যুগে বেকারত্বের প্রশ্ন ছিল না এবং সমাজ জীবন রাজা এবং রাজকর্মচারীদের দায়িত্বাধীন ছিল। এই বিষয়ে জনগণের কোনো দায়-দায়িত্ব ছিল না। সমাজ-অনুমোদিত বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল।

যন্ত্রযুগে ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় এবং শিক্ষা-ব্যবস্থায় তদানীন্তন শাসক গোষ্ঠী কোনো পরিবর্তনের চেষ্টা করেনি কিন্তু প্রশাসনের স্বার্থে এমন কিছু সুযোগসুবিধা করেছিল যাতে দেশে শ্রেণি বৈষম্য (স্বতঃস্ফূর্ত) প্রকট হয়ে উঠেছিল—(১) শিক্ষিত, উপার্জনশীল, অর্থ স্বচ্ছল, সমাজে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণি এবং (২) অশিক্ষিত, পরমুখাপেক্ষী, সমাজে অবহেলিত মজুর শ্রেণি। প্রথম শ্রেণির নিম্নপ্রান্তে এবং দ্বিতীয় শ্রেণিণ উচ্চ প্রান্তে কিছু সমাজবাসীর পরিচয় ছিল "মধ্যবিত্ত শ্রেণি"। প্রথম শ্রেণির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল শাসক শ্রেণির প্রতি আনুগত্য (তোষণ) এবং পারিবারিক সমৃদ্ধি বর্ধন। দ্বিতীয় শ্রেণির মানসিকতা ছিল প্রতিবাদহীন, চরম সহনশীলতা। তৃতীয় শ্রেণির মানসিকতা ছিল কুসংস্কারগ্রস্ত, দৈব নির্ভরতা।

এই সময়ে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগসুবিধা প্রথম শ্রেণির কাছে সহজলভ্য ছিল (রাজতন্ত্রের স্বার্থে), দ্বিতীয় শ্রেণির কাছে আয়াসসাধ্য ছিল (প্রশাসনিক করনিক কারণের উদ্দেশ্যে) এবং তৃতীয় শ্রেণির কাছে দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ ছিল (শ্রমিকদের পরনির্ভরতার সুযোগ নেওয়ার কারণে)। তৎকালীন সমাজ জীবনে "বাবু সমাজের" জন্ম এই সময়ে হয়েছিল।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের সমাজ জীবনে গণতান্ত্রিক ভাবনা-চিন্তার এবং আচরণ-দক্ষতার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার নবীকরণ করে। শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব যৌথভাবে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সরকারে উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৮৬ সালে দেশব্যাপী শিক্ষার মূল্যমান সমান করবার উদ্দেশ্যে প্রথম জাতীয়শিক্ষা নীতি প্রণীত এবং প্রযুক্ত হয়। উক্ত নীতি অনুসারে সম্প্রতি নিম্নলিখিত নীতিগুলি প্রবর্তিত হয়েছে ঃ

(১) প্রত্যেকের শিক্ষা গ্রহণের সমান অধিকার এব প্রতিষ্ঠানিক সুযোগসুবিধা।

(২) সমমুল্যমানযুক্ত প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

(৩) জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনের দক্ষতা অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

(৪) প্রতিটি যোগ্য ব্যক্তির মানব সম্পদে পরিণত হওয়ার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অবাধ সুযোগ।

(৫) বিজ্ঞানমনস্কতা এবং প্রযুক্তি দক্ষতা অর্জনের বিদ্যালয় স্তরে সুযোগ।

(৬) যোগ্য ব্যক্তির গবেষণার মাধ্যমে সৃজনী ক্ষমতা এবং মৌলিক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সফল করবার সুযোগসুবিধা প্রদান।

৫.৬ প্রশ্নাবলি

১। পরিবর্তনশীলতা সমাজের ধর্ম—ব্যাখ্যা করো।

২। সামাজিক স্তর-ভেদ বলতে কী বোঝায়? এই প্রসঙ্গে উন্নাসিকতার প্রভাব সম্পর্কে তোমার পর্যবেক্ষণ বিবৃত করো।

৩। সামাজিক দূরত্ব কীভাবে সৃষ্ট হয়। এই দূরত্বের পরিমাপ হ্রাস করবার জন্য সামাজিক বিচলনের ভূমিকা সম্পর্কে একজন শিক্ষকরূপে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৪। সংস্কৃতি শব্দটির ভাবার্থ বর্ণনা করো। অধুনা ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতীত ভারতের ঐতিহ্য কীভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

৫। ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতির মূল বক্তব্য কী? ওই শিক্ষা নীতিতে ভারতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৬। টীকা লেখো ঃ (ক) জাতীয়তাবোধ, (খ) জাতীয় সংহতি।

৭। মানুষের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা সহজাত কিন্তু শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলি সমাজ পরিকল্পিত। কালের প্রবাহের সঙ্গে

তৃতীয় পত্র ঃ দ্বিতীয়ার্ধ

সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ এবং শিক্ষানিষ্ঠ সমাজ জীবনের প্রসঙ্গগুলি

পর্যায়—২

(Module–II)

শিক্ষানিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ এবং সমাজ প্রসঙ্গ
(Sociological Theories and Social Issues In Education)

একক ৬ ☐ শিক্ষা প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদ এবং তাহাদের প্রভাব (Theories of Sociology and their Impact on Education)

গঠন

৬.০ সূচনা (Introduction)

৬.১ (ক) প্রক্রিয়া-প্রভাবী আচরণবাদ (Functionalist views)

৬.২ শিক্ষা প্রসঙ্গে সমাজ নিয়ন্ত্রক সম্পর্কে মতবাদ (Social determinats of Education)

৬.৩ প্রশ্নাবলি

৬.০ সূচনা (Indroduction)

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ, শিক্ষা দেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর শিক্ষা দানের দায়িত্ব ন্যস্ত করে। বর্তমান সংবিধান দেশের প্রত্যেককে শিক্ষার অবাধ সুযোগ দেওয়ার সিম্বান্ত অনুমোদন করেছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার পরচালনার মূল দায়িত্ব শিক্ষকদের নেতৃত্বাধীন থাকবে। তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এবং পরিমণ্ডলকে আধুনিক উপকরণে সজ্জিত করবে, শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণে আকৃষ্ট করবে এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অনুযায়ী শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই কর্মকাণ্ডে, শিক্ষার্থীর সাফল্য মূলত নির্ভর করে তার উদ্যোগ এবং অনুশীলন স্পৃহার উপর।

তৃতীয় বিশ্বের শিল্প-নির্ভর সমাজ এবং সাংস্কৃতিক জীবনে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের চরম বা পরম লক্ষ্য সাধ্যমতো মানব-সম্পদ সৃজন, ধারণ এবং বর্ধন। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট মাত্রায় সম্প্রসারিত হয়েছে—একটি প্রগতিশীল শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসরণে। দেশের মানুষজন উৎপাদননিষ্ঠ হলে সমাজে উৎপাদনশীলতা উন্নীত হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে অনুসৃত আধুনিক শিক্ষা-চিন্তাধারার মূল সমাজতত্ত্বের চিন্তানায়কদের মতবাদগুলিতে গ্রেথিত রয়েছে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের পঠনপাঠনে, উক্ত মতবাদগুলির মধ্যে প্রক্রিয়া প্রভাবী আচরণবাদ, মার্কসীয় মতবাদ এবং সমন্বিত মানবতাবাদের সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি এখানে আলোচ্য।

৬.১ (ক) প্রক্রিয়া-প্রভাবী আচরণবাদ (Functionalist views)

এই মতবাদের দৃষ্টিতে সমাজ একটি প্রণালী বা তন্ত্র যার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বের দায়ভার বহন করে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠিত প্রতিষ্ঠান একটি নিত্য নিয়মিত সমাজ জীবন প্রবাহের পরস্পর নির্ভর কর্মধারা অব্যাহত রাখে। এই নিরবচ্ছিন্ন কর্ম ধারার একমাত্র লক্ষ্য সমাজের প্রগতি এবং সমাজ জীবনের মান উন্নয়ন। এই কর্ম প্রবাহের ব্যাহত গতি, অবচ্ছিন্নতা এবং দীর্ঘস্থায়ী অস্বাচ্ছন্দ্য সমাজ জীবনের প্রগতিকে মন্থর করে এবং বিভিন্ন সমাজ-সমস্যার (সামাজিক অসুস্থতার) সৃষ্টি করে।

উক্ত আচরণবাদের যুক্তি এবং সিদ্ধান্তগুলি সমাজবিজ্ঞানের আদিপর্ব থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হত। এর প্রবক্তাদের মধ্যে অগস্ট কোঁৎ, হারবার্ট স্পেন্সার, এমিল দুর্কহাইম এবং ট্যালকট পারসনসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে, বিরূপ সমালোচনার প্রভাবে এর গুরুত্ব হ্রাস পায়। বর্তমানে এই মতবাদকে 'সেকেলে মতবাদ' বলা হয়।

প্রক্রিয়া-প্রভাবী আচরণবাদী সমাজতত্ত্বের ধারণায় সমগ্র সমাজ মানুষের দেহযন্ত্রের মতো বিভিন্ন প্রণালীর সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাকে বিভিন্ন কর্ম প্রণালীর সঙ্গে তুলনা করে উক্ত ধারণা কর্ম প্রণালীর গঠনে বিভিন্ন সহায়ক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে একক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বিত সাফল্যের উপর সংশ্লিষ্ট কর্ম প্রণালীর সাফল্য নির্ভরশীল।

প্রতিষ্ঠানগুলির পরস্পর নির্ভর কর্ম প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত যে কোনো একটি পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি দুষ্ট বা বিঘ্নিত হলে তার প্রভাবে অন্য পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি অস্বভাবী হয়ে থাকে। এই অবনতির সুদুর প্রভাবী প্রভাব দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে পীড়িত বা সমস্যাগ্রস্ত করে থাকে। অর্থাৎ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে কোনো একটি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যর্থতার প্রসারী প্রভাব সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে আচ্ছন্ন করবে।

"In the same way, an understanding of any part of society requires an analysis of its relationship to other parts and most importantly of its contribution to the maintenance of society.......just as an organism has certain basic needs which must be satisfied if it to survive, so society has basic needs which must be met if it is to continue to exist." (Haralambos and Heald)

আচরণবাদীরা সমাজকে মরণশীল বলেনি কিন্তু বিবর্তনশীল বা পরিবর্তনশীল বলেছে। বস্তুত, প্রাচীনের রেশ এবং নবীনের আবির্ভাব সহাবস্থান করে। ঐতিহ্য শ্রদ্ধেয়, সেই সঙ্গে, আধুনা সমাজ ও সংস্কৃতি আদরণীয়। কুসংস্কার বর্জিত, দর্শনাশ্রয়ী এবং নন্দনযোগ্য ধর্মাচারণ সর্বকালে নীতিজ্ঞান মূল্যবোধের ধারক।

আচরণবাদীরা " সোশ্যাল সিস্টেবের" স্বাভাবিক কাজগুলির ব্যাখ্যা শারীরবৃত্তের আলোকে সযত্নে করেছে কিন্তু "সোশ্যাল প্যাথোলজি"র বিষয়টি এড়িয়ে গেছে। সমসাময়িক সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক এডুইন লেমার্টের "সোশ্যাল প্যাথোলজি" গ্রন্থে এই বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। অধ্যাপক কুলীর "এনামি" কল্পরূপ প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার দাবি রাখে।

শ্রেণি বৈষম্যের দীর্ঘস্থায়ী কুপ্রভাবে সমাজের অখণ্ডতা বিপর্যস্ত হয়, গোষ্ঠী জীবনে অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়, কট্টর ব্যতিক্রমী মানসিকতার উদ্ভব হয়—ফলে রাজনৈতিক আদর্শের বিরোধ এবং সমাজ বিভাজনের সাময়িক প্রচেষ্টা সমাজ প্রশাসনকে পর্যুদস্ত করে তোলে।

সমালোচকদের ভাষায়, প্রক্রিয়া-প্রভাবী আচরণবাদের আলোচনা ঃ

(a) "tends to ignore coercion and conflict."

(b) "man is seen not as a creator of his social world."

(c) "man is seen as a creation of social systems."

(d) "Functionalists have tended to portray the social system as the active agent where as, in relity, only human beings act." (ibid)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে, সমাজ জীবন এবং সমাজ ব্যবস্থার চাহিদা অনুযায়ী, শিক্ষকের তত্ত্বাবধান সমন্বয়ে প্রচলিত শিক্ষা-প্রক্রিয়া সময়মতো শিক্ষার্থীর আচরণকে পরিমার্জিত করে। সুতরাং, শিক্ষার্থীর পরিমার্জিত ও প্রগতিশীল আচরণ শিক্ষার প্রভাববাহী একটি পরিণাম। এখানে, প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয় শিক্ষার্থী এবং পরোক্ষভাবে

সমাজ। এই পরিণাম তাৎক্ষণিক বোধ্য নয়—সেইজন্য, সমাজ জীবনে শিক্ষার সুফল বিষয়ে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন আংশিকভাবে করা গেলেও সামগ্রিকভাবে করা যায় না।

(খ) মার্কসীয় মতবাদ (Marxist Views) :

দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্কস মার্কসবাদের স্রষ্টা। মার্কসবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানুষের সমাজ জীবনে শ্রেণি সংগ্রামের বৃত্তান্ত। মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে গেলে (প্রকৃত অর্থে) সৃজনশীল এবং উৎপাদনশীল হতে হবে। উৎপাদনশীল আচরণ, সর্বার্থে, একটি সামাজিক উদ্যোগ। যার সাফল্যের সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে রয়েছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং প্রয়োজনীয় মাল-মশলা। উৎপাদন শক্তির ক্রমপরিবর্তিত রূপায়ণের প্রতিটি পর্যায়ে সমাজ জীবনের স্পর্শ এবং স্পন্দন সুপরিস্ফুট থাকে।

মনীষী মার্কসের চিন্তায় মানুষ সমাজকে গড়েছে। মানুষ যেমন সমাজের কারিগর তেমনি সমাজজীবনে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় বা শিল্পদ্রব্যেরও কারিগর। দুটি ক্ষেত্রেই মানু স্রষ্টার ভূমিকা পালন করে। মানব সমাজ, মানব সংস্কৃতি এবং মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রতিটি ছত্র মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কাহিনিতে ভরা। যদিও, মানুষকে সমাজের সৃষ্টি বললে অত্যুক্তি হবে না।

সমাজ জীবনে মানুষে মানুষে সম্পর্ক মানুষ চিত্রিত করেছে সমাজ জীবনের আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মূল সূত্রগুলি পর্যায়ক্রমে মানুষের চিন্তার ফসল।

"An understanding of society, therefore, involves an historical perspctive which examines the process whereby man both produces and is produced by social reality. A society forms a totality and can only be understood as such. The various parts of society are interconnected and influence each other. Thus, economic, political, legal, academic and religious institutions can only be understood in terms of their mutual effect. Economic factors, however, exert the primary influence and largely shape other aspects of society. The history of human society is a process of tension and conflict......a source of tension and, ultimately the source of open conflict and radical change. It is a dialectical process which starts from a contradiction and ends in a resolution and waits for a new begining of contradictions and conflicts." (Haralambos and Heald)

"As individuals express their life so they are. What they are, therefore, coincides with their production, with what they produce and how they produce it. The forces of production and the products of labour where owned by them—communally owned." (Marx)

"Communist work will be voluntary, without any consideration for reward; work as a habit for common good; work as a basic need of healthy organism." (Lenin).

গোষ্ঠীবন্ধ মানুষের ক্ষুদ্রায়তন সমাজ পরিধিতে প্রতিটি মানুষের পরিশ্রমের ফসল সে নিজে এবং তার সমাজের প্রত্যেকে ভোগ করত; সুতরাং কাবুর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হত না। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত অধিকার মালিকানা, সমাজ জীবনে তার অস্তিত্বকে একটি বিশেষ স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছিল। ক্রমে, 'শ্রমের ফসল' বা উৎপাদন (এবং পরে আর্থিক সামর্থ) সমাজের সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি হারিয়ে কিছু মানুষের (বা তাদের শ্রেণির) সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি পেল। ক্রম পরিবর্তনের ফলে, পরবর্তীকালে সমাজ বিভাজিত হল দুটি শ্রেণিতে ঃ সম্পদশালী, মালিক শ্রেণি এবং সম্পদহীন শ্রমিক শ্রেণি। মালিক শ্রেণি, উৎপাদনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদিত দ্রব্যের মালিকানা দাবি করত এবং ভোগ করত। অন্যদিকে, শ্রমিক শ্রেণি, উৎপাদনের

জন্য শ্রমের বিনিময়ে মালিকের দাসত্ব করে নিজেদের গ্রাসাচ্ছদনের সংস্থান করত। এই বিভাজন এবং শ্রেণি বৈষম্য, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণি সংগ্রামের পটভূমিকা প্রস্তুত করেছিল। যে সংগ্রামের পরিণতি প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৩২ সালের রুশ বিপ্লবে এবং পরিণামী দ্বিতীয় বিশ্বের সূচনায়।

মানুষ নিজেকে এবং তার সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছু নিজে সৃষ্টি করেও যখন নিজেকে একটি পৃথক স্বতন্ত্র সত্তা মনে করে তখন সে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমাজের প্রতি তার আনুগত্য এবং দায়বধ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়, বিনষ্ট নয়। মানুষ তার ধর্ম বিশ্বাসের স্রষ্টা। ধর্ম বিশ্বাস মানুষকে সৃষ্টি করেনি। ধর্ম বিশ্বাসকে প্রশাসনিক অস্ত্র হিসাবে, সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রক রূপে, কাজে লাগাবার জন্যে মানুষ একটি দ্বিতীয় অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করেছে (সর্ব শক্তিমান) এবং মানুষের মধ্যে একজনকে সেই অদৃশ্য শক্তির প্রতিনিধি রূপে বর্ণনা করেছে— দণ্ডমুণ্ডের কর্তারূপে ন্থরাজা/ধর্মগুরু/সর্দার ইত্যাদি)। নিজের অজ্ঞানতা, অক্ষমতা, এবং অদূরদর্শিতার দায় সাময়িকভাবে এড়িয়ে যেতে গিয়ে মানুষ যতই ভগবানকে দায়ী করে ততই সে নিজেকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে থাকে। কারণ, শেষ পর্যন্ত মানুষের বা তার সমাজ জীবনের দুঃখদুর্দশার প্রতিকার মানুষকেই খুঁজে বার করতে হয়। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আলোয় মানুষের ''বিশ্বাসের'' ঘোর কেটে যায়, তখন মানুষ আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় বিচ্ছিন্নতা মুক্ত হয়।

প্রাচীন ভারতে, মানুষের এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য, অখণ্ডতার উপলব্ধি, সাধনার লক্ষ্য ছিল, বেদান্তের শিক্ষায়। উপযুক্ত গুরু, উপযুক্ত শিষ্যকে এই জ্ঞান অর্জনের পথ ও পদ্ধতি প্রদর্শন করতেন। অনুরূপভাবে, আমরা মানতে পারি মানুষ ছাড়া সমাজ নেই, সমাজ ছাড়া মানুষ নেই। বিভাজিত দুই শ্রেণি নয়, অখণ্ড একটি মানবগোষ্ঠী এবং একটি সমাজ ব্যবস্থার 'কল্পরূপকে'—যা মনীষী কার্ল মার্কস চিন্তা করতে পেরেছিলেন।

"The more man puts into god, the less he retains his own self. If man is to find himself and abolish the illusions of religion, he must abandon a condition which requires illusion. He must therefore eradicate the source of alienation in the economic infrastructure." (Marx)

সমাজ জীবনের এবং ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখদুর্দশার প্রতিকার মানুষকেই খুঁজে বার করতে হয়। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আলোয় মানুষ অলৌকিক বিশ্বাসের পরিবর্তে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। আত্মবিশ্বাসী মানুষ বিচ্ছিন্নতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়। কার্ল মার্কস মানুষকে দৈব নির্ভর না হয়ে আত্মনির্ভর করতে চেয়েছিলেন। যে, সমাজ চিন্তা করবে, সমাজ গড়বে এবং সমাজের প্রতি দায়বধ থাকবে, একাত্ম হবে। সমাজ গঠন এবং পরিচালন করবে অখণ্ড মানবগোষ্ঠী বিভাজিত মানব শ্রেণি নয়।

শ্রমিক পরিশ্রম করে যা উৎপাদন করে তার ওপর শ্রমিকের স্বত্ব-স্বামীত্ব থাকে না এবং পারিশ্রমিক পাবার পর তারই উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উৎপাদনের জন্য যে বা অর্থ বিনিয়োগ করে পণ্যের স্বত্ব-স্বামীত্ব তার বা তাদের। উৎপাদিত দ্রব্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন শ্রমিক, যত বেশি উৎপাদন ততই নিজেকে নিঃশেষিত করে। সুতরাং উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের মধ্যে শ্রমিকের স্বার্থ কোথায়? এখানে সব কিছুই অর্থ-বিনিয়োগকারীর (মালিকের) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। এরা পুঁজিবান শ্রেণিভুক্ত। এরা শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী।

"Given the priority Marx" assigns to economic factors, an end to alienation involves a radical change in the economic infrastructure. In particular, it requires the abolition of private property and its replacement by communal ownership of the forces of production that is replacement of capitalism by communism.

Marx saw communism as "the positive abolition of private property and thus of human self alienation and, therefore, the real appropriation of the human essence by and for man."

মানুষের অজ্ঞতায় এবং ভুলে, মানুষ স্বক্ষেত্র থেকে যেখানে যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে সেই সমস্ত জায়গা থেকে নিজের চেষ্টায় স্বক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন এবং সমাজ জীবনের পুনর্গঠনেই মানুষের ভোগ শেষ হবে, মানুষ অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবে মুক্ত সমাজ জীবনের রূপায়ণে। মানুষের স্বক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন এবং মুক্ত সমাজ-জীবনে পুনর্বাসন মার্কসের "কম্যুনিজমের" ধ্যানধারণায় স্বীকৃতি পেয়েছে। এর জন্য চিন্তাবিপ্লব ততদিন-ই চলমান থাকছে যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছোন যায়।

মার্কস পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক জীবনের অভ্যুত্থান হবে জনগণের নায়কত্বে এবং নির্দিষ্ট পথে, সমাজ জীবনের বিবর্তন ধারায়, মন্থর গতিতে, সমাজের উত্থানে, জাগরণে এবং নিবোধনে, নবযুগের সূচনায়। যেখানে নিঃস্ব, নিপীড়িত মানুষজন আত্মবিশ্বাস এবং নবজন্ম লাভ করবে— যেখানে বিলীয়মান পুঁজিবান শ্রেণির ধ্বংসাবশেষ বিরাজিত হবে।

(গ) অখণ্ড মানবতাতত্ত্ব (Integrated Humanist Views) :

সমাজ তত্ত্বের বিভিন্ন প্রবক্তা (বিশেষত মার্কস, দুর্কহাইম এবং ওয়েবার) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ধর্মান্ধ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরণগুলির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁদের যুক্তিতে, অলৌকিকত্ব মানুষকে সমাজ থেকে এবং সমাজকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। অথবা লৌকিক বাস্তবকে একটি অলৌকিক বা অলীক বাস্তবের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করছে। অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস, মানুষের আত্মবিশ্বাস অর্জনের পথে মূলত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পদার্থ বিজ্ঞানের যুক্তিতে "রামধনু"র ব্যাখ্যা সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু ধর্মের মোড়কে "রামধনু"র অবিনশ্বর দৈব অস্তিত্ব যুক্তি বাদী মানুষের কাছে গ্রাহ্য নয়। সূর্যগ্রহণকে কোনো যুকিক্তবাদী মানুষ "রাহু" নামে একটি অলীক দৈত্যের গ্রাস হিসাবে স্বীকার করে না।

আধুনিকযুগের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী নামব গোষ্ঠী তাদের নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে ধর্ম এবং দৈব প্রভাবকে ক্রমশ সমাজ প্রশাসন প্রক্রিয়া থেকে পৃথক করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যাত্রাপথে মানুষ ক্রমশ ধর্মভীরু না হয়ে, রুচিবান, স্বধর্ম নিষ্ঠ এবং আত্মবিশ্বাসী হওয়াকেই 'নান্যপন্থা' রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পরবর্তীকালে, কবির ভাষায় "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে" নীতির প্রাধান্য পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত হয়ে উঠেছিল।

একটি বিলীয়মান রাজতন্ত্র আমাদের দেশে প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত করেছিল এবং সেই সঙ্গে স্বীকৃতি পেয়েছিল "ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রশাসন" নীতি। পরে সাধারণ তন্ত্রে এবং গণতন্ত্রে সেই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে—অধিকাংশের সমর্থনে স্বীকৃত হয়েছিল সর্বধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ববন্দিত।

"Religion can not be identified with the supernatural, as intrinsically involving belief in a universe 'beyond the realm of the senses. Confucianism, for example, is concerned with aceptint the natural harmony fo the world, not with finding truths that 'lie behind' it." (Giddins)

ধর্মাচার পালনের সংস্কারাচ্ছন্ন, সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানগুলি থেকে, এবং পৌত্তলিকতার কুপ্রভাব থেকে, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে যে সমস্ত ধর্মীয় মতবাদ বিশেষভাবে দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছিল তাদের মধ্যে বেদান্তবাদ বৌধ মতবাদ, কনফুসিয়াসের মতবাদ এবং লাওৎজুর তাও মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মণীষীদের উপলব্ধিতে, 'মনুষ্যত্বের চরম বিকাশসাধন' এবং লসমাজের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করার' প্রচেষ্টাকে বর্তমানের একমাত্র ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ মানুষকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। প্রতিটি মানুষ স্ব-মহিমায় বিরাজ করলে মানুষের সমাজ জীবন থেকে বিভেদ, বৈষম্য, পরশ্রীকাতরা, প্রবঞ্চনা এবং শোষণের প্রবৃত্তি নিশ্চিহ্ন হবে। প্রতিটি মানুষ পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী, এবং সমাজপ্রেমী হয়ে উঠবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ওই স্ব-মহিমায় বিরাজিত মানুষ গোষ্ঠী যতই সংখ্যায় বৃধি পাবে ততই সার্বভৌম মানবতাবাদ দেশে দেশে একটি ক্রমোন্নতিশীল, সামঞ্জস্যপূর্ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে। কৃষযপ্রেমী মানুষ স্ব-মহিমায় বিরাজিত হলে তার সমাদর স্বদেশে ও বিদেশে সমান। খ্রিস্টপ্রেমী মা টেরেসার স্নেহচ্ছায়ায় বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ পক্ষপাতিত্বহীন সেবায় ধন্য হয়। ধর্ম এবং জাত নির্বিশেষে এপার এবং ওপার বাংলার বাঙালি (দেবতা না-হয়েও) লালন ফকিরকে অমরত্ব দিয়েছে। স্বভাকবি এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি স্বমহিমায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তরজার আসরে পল্লিগ্রামের মানুষকে সহজ ভাষাতেই বুঝিয়েছিলেন ঃ "জাতের খোরে মানুষ ফেরে", অন্তিমে সব একাকার।

মানুষের দুটি স্বভাব-ধর্ম। একটি, জ্ঞানান্বেষণ এবং অপরটি, সমাজ প্রেম। উপযুক্ত পথ-নির্দেশের অভাবে, বাতিকগ্রস্ত মানুষ স্বর্গলাভের বাসনায় যখন অসংখ্য দেবদেবীর প্রত্যেককে শতকোটি প্রণাম জানায় তখন তার স্বভাবধর্মের প্রকাশ ব্যাহত হয়। এই সব মানুষজন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজ ব্যবস্থাকে মানবতাহীন করে তোলে।

ধর্মপরায়ণতা সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে না, কিন্তু ধর্মান্ধ মানুষের তথাকথিত ধর্মযুধের উন্মাদনা সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস কলঙ্কিত করেছে। এদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রকৃত ধর্মপরায়ণ মানুষ বারবার নিগৃহীত হয়েছে, নিহত হয়েছে কিন্তু পশ্চাৎপদ হয়নি। শ্রধা এবং কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে আপ্লুত হয়ে, এঁদের আমরা "অবতার" আখ্যঅ দিয়ে থাকি। এদের উত্তরসূরিগণ, বিষণ্ণ অতীতকে অবজ্ঞা করে আজও মানবতাবাদকে, মানব ধর্মকে সংধারণ করে রেখেছে। সব দিক বিবেচনা করে 'মানবতা'মতবাদকে একটি প্রমাণ সাপেক্ষ কল্পরূপ বা ধারণা বলতে পারি। কবি চণ্ডিদাসের ভাষায়, এখানে উক্ত ধারণাকে সরল ভাষায় বলা যায় ঃ "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। পৃথিবীর সব দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অসংখ্য মানুয এখন "মানব ধর্মে" বা "মানবতাবাদে" আস্থাশীল হয়েছে। এদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

৬.২ শিক্ষা প্রসঙ্গে সমাজ নিয়ন্ত্রক সম্পর্কে মতবাদ (Social determinants of Education)

(ক) এমিল দুর্কহাইম ঃ

ফরাসি সমাজ বিজ্ঞানী দুর্কহাইমের অবদানের সঙ্গে "সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সামাজিকীরণ ব্যতীত শিশু সমাজভুক্ত হয় না বা সমাজানুগ হওয়ার শিক্ষা পায় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের বুনিয়াদ সার্থক সামাজিকীকরণের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। দুর্কহাইমের মতে ঃ

"To become attached to society, the child must feel in it something that is real, alive and powerful which dominates the person and to which he also owes the best part himself."

দুর্কহাইম বিশ্বাস করতেন ঃ

প্রতিযোগিতায় ভরা, উৎপাদন-প্রধান, জটিল সমাজ জীবনে কিশোর-কিশোরী (সামাজিক পরিবেশে) স্ব স্ব ভূমিকা এবং গুরুত্ব বুঝাবার চেষ্টা করে। বুঝতে না-রে একটি মনোমত এবং ডপযুক্ত "আদর্শ ব্যক্তির" সন্ধান করে (ভাবীকালের পরিকল্পনা এবং অনুসরণীয় জীবনধারা নির্বাচনের জন্যে)। এই অনুসন্ধানের সাফল্য নির্ভর করে তার নিজস্ব জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা (অথবা তার পরিণত বাস্তব বুদ্ধি ও মানসিকতা)। কিশোর-কিশোরীদের পরিণত বাস্তব বুদ্ধি এবং মানসিকতা গঠনের জনয বন্ধু-গোষ্ঠী সৃষ্ট পরিবেশ এবং পারিবারিক পরিবেশ অপেক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-পরিবেশের প্রভাব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশের প্রতিটি স্বীকৃত বিদ্যালয়ে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত, প্রতিদিন কর্মসূচি শুরু হত প্রার্থনার মাধ্যমে। যখন ছাত্রার প্রতিদিন শপথবাক্য পাঠ করত বা সমবেত সংগীতের মাধ্যমে স্মরণ করত—রাজার প্রতি আনুগত্যের এবং ধর্মের প্রতি আনুগত্যের।

পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের নায়কত্বে তারা প্রার্থনা করত— দেশ মাতৃকার প্রতি আনুগত্যের, ঈশ্বরের আশীর্বাদসহ ভারতের স্বাধীনতার। নেতাজি নায়কত্বে তদানীন্তন স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ সামরিক প্রতিষ্ঠান, "আজাদ হিন্দ ফৌজ"। যারা "হিন্দুস্তানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ" করত এবং "সঙ্ঘবদ্ধ শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনের শপথ নিত—ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসকে উপেক্ষা না করে। স্বাধীনতার পর, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ জাতীয় সংগীত অথবা প্রার্থনা সংগীত গাইত—"জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" অথবা "বন্দেমাতরম"। নিত্য শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তারা কেটি জাতীয় আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হত এবং নিজেদের ব্যক্তিগত আদর্শ এবং নীতি গড়ে তুলত। বর্তমানে, রাজনীতি প্রভাবিত প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো নির্দেশ না থাকায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৈনিক কর্মসূচি থেকে "প্রার্থনা", শপথ গ্রহণ, শৃঙ্খলাপরায়ণতার শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি অপসারিত হয়েছে। দুর্কহাইমের ভাবনা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যতটা গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি অতীতে পেয়েছিল তার বহুলাংশ প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে।

দুর্কহাইমের অনুমানগুলি আপাতদৃষ্টিতে প্রমাণসিদ্ধ মনে হলেও সমালোচিত হয়েছে, পুনর্বিবেচনার দাবিতে। অনুমানগুলি, শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণির একছত্র আধিপত্যের বিষয়টি উপেক্ষা করে গেছেন। বর্তমানে, আর্থিক সঙ্গতির এবং বৈষম্য নীতির প্রভাবী পরিণামগুলি উপেক্ষা করে কোনো মতবাদ সমর্থনযোগ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায় না। সেই কারণে, দুর্কহাইমের বক্তব্যগুলি পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ বা অসম্পূর্ণ।

(খ) ট্যালকট পারসনস্ ঃ

মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী ট্যালকট পারসনস্ প্রধানত দুর্কহাইমের সামাজিকীকরণের গুরুত্বের উপর আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রভাবকে সেইমতো ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন—"অভিজাত শ্রেণির কুক্ষিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির "পরিণামী প্রভাবের বিষয়টি' এড়িয়ে গিয়ে।

পারসনস্ বিদ্যালয়কে সমাজ এবং মানুষের মধ্যে সংযোগ রক্ষার মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। শিশুর ছাত্রজীবন তাকে সমাজের মূল্যবান সম্পদে পরিণত করে। তাঁর মতে ঃ

"Modern industrial society is increasingly based on achievement rather than ascription, on universalistic rather than particularistic standards, on **meritocractic** principles which apply to all its members. By reflecting the operation of society as a whole, the school prepares young people for their adult roles." (Parsons)

পারসনস্, যদিও "বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে" শিক্ষাদর্শের সমর্থক ছিলেন তবুও "অভিজাত শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মাত্রাধিক সুযোগ সুবিধা উপভোগ" করার বাস্তবতাকে কোনো গুরুত্ব দেননি। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে "অবাধ শিক্ষার সুযোগ" এখনো শ্রেণিবৈষম্যের কুপ্রভাব মুক্ত হয়নি—বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে।

পারসনস্ বিশ্বাস করতেন যে, বিদ্যায়তনগুলি ছাত্রছাত্রীদের মনে "শিক্ষিত আচরণের সমাজ-মূল্য" যতটা অনুপাতে সুস্থিত করতে পারবে সেই অনুপাতেই দেশে অবাধ শিক্ষানীতি সক্রিয় হবে। এখানেও, তিনি শ্রেণি বৈষম্যের কু-প্রভাবের কথা কোনো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেননি।

"Parsons sees the educational system as an important mechanism for the selection of individuals for their future role in society. It functions to allocate these human resources within the role structure of adult society." (Haralambos and Heald)

এখানেও তিনি বাস্তব প্রতিবন্ধকগুলি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি।

প্রসঙ্গত, সমাজবিজ্ঞানী মার্টনের মন্তব্য আমাদের একটি সম্ভাব্য বাস্তবের সন্ধান দেয় :

"He argues that the parts of society should be analysed in terms of their "effects" or consequences on society as a whole and on individuals and groups within society. Since these effects can be functional, dysfunctional or non-functional. Merton claims that the value judgement present in the assumption, that all parts of the system are functional, is therefore removed." (........)

মার্টনের মতে, পরিবর্তন-প্রভাবী পরিণতির সম্মুখীন হয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা দল সাধারণত তিনটি আচরণের যে কোনো একটিকে প্রকাশ করে—(১) যা হয়েছে তা ভালোর জন্যই হয়েছে, (২) প্রতিবাদ না জানিয়ে, যতটা মেনে নেওয়া সম্ভব সেইটুকুই মেনে নেয়; অথবা (৩) যে কোনো অছিলায় বিষয়টি না মেনে চলা, অন্যের সমালোচনাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে।

(গ) রবার্ট মার্টর্ন :

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী মার্টন "ফাংসনাল ইউনিট অফ সোসাইটি" অনুমানের প্রবক্তা—অর্থাৎ "যত মত তত পথ, কিন্তু লক্ষ্য এক"। সমাজ জীবনের প্রক্রিয়াগুলি ভিন্ন চরিত্রের হলেও শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রভাবে সমাজের প্রত্যেকেই উপকৃত হবে সমানভাবে এবং স্ব-অধিকারে। শিক্ষা, সমাজ ব্যবস্থার একটি সহায়ক প্রক্রিয়া (বা সংশ্লিষ্ট প্রণালী)। সুতরাং, শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় সমাজভুক্ত মানুষ, জাতি-ধর্ম-শ্রেণি-স্তর নির্বিশেষে, সমান অধিকার নিয়ে উপকৃত হবে। অধিকন্তু, যে কোনো একটি সহায়ক প্রক্রিয়ায় বা সংশ্লিষ্ট প্রণালীতে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন তার প্রভাব ও পরিণত সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা এবং সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে থাকে। দৈহিক বা মানসিক কোনো যন্ত্রণা উৎসস্থল নির্বিশেষে সমগ্র ব্যক্তি-সত্তাকে পীড়িত করে; অবশ্যই, সহ্যশক্তির ক্ষমতাভেদে ওই পীড়নের মাত্রা অনুভূত হয়।

মার্টনের মতে কোন গোষ্ঠী, শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের কাছে কোনো পরিণতির প্রভাব তাৎপর্যহীন মনে হলে, তারা অন্য কোনো একটি সম্ভাব্য পরিণতিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণযোগ্য করে নেয় এবং যা "তাৎপর্যহীনতা" অসার বা নিরর্থক জ্ঞানে অগ্রাহ্য করে—কারণ, একটি গোষ্ঠী, শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় বা সমাজ জীবনে সিদ্ধান্তটি গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হয় না। সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসকে সমগ্র সমাজে বিশ্বাস বলা যায় না। মার্টনের সমাজতত্ত্বে 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা ধর্ম, নানা পরিধান' (অথবা ডাইভার্সিটি) যেমন 'গ্রাহ্য বাস্তব'

তেমনি বিবিধের মধ্যে, তাদের সমাজজীবনের লক্ষ্যে একটি অখণ্ড সুসংহত সমঝোতা একটি অনস্বীকার্য চাম পরিণতি। এই চূড়ান্ত পরিণতির লক্ষ্যে পথ পরিক্রমায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা নিঃসন্দেহে মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়।

"Merton claims that his frame work for functionalist analysis removes hte charge that functionalism is idelogically based. He argues that the parts of society should be analysed in term of their 'effect' or consequences on society as a whole and on individuals adn groups within ociety. Since these effects can be functional, dysfunctional or non-functional, Merton claims that the value judgement present in the assumption that all parts of the system are functional is therefore removed." (Haralambos)

সমাজ জীবনের কোনো একটি পর্যায়ে, কোনো একটি প্রচলিত শিক্ষা প্রভাবী সমাজ ব্যবস্থার যদি অবমূল্যায়ন হয় তাহলে অবমূল্যায়নের প্রভাবে যে গোষ্ঠী, যে শ্রেণি বা যে সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত বলে মনে করে, তারা অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হয় বিভিন্ন পরিণতিতে। প্রতিটি পরিণতি সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় বা সমাজ জীবনে কিছু না কিছু প্রভাবী-পরিবর্তন ঘটায়—যা ক্ষণস্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী অথবা যা অগত্যা মেনে নেওয়া হয়। এই সব পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে কখনো কখনো উগ্রপন্থী মতাবলম্বী গোষ্ঠী সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। আবার কোথাও অগ্নিযুগের শেষে শুরু হয় গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের।

(ঘ) পিয়ারে বোরদু ঃ

বোরদুর মতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন শ্রেণি-সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রত্যেক দেশের সমাজ ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়—সংস্কৃতির ভাণ্ডারের প্রভাবরূপে। উক্ত প্রভাব শিক্ষা প্রক্রিয়ার সহায়তায় সম্পদ এবং প্রতিপত্তিতে প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতির সম্পদ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির কাছে সমানভাবে পৌঁছায় না। ফলে, কোনো শ্রেণি সমৃদ্ধ হয় আবার কোনো শ্রেণি বঞ্চিত হয়। বঞ্চিত শ্রেণি শিক্ষার প্রভাববাহী হতে পারে না। সমৃদ্ধ শ্রেণির ছেলে মেয়েরা সামাজিকীকৃত হবার সময়ে সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের সুযোগসুবিধাগুলি ভোগ রতে পারে। এরা স্বভাবতই "এগিয়ে থাকা" শিশুর পর্যায়ে উন্নীত হয়ে বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণিতে এগিয়ে থাকার সুযোগ পায় (দের হাতে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতির চাবিকাঠি আচে থেকেই দেওয়া থাকে)।

"He argues that in awarding grades, teachers are strongly influenced by the intangible of manners and styles. The closer his style to that of the dominant clases, the more likely the student is to succeed..... since teachers use 'bourgeois parlance' as opposed to "common parlance", working-class pupils have an inbuilt barrier to learning in schools. .....Due to their relative lack of dominant culture, working class pupils are more likely to fail examinations which prevents them from entering higher education."

বোরদুর মতে শিক্ষা প্রক্রিয়ার উৎপাদন, সংস্কৃতিবান শ্রেণির এগিয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ থাকে। ফলে, বঞ্চিত শ্রেণির পিছিয়ে পড়া ছেলেবেয়েদের "এগিয়ে যাওয়ার" প্রশ্নটি, প্রশ্নেই থেকে যায়। সংস্কৃতির এই শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা প্রথম বিশ্বভুক্ত দেশগুলিতে শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে সেই চলন স্তিমিত হলেও লুপ্ত হয়নি।

(ঙ) মাইকেল ইয়ং ঃ

বোরদুর মতো ইয়ং মনে করতেন যে সমাজের অভিজাত শ্রেণিগুলি স্থির করেন "জ্ঞান" শব্দটির বা "শিক্ষিত" শব্দটির তাৎপর্য কী হওয়া উচিত। তাঁরা জ্ঞান বলতে যা বোঝেন, বুধি বলতে যা বোঝেন, শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে যা বোঝেন, সেই বোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানকে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেন, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রের সাফল্যের মান সেইভাবে স্থির করেন। এখানে, উপজীবিকার প্রয়োজনের ভিত্তিতে পাঠ্যসূচি বা পঠনপাঠন পধ্বতি স্থির করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না।

সমালোচকদের মতে ঃ

"Young has provided a promising framework but (as karabel and Halsey note) he has yet to apply it to a detailed analysis of the relationship between knowledge and power."

Gerald Bernbaum noted in his criticism of Young : "it is impossible to say what being wrong might constitute. Thus from the stand point of **cultural relativism,** Young's own views are no more, valid than any other views."

ইয়ং এবং মুৎলার (১৯৯১) অনুমান করেছিলেন যে মানুষের বয়স জ্ঞান-অর্জনের এবং বুধির সার্থক প্রয়োগের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। ওঁদের মতে, "এই বিশেষ প্রতিবন্ধকতার প্রভাব থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করে (বয়সের বাধা নিষেধ দূর করে) জ্ঞানার্জনের এবং জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ সম্প্রসারিত করে দেওয়া উচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বয়সের দোহাই দিয়ে, জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। তাকে দিয়ে অপরের ইচ্ছামতো কাজ করানো হয়। তার জ্ঞান, সৃজন প্রতিভা, কতকগুলি বিশেষ দক্ষতা চর্চার অভাবে বিনষ্ট হয়—যা সামাজিক ন্যায়নীতি বিরোধী। লেখকের মতে, একবিংশ শতাব্দীতে যে সব প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-প্রকল্পগুলি চালু করা হয়েছে মানুষের বয়সের বাধা'র বিষয়টি সেখানে সম্ভাব্য ন্যায় বিচার পেতে শুরু করেছে। দেশ ব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যসূচিতে যার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬.৩ প্রশ্নাবলি

১। প্রক্রিয়া-প্রভাব পরিণামী সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ বলতে কী বোঝায়? উক্ত মতবাদগুলির বর্তমান গ্রাহ্যতা সম্পর্কে তোমার বক্তব্য লেখো।

২। মানেহাইম এবং দুর্কহাইমের শিক্ষা প্রসঙ্গে অনুমানগুলির সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। নিম্নলিখিত সমাজতত্ত্ববিদদের শিক্ষা সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক অনুমানগুলির উপর টীকা লেখো ঃ (ক) পারসনস্ (খ) বর্দু।

৪। বর্দুর শৈক্ষিক সমাজতত্ত্বের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে লেখো।

৫। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো ঃ

(ক) একতাবধ্ব সমাজ আচরণ।

(খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণির সুবিধা।

(গ) বিচ্ছিন্নতার উপর অলীক ধারণার প্রভাব।

একক ৭ ☐ অবাধ শিক্ষার সুযোগ (Equality of Educational Opportunities)

গঠন

৭.০ সূচনা (Introduction)

৭.১ অবাধ শিক্ষার সুযোগ—স্বরূপ ব্যাখ্যা (Meaning Equality of Educational Oportunity)

৭.২ অবাধ শিক্ষা নীতির রূপায়ণ সম্পর্কীয় প্রভাবী কারণগুলি (FActors affecting equality of opportunity)

৭.৩ পল্লি, শহর ও শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দাদের সমস্যাগুলি (Problems related to Rural, Urban and Industrial Population)

৭.৪ প্রশ্নাবলি

৭.০ সূচনা (Indroduction)

অনেকের মতে সমাজ, সমকক্ষ জনগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি অনস্বীকার্য বাস্তব। এই ধরনের সমাজে (ইগ্যালিটেরিয়ান সোসাইটি) সব মানুষ সমমর্যাদাবান এবং সমান সুযোগসুবিধার অধিকারী। এই সমাজ জীবনে আত্মম্ভরিতার মতো হীনমন্যতা ও স্বাভাবিক আচরণে পরিলক্ষিত হবে না। এখানে প্রত্যেকে "ইগাল" বা "ইকোয়াল"। সহজ ভাষায়, বৈভব, সম্পদ, এবং মর্যাদায় কোনো মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের বৈষম্য থাকবে না। ধনী এবং দরিদ্র, জ্ঞানী এবং মূর্খ, ঐশ্বর্যবান এবং সর্বহারা শব্দগুলির আভিধানিক অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে থাকবে না। বঞ্চনা এবং শোষণ শব্দ দুটির ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও, উদাহরণ পাওয়া যাবে না। প্রকৃতির দৃষ্টির মতো মানুষের দৃষ্টিতেও সমজ্ঞানে সব মানুষ সমাদর পাবে। এই ধরনের কল্পরূপ সম্ভব হলেও, এখনো পর্যন্ত বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয় নি। কেন সম্ভব হয়নি? তার উত্তরে সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেছেন ঃ

১। সমাজ জীবনের বিবর্তনের প্রয়োজনে, সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণি বিভাজনের উদ্ভব হয়েছিল—স্বভাবসিধ গতিতে। সেইজন্য, বিভাজন প্রতিরোধ করা যায়নি। যেমন, মার্কস শ্রেণি বিভাজন দেখতে পেয়েছিলেন আর্থিক সঙ্গতির অসামঞ্জস্যতার পরিপ্রেক্ষিত। ওয়েবার দেখতে পেয়েছিলেন ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির লক্ষণীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে বা ওই দুইয়ের সমন্বয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে। আবার, ওয়ার্নার নির্ধারণ করেছিলেন সমপর্যায়ের উল্লসিত, অভিজাত, কুলীন গোষ্ঠীর বিপরীতে সমপর্যায়ভুক্ত পতিত, ভবঘুরে গোষ্ঠীর নিরূপায় জীবন যন্ত্রণার গন্ডিতে।

২। ভূমিকা পালনের দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে সমাজ বিভাজনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত, যেখানে দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গতি এবং প্রতিপত্তি অথবা সম্মান এবং স্বীকৃতির বিষয়টি জড়িত থাকে।

৩। সমাজ জীবনের পরিধিতে সমবয়সিদের মধ্যে, সমলিঙ্গের মধ্যে সমগোত্রীয়দের মধ্যে শ্রেণি বিভাজনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। যেমন—"শিশুদের খাদ্য", "মেয়েদের স্কুল", "পুরুষদের পোশাক", "সমগোত্রীয় বিবাহ", "পতিত শ্রেণি" ইত্যাদি।

৪। শ্রেণিবদ্ধ জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রশ্নটি অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। এই একতাবদ্ধ জীবনের ভিত্তিতে "সাম্প্রদায়িকতার" দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক সংহতিকে ক্ষেত্র বিশেষে বিপন্ন করে।

৫। ধর্ম বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কার, আচার-বিচার ইত্যাদির ভিত্তিতে সাধারণত শ্রেণিভেদ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং বংশ পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে থাকে। অধুনা সমাজ জীবনের পটভূমিকায় রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য, শ্রেণি-ভেদের সমতুল এক ধরনের অস্থায়ী বিভেদকে প্রকট করে তুলেছে। বংশ পরম্পরায় উক্ত আনুগত্য সাধারণত, পরিবাহিত হয় না। কারণ, একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সন্তান-সন্ততি মাত্রেই একটি আদর্শের প্রতি অনুগত হয় না। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে ভারতবর্ষে কোনো রাজনৈতিক আদর্শের ইতিহাস বা ঐতিহ্য এখনো পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় শতায়ু হয়নি।

৭.১ অবাধ শিক্ষার—স্বরূপ ব্যাখ্যা (Meaning Equality of Educational Opportunity)

সংবিধানে প্রদত্ত সুবিধাগুলি (Constitutional Provisions)

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা নীতি লিঙ্গ সম্প্রদায় এবং সংস্কারের প্রভাবমুক্ত থাকবে।

প্রাক-কৈশোর এবং কিশোর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার যৌথভাবে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সরকারের। এই বিষয়ে সমাজের প্রতিটি অনুন্নত শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সমান সুযোগসুবিধা দিতে হবে। তত্ত্বাবধনার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের উপর থাকলেও, আর্থিক সংস্থানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় প্রশাসনের থাকবে। স্থানীয় প্রশাসন অবৈতনিক শিশুশিক্ষার সম্পূর্ণ দায়ভার বহন করবে (অবশ্যই অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায়)। এই বিষয়ে স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান স্থানীয় প্রশাসনের উপর ন্যস্ত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের।

ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ এবং ৪৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঃ

"The State shall endeavour to produce within a period of ten years from the commencement of the Constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

"The State has the right to promote the educational interests of the weaker sections of the country and, that, through freeship and scholarships."

সমাজ জীবনে এবং সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি শ্রেণিভুক্ত মানুষের সংখ্যার যেমন তারতম্য ঘটে তেমনি সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সমস্যাগুলিও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। স্বাধীন ভারতবর্ষের জনজীবনে বিশেষভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেই সমস্যাগুলি সাধারণত তিন দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। যেমন, (১) জাতপাতের দিক থেকে; (২) ধর্ম সম্প্রদায়ের দিক থেকে এবং (৩) আর্থিক সঙ্গতি বা স্বচ্ছলতার দিক থেকে।

ভারতের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রশাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া অবারিত হওয়ায় শ্রেণি সন্নিকর্ষতা লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে উক্ত তিনটি দিকের সমস্যাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এখনো যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে সমস্যা লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান সেই ক্ষেত্রগুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৭.২ অবাধ শিক্ষা নীতির রূপায়ণ সম্পর্কীয় প্রভাবী কারণগুলি (Factors affecting equality of opportunity)

(ক) নারী শিক্ষার সমস্যা ঃ

অতীতে আমাদের দেশে নারী শিক্ষার বিষয়টি মূলত পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পারিবারিক সংস্কৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। বিদ্যালয়ের আঙিনায় নারী শিক্ষার সম্ভাবনা এবং প্রসারের ক্ষেত্রে মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলির উৎসাহ এবং অবদান অনস্বীকার্য। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই বিষয়ে অগ্রণার ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অবলা বসু, কেশবচন্দ্র সেন, হেয়ার, বেথুন এবং নিবেদিতা নাম চিরস্মরণীয়।

গণতান্ত্রিক ভারতের প্রশাসকদের সচেতন করার প্রয়াসে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাঙ্ক সংস্থার বিবরণীতে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হয় ঃ

"Women in India, as a group, are more vulnerable than men to the extremes of poverty and its consequences, such as education, employment, wages, health care, mortality rate, etc."

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় ঃ

"During the 7th Five Year Plan, the focus of planning shifted from equipping women for their traditional roles as housewifes and mothers to recognised their worth as producers and major contributors to family and national development." (Devadus, Ramathilagam and Aruselvam, 1990)

১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন এবং প্রবর্তনের সময়ে, শিক্ষা মন্ত্রক লক্ষ করেছিল বিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণের প্রধান প্রতিবন্ধক তাদের নিরক্ষরতার হার। রাষ্ট্রপতি বেঙ্কটরমন এই সমস্যা দূর করবার জন্যে মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের 'আগামী ২০০০ সালের মধ্যে প্রতিটি মহিলা নাগরিককে সাক্ষর করে তোলার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাক্ষরতার হার উন্নীত হলেও উক্ত লক্ষ্যে ২০০০ সালের মধ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়নি। অবশ্য অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

কারণ হিসাবে প্রধানত (ক) জাতপাতের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি; (খ) পারিবারিক বা সাম্প্রদায়িক উপসংস্কৃতির বিরোধিতা এবং (গ) প্রত্যন্ত চঞ্চলের বিচ্ছিন্ন জীবন ধারার প্রভাবগুলিকে বিভিন্ন গবেষক গুরুত্ব ভেদে বর্ণনা করেছে।

ভক্তবৎসলম কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলে নারী সমাজ শিক্ষার প্রসারে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব (ছেলেদের স্কুলের তুলনায়) বেশি হলে রাজস্থানের কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকেরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে রাজি হন না। ফলে স্কুল থাকলেও ছাত্রী হয় না। "মেয়েদের ছোটোবেলা থেকে এত দীর্ঘ সময় বাড়ির বাইরে থাকার অভ্যাস করতে দেওয়া উচিত নয়।"

২। মায়েদের মধ্যে নিরক্ষরতার অনুপাত যত বেশি, মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর উৎসাহ (অভিভাবকদের) তত কম। উত্তরপ্রদেশের পল্লি অঞ্চলের মায়েরা শতকরা ৭৫টি স্কুলের (প্রাক্ প্রাথমিক শ্রেণিতে) মেয়েদের ভর্তি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা চান মেয়েরা আগে তাঁদের ঘর-গৃহস্থলীর কাজে সাহায্য করতে শিখুক। কারণ, তাদের ভবিষ্যতে আদর্শ গৃহিনী এবং জননী হতে হবে। মেয়েদের লেখাপড়ায় মদৎ দেওয়া হয় না।

৩। দেশের অধিকাংশ পল্লি অঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়ার খাতে পরিবারের অর্থব্যয়কে আর্থিক অপচয় হিসাবে গণ্য করা হয়। মেয়েরা শিক্ষিত হলে পরিবারের লাভ কোথায়?

৪। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তর অতিক্রম করার পর থেকেই পক্ষাপাতদুষ্ট পাঠ্যক্রম শুরু হয়। মেয়েরা সীবন বিদ্যা আয়ত্ত করবে এবং ছেলেরা ধাতুর উপর কারুকার্য করার সুযোগ পাবে। মেয়েরা সাহিত্য এবং ললিত কলা বিভাগে পড়বার সুযোগ পাবে এবং ছেলেরা বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, ক্রীড়াবিজ্ঞান পড়বার সুযোগ পাবে।

৫। পল্লি অঞ্চলের ১৫-১৭ বয়স্ক কিশোরীদের বিবাহের উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং কিশোরদের উপজীবিকার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া হবে। কিশোরীদের কলেজ জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কলেজের শূন্য আসনগুলি পূর্ণ করার কোনো উপায় থাকে না।

গত দুই দশকে উক্ত শোচনীয় অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার সমর্থনে সমাজ জীবনের এবং সরকারি প্রশাসনের উদ্যোগের গতিবেগ বৃধি পেয়েছে।

"Despite so many steps introduced, the women education in the villages there has been a delay in our progress—mainly because of the slow progress of education among girls."

(খ) অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষাগ্রহণের সমস্যা ঃ

".....equalization of educational opportunities was recognized as one of the major goals of Indian educational policy. The National Policy Resolution (1968) calls for sternous efforts to correct regional inbalances and minimise inter-group disparities in the educational sphere. The National Policy on Education (1986) lays special emphasis on the removal of disparities and equalization of educational opportunity by attending to the specific needs of those who have been denied equality so far." (Shah and Shah)

"State was directed to promote with special care the education and economic interests of the weaker sections of the society, and in particular, of SC, ST and girls." (ibid)

"Indian society is one of the most 'inegalitarian society, the basis of disparities being mainly caste, gender, ethnicity and place residence." (ibid)

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী নিম্নলিখিত শ্রেণি বা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে ঃ

(১) সিডিউল্ড কাস্ট (২) সিডিউল্ড ট্রাইবস (৩) যাযাবর শ্রেণি (৪) শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণি (৫) (দস্যুবৃত্তি উপজীবিকা) লুটেরা শ্রেণি (৬) (দারিদ্র সীমার নীচে) দুস্থ শ্রেণি (৭) উপজাতি এবং (৮) দলিত শ্রেণি।

এদের, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের অবাধ অধিকার, উপজীবিকা গ্রহণের বিশেষ সুযোগসুবিধা, শ্রেণি বিচলনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উৎসাহ এবং মর্যাদাবান সুনাগরিক হওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

প্রসঙ্গক্রমে অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষা সম্পর্কীয় সমস্যাগুলির উপর কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মন্তব্য উধৃত করা হল ঃ

(i) The most deprived is the SC/ST female living in rural areas of a backward region. (Bose, 2005)

(ii) Special incentives and facilities are also being provided to bring the SC within the fold of educational system. There is some progress but the situation continues to be largely unsatisfactory not only quantitatively but more so qualitatively. (Yogendra singh).

(iii) The physical isolation of tribals and the system of economic exploitation acted as a serious constraint to their educational development. (Aurora)

(iv) Now, one may find villages in North Eastern Hill University covered areas where the literacy rate in christian populated villages is 95%. (Bose 2005)

(v) Among the Himalayan tribal women (except NEFA region) the rate of literacy is negligible though schools have been opened for them. Generally, the drop-out rate is high from classes seven or eight. (Deogankar, 1990).

(vi) Dalit women of Bihar rural areas yet remain socio-culturally seggregated. Maximum 5% of them are literate. But as daily wager in doing physical work they get equal wagers with men (Kananaikil, 1990).

(গ) প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যা ঃ

(ক) কুসংস্কারজনিত সমস্যা ঃ

অবাধ শিক্ষা গ্রহণে প্রত্যেকের সমান অধিকার নীতিগত সমর্থন পেলেও, কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে কিছু সামাজিক সংস্কার বা ধর্ম বিশ্বাস কোনো কোনো শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের 'দেহে-মনে সুস্থ ও সক্ষম' মানুষকে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 'ছ্যুৎমার্গ প্রবণতা' বা অস্পৃশ্যতা ভারতীয় গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অনভিপ্রেত। ''অস্পৃশ্যতা'' আমাদের দেশের কোনো অতীত সমাজ ব্যবস্থার একটি পরম্পরাবাহী পরিণাম।

আধুনিক ভারতের ''সামাজিক বিচলন'' (পঞ্চম এককে দ্রষ্টব্য) পদ্ধতি ''অস্পৃশ্যতা'', ''দলিত'', ''পতিত'' ইত্যাদি কুসংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত করলেও এখনো পর্যন্ত এর কুপ্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারে নি। যে সব অঞ্চলে এই কুপ্রভাব এখনো প্রবল, সেই সব অঞ্চলের মানুষজনকে এই সামজিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধতার প্রভাবী পরিণামে ''অবাধ শিক্ষা গ্রহণ বা সমান অধিকার'' নীতির সুযোগসুবিধা গ্রহণে বিরত থাকতে হয়।

সাধারণ মানুষের সমাজচেতনা যত আধুনিকতায় সমৃদ্ধ হবে ততই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উক্ত কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হবে। এক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব।

(খ) অক্ষমতা জনিত সমস্যা ঃ

দৈহিক অথবা মানসিক অক্ষমতা যখন মানুষের জীবনসঙ্গী হয় তখন সে স্বাভাবিক পথে জীবন ধারণ, জীবিকা অবলম্বন উপার্জন এবং সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয় এবং পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অক্ষমতার চরিত্রভেদে এই সব ক্ষেত্রে অক্ষমতার মূল্যায়ন আপাতদৃষ্টিতে করা প্রায়শ বিজ্ঞানসম্মত হয় না। যে সব ক্ষেত্রে অক্ষমতার সঠিক কারণ নির্ধারণ করা যায় না সেইসব ক্ষেত্রে, আজো মানুষ বা সমাজ-সম্প্রদায় সাধারণত এই ধরনের অক্ষমতার কারণ হিসাবে পিতা মাতাকে দায়ী করে অথবা দৈব প্রভাবের দোহাই দেয়। ক্ষেত্র বিশেষে,

পশ্চিমী দেশগুলিতে এই অক্ষমতা (বিশেষভাবে শিশুদের মনোজগতের পরিপূর্তি বিষয়ে) "বিজ্ঞানের পরাজয়" রূপে উপস্থাপিত করা হয়।

শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা প্রভাবী মানুষজনের জীবনের সমস্যাগুলি বহুমুখী হয়। এদের যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন—সর্বজনস্বীকৃত। এই বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষার প্রভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতার মাত্রা হ্রাস পায় আবার কোনো ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতাকে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সর্বোপরি, বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা যারা দেবে তাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীকে আগ্রহশীল, উদ্যমপ্রিয় এবং অনুশীলনমনস্ক করে তোলার উপর শিক্ষার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। "পঙ্গুর গিরি উল্লংঘনের" নজির আধুনিক সমাজ জীবনে সংখ্যায় কম হলেও, বিরল নয়।

১৯৯৫ সালে দৈহিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা এবং অবাধ সুযোগ গ্রহণের আইন, ভারত সরকার বলবৎ করে। যদিও ২০০০ সাল পর্যন্ত অক্ষমতার চরিত্রভেদে কোনো "আদম সুবারি" হয়নি। ২০০১ সালের তথ্য সংগ্রাহরে ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে দেশের জনসংখ্যার শতকরা পাঁচজন প্রতিবন্ধীর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতিবন্ধীদের 'সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা' এদের জন্য পরিকল্পিত বিশেষ শিখন পদ্ধতিগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রতিবন্ধীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি এখনো সমাধানের আশায় অপেক্ষমান ঃ

(ক) প্রত্যেক অঞ্চলে, প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিবন্ধীর শিক্ষালাভের সুযোগ না-পাবার সমস্যা।

(খ) অধিকাংশ শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, উপকরণ এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব জনিত সমস্যা। প্রতিবন্ধীদের বিধি-বহির্ভূত শিক্ষার জন্য প্রস্তুতির অভাবজনিত সমস্যা।

(গ) জেলাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধীদের প্রকৃত সমস্যাগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়নের, আনুষঙ্গিক চিকিৎসার সুযোগ এবং প্রবেশাধিকারের প্রশাসনিক নির্দেশের অভাবজনিত সমস্যা। বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের দক্ষতালব্ধ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের যোগাযোগের ঠিকানাগুলির সহজলভ্যতার সমস্যা

(ঘ) ২০০৩-২০০৪ সালে ঘোষিত প্রতিবন্ধীদের উচ্চতর বা কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রদত্ত বার্ষিক অর্থ সাহায্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্যগুলি সম্পর্কে সোশ্যাল জাস্টিস এবং এমপাওয়ারমেন্ট মন্ত্রকের নির্দেশের বিজ্ঞপ্তি সময়মতো না জানার সমস্যা। এই প্রসঙ্গে উক্ত মন্ত্রকের অছি-পরিষদ।

(ঙ) বিষয়ে নিম্নোক্ত বিবৃত্তি অনেকের জানা নেই ঃ

The National Trust (formed under National Trust Act, 1999) is a Statutory Body, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, set up for the welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple disabilities, under the Act 44 of 1999—titled as The National Trust for the welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999.

The said National Trust Act is ment for the welfare of those persons who have become handicapped under pervasive developmental disorder. The Act extends to the whole of India, except Jammu and Kashmir.

The NTA views people with the said disability as an integral part of his/her family and makes provision for empowering the disabled person with his/her family, as a must. Because, the family has to rear up a **mentally challanged person.**

To enjoy the benefit of this Act, the person with disability, who suffers from not less than 40% of an disability (as certified by a medical authority) may apply for prescribed financial help.

৭.৩ পল্লি, শহর ও শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দাদের সমস্যাগুলি (Problems related to Rural, Urban and Industrial Population)

(ক) পল্লি অঞ্চলের সমস্যা ঃ

গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনের পূর্বে দেশের বিভিন্ন গ্রাম্য পরিবেশে শিক্ষার অধিকার বর্ণ বা শ্রেণি বিশেষের কুক্ষিগত থাকত। তখনকার অশিক্ষিত শ্রেণির মানুষ বংশ পরম্পরায় অশিক্ষিত থাকতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত না। বরং তাদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহকে "অনধিকার চর্চা" হিসাবে গণ্য করা হোতো। ধর্ম ও শ্রেণি বিশ্বাস নির্বিশেষে মহিলাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ নিষিদ্ধ ছিল—'ঈশ্বরের অনভিপ্রেত' হওয়ার অবাস্তব যুক্তিতে এবং পুরুষ-নির্ভরতা হ্রাস পাবার কারণে গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত পরিবারের সংখ্যাধিক্য একটি স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

১৯৪৯ সালে, ইউনেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতায়, ভারতের শিক্ষামন্ত্রক গ্রামবাসীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ বিকাশ করবার উদ্দেশ্যে "সমাজ শিক্ষা" প্রকল্পের সূচনা করেছিল। তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের ভাষায় ঃ

"it means education for the entire man. It will make him literate, tell him the modern methods of handicrafts, and fimally, impart to him the education of citizenship."

প্রসঙ্গক্রমে, তদানীন্তন শিক্ষা সচিব সৈয়াদীন বলেছিলেন ঃ

"The airm of social education is both individual as well as social. It seens to elevate various standards of life so that people may be in a position to make active contribution in all spheres of natinal progress. It will teach villagers about the reconstruction of village."

এই প্রকল্পের মাধ্যমে (১) প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, (২) গ্রামীণ পুস্তকাগার স্থাপন, (৩) বয়স্কদের অবসর বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র এবং (৪) মহিলাদের স্ব-নির্ভর অর্থোপার্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি শিখন এবং (৫) কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। অবশ্য, সূচনা পর্বে এই সব প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল।

বিগত শতাব্দীতে গ্রামাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণের অগ্রগতি অঞ্চল বিশেষে নানা কারণে বিঘ্নিত হয়েছে। ফলে, একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় প্রত্যন্তের গ্রামাঞ্চলে এখনো নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন—

(১) প্রতি গ্রামেই এখনো আনুমানিক কুড়ি শতাংশের কাছাকাছি পরিবার নিরক্ষর এবং ২০০১ সালের আদম সুমারির বিবরণী প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত নবসাক্ষরদের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

(২) কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার প্রভাবে এখনো পর্যন্ত পল্লি অঞ্চলের কিছু সংখ্যক পরিবারে শিশুদের বাল্যকালীন শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে শিশুদের যথাযথ উৎসাহ দেওয়া হয় না—ফলে নিম্ন এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে (যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত) অনুপস্থিত শিশুর সংখ্যা লুপ্ত হয়নি।

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা ত্রুটিমুক্ত করার জন্য স্থানীয় সরকারি পরিদর্শকদের বিদ্যালয় পরিদর্শন কর্মসূচি প্রায় নিষ্ক্রিয় হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের অসুবিধাগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ এবং পাঠ্যসূচি সম্পর্কে বিভিন্ন ''অনুসন্ধান কমিটির'' উপদেশ বা অবশ্য করণীয় কর্তব্যগুলির সার্থক রূপায়ণ এখনো বাস্তবায়িত না হওয়ায়, প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবককে সাধ্যাতীত হলেও গৃহ শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মন্তব্য (জুলাই, ২০০৩)

''মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে আছে। শিক্ষার প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজের শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুন্নত শ্রেণি। তাঁদের সঙ্গে সমাজের মূল স্রোতের ব্যবধান পর্বত প্রমাণ।''

(খ) শহরাঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সমস্যা ঃ

নগর বা শহর অঞ্চলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা লাভের ব্যয়ভার বহন করা সাধারণত মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত অভিভাবকদের কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য। সুতরাং উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানসন্ততি বংশ পরম্পরায় এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদ্যালাভের সুযোগ পায়।

নগর বা শহর অঞ্চলে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত অথবা সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। এখানে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির সন্তানসন্ততির প্রবেশাধিকার এবং শিক্ষা লাভ সহজলভ্য হলেও মাধ্যমিক পরীক্ষায় এদের সাফল্যের হার অপেক্ষাকৃত কম। এই সাফল্যের হার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় লক্ষণীয় মাত্রায় কমে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়া এদের ক্ষেত্রে দুর্লভ। দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির সহায়ক হলেও, এদের প্রতিভার মূল্যায়ন বা যথাযথ বিকাশ লক্ষণীয় মাত্রায় বিঘ্নিত হয়। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত শিখনের সাজসরঞ্জাম, উপকরণ, পাঠাগারের সুবিধা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে এই শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় না। এদের মনে সামাজিক দায়বদ্ধতা বিকাশের সম্ভাবনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে থাকে।

(গ) শিল্পাঞ্চলের সমস্যা ঃ

শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চল সাধারণত শিল্প নগরীর গণ্ডির বাইরে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠে। ঘটনাচক্রে, ওই সব এলাকাগুলি স্থানীয় আশ্রয়চ্যুত ও সঙ্গতিহীন পরিবারবর্গের ''বসতি'' অঞ্চলরূপে আখ্যাত হয়। এই সব ''বসতির'' বাসিন্দাদের ক্ষুদ্র পরিধির গোষ্ঠীজীবনের চাল চলন, উপসংস্কৃতি, ন্যায়-অন্যায় বোধ বা বিচার ইত্যাদি গোষ্ঠীর স্বার্থকেন্দ্রিক। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের থেকে সামাজিক ও মানসিক দূরত্ব বজায় রেখে এরা, প্রশাসনিক উপেক্ষার শিকার হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে যায়।

এদের বাসগৃহ অপরিসর, অস্বাস্থ্যকর এবং খোঁয়াড়ের মতো। এই বসতি জনাকীর্ণ। এরা অশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর এবং স্থায়ী উপজীবিকাহীন। এদের উপার্জনের পদ্ধতি এবং আর্থিক সঙ্গতির পরিমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞাত এবং কিছু প্রভাবশালী দুষ্কৃতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের দারিদ্র, শিক্ষার অভাব এবং পরিবার প্রতিপালনের চাপ, সমন্বিতভাবে এদের জীবনের মান উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। এই সব পরিবারের সন্তানসন্ততিদের

প্রজন্মের ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পুরুষানুক্রমে বর্জিত থাকে—বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার নীতিকে উপেক্ষা করে। এদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার বীজ অঙ্কুরিত হয় না। এরা সমাজ জীবনের এবং সমাজ প্রশাসনের এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অসাফল্যের মূর্ত প্রতীক।

In the venture of urbanization and industrialization of rural area, being uprooted from their original village shelter, they migrate towards cities and develop new settlements at the outshirts of a metropolis, in the vicinity of industrial towns and block development extension, in the unattended areas within the city very close to public places even; and develop a traditional slum—culture. They hardly feel the need for institutionalised exposure of education for their growing children. (Bose, 2000)

শিল্প নগরগুলিতে উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা থাকায় উচ্চবিত্ত পরিবারের আগ্রহী ছেলেমেয়েরা উক্ত সুবিধা গ্রহণের অবাধ অধিকার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। এখানে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা নগণ্য নয়। তবে নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়ের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। প্রশাসনিক উন্নাসিকতা না থাকলে শিল্প নগরগুলিতে শ্রেণি বৈষম্যের কুফল লক্ষণীয় মাত্রায় হ্রাস পাবে এবং শ্রেণি বিচলনের প্রভাবে অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হবে। শিল্পকেন্দ্রের কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মীদের মধ্যে অথবা তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ার ফলে শ্রেণি বৈষম্যের প্রভাব লক্ষণীয় মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি যদি শ্রেণি বৈষম্যের সমর্থক না হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তায় ও আচরণে তার প্রভাব প্রতিফলিত হবেই।

৭.৪ প্রশ্নাবলি

১। সমাজ জীবনে শ্রেণি বা স্তর কীসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে? আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণি বা স্তর বিভাজন এখনো লোপ পায়নি কেন? তোমার অভিমতসহ ব্যাখ্যা করো।

২। সমাজ জীবনে শ্রেণি বিচলন বলতে কী বোঝায়? বিচলনের সুফল, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিকায়, ব্যাখ্যা করো।

৩। অবাধ শিক্ষার সমান অধিকার নীতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমার মতামত লেখো। এই নীতি ফলপ্রসূ করার পথে প্রতিবন্ধকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। বিশ্লেষণ করো ঃ

(ক) নারী শিক্ষার অবাধ অধিকার নীতির মূল্যায়ন।

(খ) অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষা লাভের সমস্যা।

(গ) শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমস্যা।

৫। টীকা লেখো ঃ

(ক) ইগ্যালিটেরিয়ান সোসাইটি।

(খ) গ্রামাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমস্যা।

(গ) মহানগরে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের অবাধ শিক্ষা গ্রহণের সমস্যা।

একক ৮ ❑ সামাজিক গোষ্ঠী (Social Group)

গঠন

৮.০ সূচনা (Introduction)

৮.১ সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি এবং সংজ্ঞা; বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীজীবন এবং তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি **(Nature of social group and definition; characteristics differences of different types of group)**

৮.২ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে সহপাঠী গোষ্ঠী এবং অভিসন্ধি গোষ্ঠী **(Formation of classroom groups and cliques)**

৮.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীর প্রভাব **(Impact of different groups on education institutions)**

৮.৪ সোসিওমেট্রি (আবেগাবন্ধ গোষ্ঠী জীবনে আন্তর্ব্যক্তিজ সম্পর্ক পরিমাপক পদ্ধতি)

৮.৫ প্রশ্নাবলি

৮.০ সূচনা (Indroduction)

সমাজ মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের একটি ক্রম-পরিণতি। "গোষ্ঠী" শব্দটি বহু ব্যবহৃত। সমাজের আদি পর্ব থেকে স্বীকৃত হলেও এর শব্দার্থ বিভিন্ন পটভূমিকায় বিভিন্ন হয়ে থাকে। দুই বা ততোধিক মানুষের একটি সংবদ্ধ রূপকে আমরা গোষ্ঠী বলে থাকি। ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর একক বলা হয়। অনুরূপভাবে, গোষ্ঠীকে সমাজ ও সংগঠনের 'একক' বলা হয়। গোষ্ঠীর সংবদ্ধতা সম্প্রীতি বা সৌহার্দ্য নির্ভর। কিন্তু তার স্থায়ীত্ব এবং সক্রিয়তা সমাজ নির্ভর। গোষ্ঠী স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠতে পারে আবার ভাঙ্গতেও পারে। অথবা সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশেও গড়তে অথবা ভাঙ্গতে পারে।

পার্বত্য উপজাতিদের সমাজ জীবন মূলত প্রাথমিক গোষ্ঠী জীবন নিষ্ঠ। এদের সমাজ জীবনে শ্রেণি-বিভাগ নেই এবং গোষ্ঠীর নিজস্ব গন্ডিতে বাঁধা (close society). অধুনা ভারতের সমাজ জীবনে জাত-পাতের প্রভাব অনস্বীকার্য। "In Indian caste system the strata are 'closed' groups, but in the modern class system the strata are 'open' groups with opportunities for social mobility.

আলোচ্য প্রসঙ্গের বৃহত্তর পটভূমিকায় গোষ্ঠীর চরিত্রভেদে, গোষ্ঠীকে দুটিভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) পরিস্থিতি জনিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং মিথস্ক্রিয়াবদ্ধ গোষ্ঠী (primary group); এবং (২) বিধিবদ্ধ, মিথস্ক্রিয়াধীন এবং দায়বদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠী (secondary group)।

প্রথমটি, অবস্থানিক সন্নিকর্ষ (proximity), নিয়মিত মিথস্ক্রিয়া (regular interaction), সহজাত আকর্ষণ (inborn urge for belongingness) এবং নির্ভরতার প্রভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে।

এগুলির যে কোনো একটি বা ততোধিক পরিস্থিতির অভাবে, গোষ্ঠী সংবদ্ধতা হারায় এবং ক্রমে ভেঙে যায়।

দ্বিতীয়টি, সংগঠন নির্দিষ্ট, প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত এবং বিধিবদ্ধ দায়িত্ব বা ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতিতে গড়ে ওঠে। এই প্রকারের গোষ্ঠী, ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য ভেঙে যায় না। নির্দেশে নিয়ন্ত্রণ এবং বিধি অনুমোদন করলে তবেই ভেঙে যায়।

"......if a group exists in an organisation, its members : (1) are motivated to join; (2) perceive the group of a unified unit of interacting people; (3) contribute in various to the group processes; and (4) reach agruments and have disagreements through various forms of interaction"—(Ivancevich and Matteson—1993)

এই এককে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ধরন, চালচলন, স্থায়ীত্ব, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা শিখন পরিবেশের এবং শ্রেণি কক্ষের পরিমণ্ডলে প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রভাব এবং আন্তর্গোষ্ঠীজ সম্পর্কের বা সন্নিকর্ষের পরিমিতি সম্পর্কে, পাঠ্যসূচির চাহিদা অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১ সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃত এবং সংজ্ঞা; বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীজীবন এবং তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি (Nature of social group and definition; characteristics differences of different types of group)

একদল লোক মাঠে বসে আছে অথবা একটা দোকানের সামনে দূরদর্শন যন্ত্রের সামনে ভিড় করে বেশ কিছুলোক ফুটবল খেলা দেখছে। এদের মানুষের জমায়েত বলা চলে কিন্তু সামাজিক গোষ্ঠী বলা চলে না। প্রতিদিন ট্রামে, বাসে, রেলে দলে দলে লোক যাতায়াত করছে—এমন কি দূরপাল্লার ভ্রমণে ২/৩ দিন খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া, গল্প-গুজব করার সময়ে একই পরিবারভুক্ত লোকজনের মতো মনে হয়। তা সত্ত্বেও এদের সামাজিক গোষ্ঠী বলা চলে না। অথচ, মাত্র দুজন ব্যক্তি মনের মিল হওয়ার পর সন্নিকর্ষ ও সৌহার্দ্য, আবেগাবদ্ধ এবং নিত্য নিয়মিত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে 'প্রাথমিক' চরিত্রের সামাজিক গোষ্ঠী গড়তে পারে। এখানে সমাজের বা প্রতিষ্ঠানের যুক্তিভিত্তিক বা বিধি বিধানের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। যেমন পারিবারিক জীবনের সম্পর্কগুলি, অনুশাসনগুলি, রেওয়াজ, চল, রীতিনীতি বা সহবতগুলির অধিকাংশ 'প্রাথমিক' গোষ্ঠীর পরিচায়ক।

এখানে জেনে রাখা উচিত যে পরিবারে "প্রাথমিক" গোষ্ঠী জীবনের অনুশাসন বা শাস্তির আদেশ পিতামাতার ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত বিধানের নির্ধারিত হয়; কিন্তু "পরিবার" সৃজনের জন্য সামাজিক স্বীকৃতি বা অনুমোদন আবশ্যিক। সমাজ অনুমোদিত বিধি-বিধান অনুযায়ী 'বিবাহ' ব্যতীত পরিবা সৃজন আইনানুগ হয় না এবং প্রজন্ম বা সন্তান-সন্ততির কোনো বংশ পরিচয় থাকে না। প্রাক-বিবাহের প্রাথমিক গোষ্ঠী জীবনের পর স্ত্রী এবং পুরুষ বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতি পায়। সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করলে তারা দাম্পত্য জীবন শুরু করে এবং পরিবার সৃজনের অধিকার অর্জন করে—জায়া এবং পতি, এই প্রতিষ্ঠানিক পরিচয়ে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মানসিক বন্ধন, পরিচয় এবং স্বীকৃতি সামাজিক গোষ্ঠী জীবনের প্রাথমিক সোপান বা পদক্ষেপ। সেইমতো, সমাজ অনুমোদিত বন্ধন, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় এবং দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার সামাজিক গোষ্ঠী জীবনের দ্বিতীয় সোপান বা পদক্ষেপ।

অধ্যাপক বটমোরের সংজ্ঞা অনুযায়ী ঃ

"A social group may be defined as an aggregate of individuals in which (i) defined relations exist between the individuals comprising it, and (ii) each individual is conscious of the group itself and its symbols."

অধ্যাপক জিসবার্টের মতে ঃ

"সামাজিক গোষ্ঠী হল সেই ধরনের ব্যক্তির সমষ্টি যার স্বীকৃত একটি সংগঠনের মধ্যে একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।"

"পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে আবধ্ধ ব্যক্তিদের যে কোনো ধরনের সমষ্টিকেই সামাজিক গোষ্ঠী বলা চলে।"

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের আলোচনা ও মতামত বিশ্লেষণ করলে আমরা সাধারণত নিম্নলিখিত কয়েকটি চরিত্রের সামাজিক গোষ্ঠীর বর্ণনা পেয়ে থাকি।

(ক) ঘটনাচক্রে অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে আবেগাবধ্ধ দুই ব্যক্তির সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বা Primary Group এই ধরনের গোষ্ঠীবধ্ধতা ক্ষণস্থায়ী অথবা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। অনেকক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীকে informal Group অথবা Psychological Group বলা হয়। এই ধরনের গোষ্ঠী জীবনের চালচলন, রীতিনীতি, বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনা পধ্ধতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনই তৈরি করে, মেনে চলে এবং স্বীকৃতি দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে এই ধরনের গোষ্ঠীর স্বীকৃতি না থাকলেও, প্রভাব সুস্বীকৃত।

(খ) প্রাতিষ্ঠানভিত্তিক সমাজজীবনে বিধিসম্মতভাবে যে ধরনের গোষ্ঠী সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই গোষ্ঠীকে Social or Secondary Group অথবা formal Group বলা হয়ে থাকে। Formal Gropu সর্বক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রের গন্ডিতে এবং যুক্তিবধ্ধ মিথস্ক্রিয়ায় আবধ্ধ থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক সমাজজীবনে আকৃতি, প্রকৃতি এবং স্থায়িত্ব এই ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে।

Primary Group যেমন প্রীতি ও সৌহার্দ্য নির্ভর। অনুরূপভাবে Secondary Group সামাজিক বন্ধন ও দায়বধ্ধতা নির্ভর। এই দুইধরনের সামাজিক গোষ্ঠী ছাড়া আমরা আর একধরনের গোষ্ঠী জীবনের সন্ধান পাই সেটি হল 'Reference Group'। সাধারণত Reference Group সৃষ্টি হবার জন্য 'মিথস্ক্রিয়া'র প্রয়োজন হয় না। আমরা Reference Group এর চিন্তাধারা অনুকরণ করতে চাই, বা তাদের মতো হতে চাই। সামাজিক বিচলনের ক্ষেত্রে Reference Group এর প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন উল্লম্বী বিচলনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমসময়েই চিন্তা করে যে সে একটি সামাজিক স্তর থেকে অন্য একটি সামাজিক স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে। এই ধরনের কাল্পনিক ঊর্ধ্বমুখী উল্লম্বী বিচলনের প্রভাবে মর্যাদাবান গোষ্ঠীর আচার-আচরণ, আদব-কায়দা অনুকরণ বা অনুসরণের তীব্র বাসনা মর্যাদাহীন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাধান্য পায়।

৮.২ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে সহপাঠী গোষ্ঠী এবং অভিসন্ধি গোষ্ঠী (Formation of classroom groups and cliques)

'সমাজ' কথাটি যখন প্রযুক্ত হওয়ার অবস্থা আসেনি, অর্থাৎ সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে, কিছু মানুষের একত্রে সহাবস্থানের যুগে, প্রথম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রভাবে গোষ্ঠীবধ্ধভাবে জীবনযাপন করার সময়ে গোষ্ঠীকে প্রাথমিক পর্যায়ের গোষ্ঠীরূপে (primary group) সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন। এই প্রাথমিক পর্যায়ের গোষ্ঠীজীবন, আবেগের বন্ধনে বাঁধা থাকে এবং এর গতি প্রকৃতি, চাল-চলন, ভাবভঙ্গি ইত্যাদি। কেবলমাত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষজন বুঝতে পারে। এই গোষ্ঠী, অসংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। এর কোনো সুস্পষ্ট সামাজতাত্ত্বিক বুনিয়াদ নেই। আধুনিক গোষ্ঠী সম্পর্কিত আলোচনা বা গবেষণার ক্ষেত্রে, এই গোষ্ঠীকে অসংগঠিত গোষ্ঠী (Informal Group) বলা হয়। এরা স্বার্থপর এবং আবেগপ্রবণ। এই গোষ্ঠীর আবধ্ধশক্তি এবং একাত্মবোধ যথেষ্ট কিন্তু স্থায়িত্ব অনিশ্চয়তায় ভরা।

'সমাজ' কথাটি যখন প্রযুক্ত হওয়ার অবস্থায় এলো অর্থাৎ সমাজ গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অসংগঠিত গোষ্ঠীবধ্ব জীবন যখন সংগঠন নিয়ন্ত্রিত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং বিধিবধ্ব দায়িত্ব বা ভূমিকা পালনে অধিকারবধ্ব হলো, তখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় জীবনযাপন করার অধিকার হারাল। এই পর্যায়ে, একাধিক গোষ্ঠী, সংগঠন, সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ছত্রছায়ায় সহাবস্থানের সুযোগ পেয়েছিল। এই গোষ্ঠীগুলি, দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত (Secondary Group) সামাজিক গোষ্ঠী। এদের গতিপ্রকৃতি, চালচলন, ভাবভঙ্গি ইত্যাদি সমাজের স্বার্থে এবং দায়বধ্বতার প্রতিশ্রুতিতে আবধ্ব। এরা যুক্তির বন্ধনে আবধ্ব এবং দীর্ঘস্থায়ী। এই চরিত্রবিশিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী (Formal Group) এবং সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা ও গবেষণার বিষয়বস্তু।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে, শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠীর আলোচনায়, আমরা এই সামাজিক গোষ্ঠী জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ জীবন সম্পর্কে আলোচা করব। প্রসঙ্গক্রমে, মনে রাখতে হবে যে সামাজিক গোষ্ঠীগত জীবন যখন সক্রিয় এবং সমাজ জীবনের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, সেই পরিধিতে একই সঙ্গে গড়ে ওঠে অসংগঠিত গোষ্ঠী নির্ভর মিথস্ক্রিয়তা এবং আচরণ।

"Informal group life helps, us to infer the presence of a formal group life—as the shadow of it."

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক বুনিয়াদ, "মিত্র গোষ্ঠী" প্রসঙ্গে আমরা প্রধানত সামাজিক দায়িত্ববধ্ব গোষ্ঠী বা Formal Group সম্পর্কে আলোচনা করব। পরবর্তী আলোচনার বিষয়গুলিতে যুক্তি আবধ্ব, দায়িত্ববান দলগুলিকে মিত্র গোষ্ঠী (formal group) এবং সন্নিকর্ষ প্রভাবী আবেগাবধ্ব মিথস্ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলিকে 'বন্ধু গোষ্ঠী' বা Informal Group হিসাবে আলোচনা করা হয়।

৮.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীর প্রভাব (Impact of different groups on educational institutions)

আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে মিত্র গোষ্ঠী (secondary or sociological group) সর্বক্ষেত্রেই, প্রাতিষ্ঠানিক, সংগঠিত, দায়বধ্ব এবং সর্বোপরি "সমাজ নিষ্ঠ"। সেই সঙ্গে "বন্ধু" গোষ্ঠী (primary or psyhologica group) সর্বক্ষেত্রেই অসংগঠিত, ঘনিষ্ঠ, আবেগাবধ্ব, অভিমানী এবং স্বার্থনিষ্ঠ। "বন্ধু" গোষ্ঠী স্বাথসিধির উদ্দেশ্যে অভিসন্ধি গোষ্ঠীর উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমাবধ্ব পরিবেশে সাধারণত শ্রেণি নির্ভর গোষ্ঠী জীবন শিক্ষার্থীদের একাধারে মিত্র-গোষ্ঠী জীবন এবং সেইসঙ্গে, অন্যধারে, বন্ধু-গোষ্ঠী জীবনের সুযোগ ও সন্ধান দেয়। এই ধরনের মিশ্র প্রভাব যুক্ত সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি নতুন ধরনের গোষ্ঠী জীবনের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। যাকে আমরা "কোয়ালিশন গ্রুপ" এর পর্যায়ে রাখতে পারি। রাজনৈতিক মঞ্চে, এই গোষ্ঠীবধ্ব জীবনের একটি মার্জিত রূপকে আমরা "ফ্রন্ট" অথবা "জোটবধ্ব" গোষ্ঠীর সমতুল ধরতে পারি। এই ধরনের গোষ্ঠী জীবনের ছত্রছায়ায় কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির সাহচর্যে অনেক সময় "অভিসন্ধি গোষ্ঠী" সৃষ্টি হয় (clique)। অভিসন্ধি গোষ্ঠী ক্ষণস্থায়ী অথবা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সুনিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল, নিয়মনিষ্ঠ এবং কর্তব্যবোধ সচেতন। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে সমাজ ব্যবস্থা প্রদত্ত ক্ষমতার বলে সমাজের প্রতিভূ হিসাবে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীকে সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা দেয়। পারিবারিক পরিবেশে অর্জিত সমাজানুগ আচরণের অনেব দিক এখানে গণতান্ত্রিকীকরণ (democratization) মিথস্ক্রিয়ায় পরিমার্জিত হয়। শিক্ষায়তনের প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়ায় যেমন সহপাঠী

গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তেমন পরিস্থিতি, পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের প্রভাবে ঘনিষ্ঠ বন্দু গোষ্ঠী বড়ে ওঠে। প্রথম গোষ্ঠী গড়ে ওঠে শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠনের মুহূর্তগুলিতে এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠী স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে, অবসর মুহূর্তগুলির ঘনিষ্ঠতায়। অর্থাৎ সহপাঠী মাত্রেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয় না। ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর প্রভাব সহপাঠীদের তুলনায় সাধারণত অনেক বেশি। এখানে প্রথম গোষ্ঠীটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী formal group বা secondary group এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী informal gorup বা primary group রূপে সমাজ জীবন প্রভাবিত করে। ক্ষণস্থায়ী, শিক্ষার্থীদের অভিসন্ধি গোষ্ঠী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোনো শৃঙ্খলাকে বিশৃঙ্খলায় পরিণত করে (যেমন পরীক্ষা পণ্ড করা)। আবার দীর্ঘস্থায়ী, শিক্ষার্থীদের অভিসন্ধি গোষ্ঠী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো বাৎসরিক প্রকল্পকে কলঙ্কিত করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট করে। প্রথমটি সাধারণত unrest এর পর্যায়ে পড়ে এবং দ্বিতীয়টি সাধারণত saboutage এর পর্যায়ে পড়ে।

প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ পরিবেশে এই ধরনের মিশ্র প্রভাবযুক্ত গোষ্ঠীগত সমাজ জীবনকে অধুনা আচরণ বিজ্ঞানীরা "কোয়ালিশন গ্রুপ" শীর্ষকে বিবৃত করেছেন।

"....a recent comprehensive review of the coalition literature (Iuthans, 1995) suggests that the following characteristics of a coalition be included :

1. Interacting group of individuals.
2. Deliberately constructed by the members for a specific purpose.
3. Independent of formal organisation's structure.
4. Lacking a formal internal structure.
5. Mutual perception of membership.
6. Issue-oriented movement to advance the purpose of the members.
7. External forms.
8. Concerted member action, to act as a group.

রাজনৈতিক মঞ্চে এই ধরনের গোষ্ঠীকে আমরা অনেক সময় "ফ্রন্ট" বলি। আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় এই ধরনের দলকে আমরা "জোট" বা এলায়েন্স বলি।

দলীয় জীবনে কিছু "উচিত কর্তব্য" মানতেই হয়। এগুলি "চল্" বা "নর্ম" বলে।

Norms are the "ought" of behaviour. They are prescriptions for acceptable behaviour, determined by the group of any type. They are meant for :

1. Safeguarding survival of the group.
2. Developing provisions for the benefit of the group.
3. Making group behaviour predictable.
4. Helping the group in avoiding embarrassing interpersonal problems.
5. Expressing the central values or goals of the group and distinct existence of the group. (Luthans, 1995)

A role is a position that can be acted out by an individual as per norm pattern; while a given role is prescribed by the prevailing norms. (ibid)

সহপাঠীদের বা শ্রেণিকক্ষের সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই যেমন ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী উদ্ভূত হতে পারে, তেমনি ওই গোষ্ঠী চল (norm) বিরোধী কার্যকলাপের পরিকল্পনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমষ্টির শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি

অবাঞ্ছিত জোটবধ (clique) হতে পারে। এই জোট বা clique-এর অস্তিত্ব তাদের উদ্দেশ্য সফল হলেই লুপ্ত হয়। সাধারণত, এদের কার্যকলাপ সংরক্ষণার্থক হয় না বা তাদের অভিসন্ধি সফল করে। এই ধরনের অভিসন্ধি গোষ্ঠীকে বা "ক্লিক্" বলা হয়। এদের কার্যকলাপ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের কাছে বিশৃঙ্খল বিবেচিত হয়। "মতলবী দল" বৃহত্তর সমাজ জীবনের পরিধিতে "ষড়যন্ত্র"গুলির সঙ্গে বা নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে লিপ্ত থাকে।

৮.৪ সোসিওমেট্রি (আবেগাবদ্ধ গোষ্ঠী জীবনে আন্তর্ব্যক্তিজ সম্পর্ক পরিমাপক পদ্ধতি)

শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীদের "বন্ধু গোষ্ঠী" গঠন এবং নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ। শ্রেণি পরিবেশে নিয়মিত মিথস্ক্রিয়া এবং বিদ্যামন্দিরের অঙ্গনের অবসর মুহূর্তগুলিতে, পঠনপাঠন বহির্ভূত সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, বন্দু গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষ কোনো কোনো 'বন্ধু'র কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই "যার প্রতি যার" আকৃষ্ট হচ্ছে তার কারণ নির্ণেয়ক গুণগুলির বর্ণনা দিতে পারে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে পারে না। বিদ্যামন্দিরের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে শিখন পরিবেশে এই আন্তর্ব্যক্তিজ সম্পর্ক পরিমাপক পদ্ধতির প্রয়োগ গবেষণার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। গোষ্ঠী জীবনের সম্পর্কের পরিমাপ ছোটো ছোটো বন্ধু গোষ্ঠীর ওপর প্রযুক্ত করা হয়ে থাকে।

সোসিওমেট্রি পদ্ধতি ঃ

সোসিওমেট্রি পদ্ধতির উদ্ভাবক ডঃ জে. এল. মোরেনো একজন মনোরোগ চিকিৎসক এবং বহুমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। মোরেনো লিখিত সোসিওমেট্রি গ্রন্থটি ১৯৫১ সালে, নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয়। উনি মনে করতেন যে, মানুষ জীবনে "মনের মতো" বন্ধু শৈশবে, কৈশোরে এবং যৌবনে পায় না অথবা পেয়েও হারায় বলে তার অন্বেষণে চিন্তামগ্ন হোয়ে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে "একাকীত্বে" ভোগে। দীর্ঘস্থায়ী "মানসিক অবসাদ" এবং "সমাজজীবন এড়িয়ে চলা"র পিছনে তার একটি অজ্ঞাত ও অব্যক্ত বিরহযন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে। উনি মানুষে-মানুষে আবেগজনিত আবদ্ধতাকে "আন্তর্ব্যক্তিজ আকর্ষণ" রূপে ধরে নিয়েছিলেন। এই প্রাথমিক আকর্ষণকে "টেলী" আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসা "সাইকোড্রামা" এবং "রোল প্লেয়িং" পদ্ধতিতে মনোরোগীকে "টেলী"র সন্ধান দিত।

প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ পরিবেশে, ৬-৭ জন বন্ধু অথবা মিত্রদের মধ্যে, আন্তরিক সম্পর্কে, আকর্ষণী শক্তির প্রভাব মূল্যায়নে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে অধ্যাপক কর্সিনী নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন ঃ

"The procedure is essentially simple : each person is asked to seclect one or more people within a particular universe in terms of some function, say "working together" or "going on a trip together." The results can be charted on a socalled **sociogram** which will indicate who wants to be with whom. Thus, we can locate the most popular person in any group; we can locate isolates, mutual pairs, and cliques.......The values for this sociometric procedure in summer camps, kindergartens, and industrial and military organization should be evident.

"It is difficult at this point to assess Moreno's contributions. A great many of his thought are not orignial, but his language was. .....While his views were provocative, practically no one has taken them on or is moving forward with them."

অধুনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কক্ষে সোসিওমেট্রির প্রয়োগ সম্ভবপর হলেও এই পদ্ধতির জনপ্রিয়তা নানা বাস্তব প্রতিবন্ধকতার জন্য বৃদ্ধি পায়নি।

SOCIOGRAM OF A PLAY GROUP

(Age group 5-10 yrs)

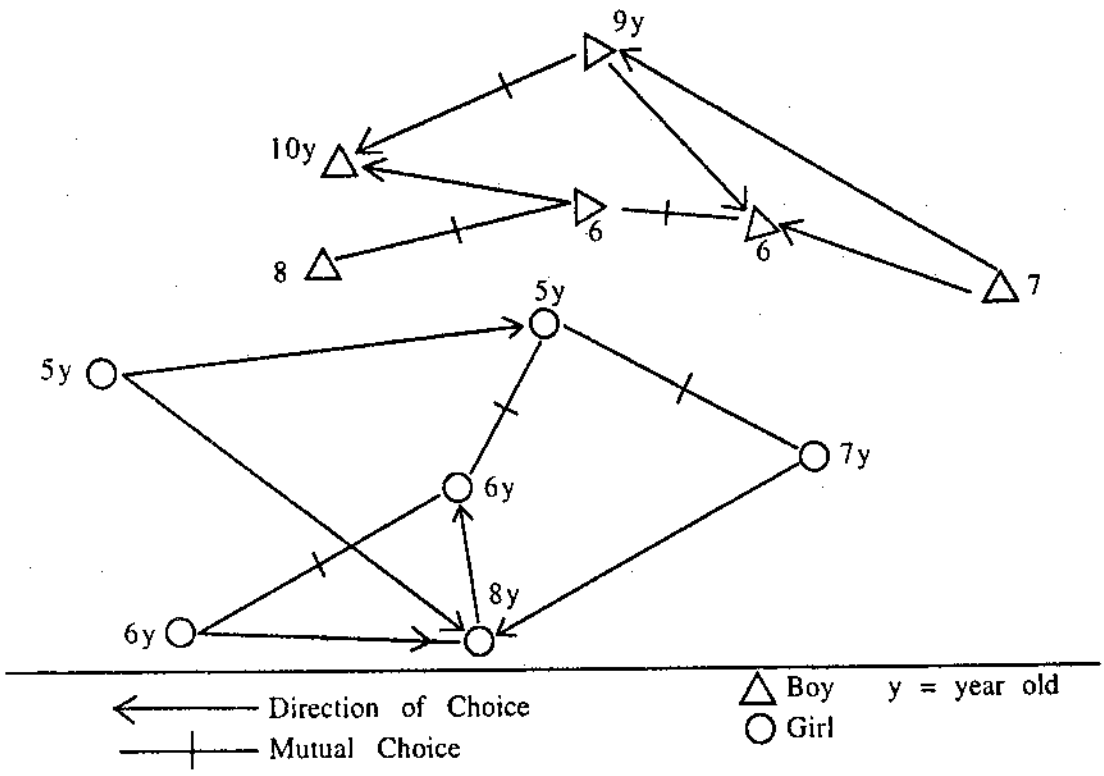

৮.৫ প্রশ্নাবলি

১। "গোষ্ঠী" শব্দটির অর্থ কী? বন্ধু গোষ্ঠীর এবং মিত্র গোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

২। কোয়ালিশন গোষ্ঠী বলতে তুমি কী বোঝো উদাহরণসহ লেখো।

৩। শ্রেণি কক্ষের গোষ্ঠী কে গঠন করতে পারে? কেন পারে? সহপাঠী গোষ্ঠী বেশ কিছুদিন মিথস্ক্রিয়াবদ্ধ হবার পর কী গোষ্ঠী উদ্ভূত হতে পারে?

৪। বন্ধু গোষ্ঠী গঠনের জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্তের বর্ণনা দাও। ছাত্রজীবনে বন্ধু গোষ্ঠীর প্রভাব সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে লেখো।

৫। সোসিওমেট্রি বলতে কী বোঝ? এর প্রবর্তক কে? তিনি কী জন্য এটি প্রবর্তন করেছিলেন? গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এর প্রয়োগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সংক্ষেপে লেখো।

একক ৯ ☐ ব্যতিক্রমী আচরণ (Deviant Behaviour)

গঠন

৯.০ সূচনা (Introduction)

৯.১ বিধি ও বিধান 'ব্যতিক্রমী' দণ্ডনীয় আচরণ

৯.২ সমাজতাত্ত্বিক মতবাদে বর্ণিত ব্যতিক্রমী দণ্ডনীয় আচরণ (Sociological views with remedial measures to control juvenile delinquency and youth unrest)

৯.৩ প্রশ্নাবলি

৯.০ সূচনা (Indroduction)

ব্যতিক্রমী আচরণ (বিপথগামী) ঃ

"Deviants are those individuals who refuse to live by the rules that the majority of us follow." (Giddens).

"Deviance, in terms of sub-cultural groups; is that 'adopt norms' that encourage or reward criminal behaviour" (ibid)

একটি সুসংহত জনজীবনের মধ্যে সমাজের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায়। সুসংহত জনজীবনের বুনিয়াদ শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং পরস্পর নির্ভর আচরণের উপর নির্ভরশীল। সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং ক্ষমতার সদ্‌ব্যবহার সমাজ জীবনের অখণ্ডতা এবং ঐক্য সংরক্ষণ করে। উপযুক্ত সামাজিকীরণের মাধ্যমে (পরিবারের পরিবেশে) শিশুর মধ্যে সমাজ চেতনার অভ্যুদয় হয়। উত্তর কালে (বৃহত্তর সমাজ পরিবেশে) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে কিশোর, যুবক এবং বয়স্কদের মধ্যে সমাজিক দায়বধমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবত আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হয়। এই অভ্যাসগুলি সহবতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

সমাজভুক্ত প্রত্যেককেই উক্ত সংহতি-শিক্ষার প্রক্রিয়ায় অনুশাসিত হতে হয়। "সহবৎ" শিক্ষার উদ্দেশ্যে বা শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়ার জন্য। সমাজের একাংশ, অনুশাসিত হয়ে "সহবৎ" শিক্ষা গ্রহণে নিরাসক্তি প্রকাশ করে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। পরিণতিতে, প্রাক্-কৈশোরে, কৈশোরে, প্রাক-যৌবনে কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ের মধ্যে উশৃঙ্খলতা প্রকটিত হয়। এদের (সমাজ জীবনের) "ছন্দ ছাড়া" আচরণগুলি সমাজের অধিকাংশের কাছে "অসমাধিত সমস্যা" হয়ে দাঁড়ায়। ইংরাজি ভাষায় এদের "ডিভিয়েন্ট" বলা হয়। যুবাবস্থায় এদের আচরণ ক্ষেত্র বিশেষে এদের ভ্রষ্টাচারী, "উগ্রপন্থী" বা "চরমপন্থী" হিসাবে চিহ্নিত করে। ফৌজদারি দণ্ডবিধির প্রতিকূলে এদের পথ ও কার্যকলাপ এদের অপরাধীর ছাপ দেয় (লক্ষ্য মহান এবং আদর্শ 'দেশপ্রেম' হলেও)।

এই এককে কয়েকটি নির্বাচিত সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের প্রাসঙ্গিক মতামত আলোচনা করা হয়েছে।

"Often psychological theories argue the something has gone wrong in the socialization process, usually in the mother-child relationship. This 'defective Socialization' involves emotional disturbance which leads to the formation of maladjusted personality (behavioural)' traits"—acquired through expreience. "Early childhood experience, it is claimed, can have a lasting effect upon abolescent and adult behaviour." (Haralambos).

৯.১ বিধি ও বিধান 'ব্যতিক্রমী' দণ্ডনীয় আচরণ

কিশোর এবং তরুণদের (juvenile Delinquenency and youth unrest)

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই প্রবণতা সহজাত নয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এরা অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। যেমন, পরিবারের পরিবেশে সে নিষ্ঠুর আচরণ শেখে, প্রবঞ্চনা শেখে, অন্যায় আচরণকে গোপন করতে শেখে, অপরের ক্ষতি করতে শেখে—প্রাক্‌কৈশোরে। অথবা সঙ্গ দোষে কৈশোরে। অথবা হতাশাগ্রস্ত যৌবনের কোন সঙ্গিন মুহূর্তে অপরের প্ররোচনায়। মনোবিজঈানীদের মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ছোটো ছেলেমেয়েরা বিপথে যেতে প্রলুব্ধ হয়—অপূর্ণ চাহিদা পূর্ণ করবার তাগিদে।

বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার পরিণতি এক অথবা একাধিক ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করলে সে বা তারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণগুলির বিরোধিতা করে। বিরোধিতার মাত্র যখন সমাজ প্রশাসনের দুশ্চিন্তার কারণ হয় তখন প্রশাসন তাদের চিহ্নিত করে। যারা চিহ্নিত হয় তারাই বিপথগামী এবং সমাজ তাদের বিরুধাচারণ-মুক্ত করবার জন্য শাস্তির মাধ্যমে আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। এই উদ্যোগের সাফল্যের উপর বিপথগামীদের সামাজিক জীবনে পুনর্বাসন নির্ভর করে। দণ্ডভোগ শেষ হলে যদি বিপথগামী ব্যক্তি বা তার বন্ধুদল সমাজের আস্থাভাজন হয় এবং (অপরদিকে) 'সমাজ' যদি পুনর্বাসিত ব্যক্তি বা তার বন্ধুদলের কাছে, নির্ভরযোগ্য ও দায়বদ্ধ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে তবেই বিপথগামী ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস পায়। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন হাউওয়ার্ড বেকার এবং এডুইন লেমার্ট। এখানে "সোশাইটাল রিএ্যাকসন" শব্দ দুটির ওঁরা সমগ্র বিষয়টিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে গফম্যান বলেছেন ঃ সমাজ সংগঠনের প্রতিক্রিয়া বিপথগামিতার জন্যে দায়ী হিসাবে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে একথাও মানতে হবে সংশোধনাগারগুলির কর্মসূচি বিপথগামীদের আচরণ সমাজানুগ না-করে সমাজবিরোধিতার পক্ষে ইন্ধন যোগায়।

অধ্যাপক বেকার এই প্রসঙ্গে সমাজ প্রশাসনের ক্ষমতাসীন নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীর অপদার্থতার কথা বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে, কয়েকজন চিন্তানায়কদের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

১। "Deviance do not reflect the consensus of the society as a whole but rather the views of the powerful." (lemenrt)

২। "Those groups whose social position gives them weapons and power are best able to enforce their rules. Such groups have the power to impose their definitions of crime and deviance on the less powerful." (Becker).

৩। ".......The ruling class had the power to ensure that only safe decisions were taken (by setting a side many other issues from ever reaching the point of decision. Much of what takes place in the creation of rules is "non-decision making". (William Chambliss).

এ্যালবার্ট কোহেনের মতে "ভ্রষ্টাচার" সর্বক্ষেত্রে অতি গর্হিত বা দণ্ডার্হ একথা ঠিক নয়। ক্ষেত্রবিশেষে 'লভ্রষ্টাচার'', সমাজের স্বার্থে, অপরাধ না হতেও পারে। যেমন ঃ দেহোপজীবিকা, অধিকার লঙ্ঘন করে পলায়ন, বৃহত্তর স্বার্থে বিধিভঙ্গ, আমরণ অনশনের মাধ্যমে গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

কেন, কিছু লোক (ব্যক্তি) ভ্রষ্টাচারী হয়ে পড়ে বা অধিকাংশ ব্যক্তি হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক মার্টন বলেছেন ঃ

"The social and cultural structure generates pressure for socially deviant behaviour upon people variously located in that structure."

যেমন ঃ

১। সুযোগ পেলেই সবাই করে, আমিও করেছি।

২। চাকরি পাবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পাইনি। যারা খরচ করেছে তারা পেয়েছে। তাই আমিও করেছি এবং পেয়েছি। আমি কাবুর কোনো ক্ষতি করিনি।

৩। কারখানায় কাজ পাবার জন্যে পরিচয় গোপন করেছিলাম।

৪। স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করতে করতে হাল ছেড়ে দিয়ে পরাশ্রয়ী হয়ে গেছি। এখন আর লোকলজ্জা নেই।

৫। আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত মৃত প্রায় সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে না।

সমাজের দাবি যখন ব্যক্তিবিশেষের দাবিকে উপযুক্ত মর্যাদা না দিয়ে, সমাজের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করে সেই সঙ্গিন মুহূর্তে অনেক ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ হয়ে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে "ভ্রষ্টাচারী" হয়ে যায় অথবা ফৌজদারী বিধির অবমাননা করে দণ্ডার্হ হয়ে ওঠে। এরা সমাজ সৃষ্ট, এখানে বিপথগামিতা সহজাত নয়, সম্পূর্ণভাবে তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

একটি বিপথগামী ব্যক্তি সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্যুত অপর একটি অথবা একাধিক সম-বিচ্যুত ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হলে একটি 'দল' বা (গ্রুপ) গঠিত হয়। সমাজ জীবনের ঘটনার আবর্ত এইরকম ছোটো ছোটো "দল" গঠন করতে পারে। এই দলগুলি দীর্ঘস্থায়ী হলে গোষ্ঠীবধ্ব হয়। এই সব গোষ্ঠী একটি সুবিধাজনক বাসস্থানে (বসতি) বংশ পরম্পরায় বাস করতে থাকলে গোষ্ঠীর অনুকূল গোষ্ঠী-সংস্কৃতি (উপ বা অপ সংস্কৃতি) সৃষ্টি করে—যা সমাজের মধ্যে সমাজ-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গোষ্ঠী-বিশেষের স্বার্থ রক্ষা করে, অস্তিত্বকে সজীব রাখে।
* এই বিষয়ে অধ্যাপক সাদার্নল্যাণ্ডের "Dys-social" শিরোণামা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে।

৯.২ সমাজতাত্ত্বিক মতবাদে বর্ণিত ব্যতিক্রমী দণ্ডনীয় আচরণ (Sociological views with remedial mensures to control juvenile delinquency and youth unrest)

অধ্যাপক সেলিম শা'র মতে শৈশব থেকেই কিছু "বুধ্বিমান" বা "বুধ্বিমত্তা" এবং আপাতদৃষ্টিতে ধীর-স্থির ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় স্তর থেকেই একান্ত গোপনে বা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে "অন্যের পক্ষে ক্ষতিকারক" বা

*Subcultural theories argue that certain groups develop distinctive norms and values which deviate from the main stream culture of society. Often structural and subcultural explanations are combined as Albert Cohen's analysis of delinquency. The delinquent subculture not only rejects the mainstream culture, it reverses it, turns its norms upside down. Thus a high value is placed on activities such as stealing, vandulism, and trauancy which are condemned in the wider society. (Haralambos).

''মারাত্মক'' কাজ করার প্রবণতা দেখা যায়। অনেক সময় অভিভাবকরাও এদের নানা কারণে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, সমবয়সিরা এদের ভয় পায় এবং প্রতিবেশীরা এদের এড়িয়ে চলে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা করবার জন্য, বিভিন্ন অজুহাতের আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই প্রকৃতির ছেলেমেয়ে অপরকে বিপদগ্রস্ত করে, আহত করে, অপবাদমূলক কাজের সঙ্গে লিপ্ত করে আনন্দ পায়। অধ্যাপক শা'র ''বিপদজনক চরিত্র'' তত্ত্ব অনুযায়ী এই সব ছেলেমেয়েরা নিজেদের বাঁচিয়ে কুকর্ম করতে করতে জীবনের কোন না কোন সময়ে ''অইনত দণ্ডনীয় বিপজ্জনক চরিত্র হিসাবে ধরা পড়ে। বিচারাধীন থাকার সময়ে আদালত এদের জামিনের আবেদন গ্রাহ্য করে না। এরা শাস্তি পায়। এদের অনুশোচনা আসে না, এরা অনুতপ্ত হয় না। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হলে এরা সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশ করে এবত ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করে।

"Dangerousness refers to a propensity to engage in dangerous behaviour— may be a violent behaviour or hostility, and any undesirable radical views and attitudes which fall on the extreme engative end of a deviance scale." (Shah).

বিপদজনক আচরণ অনেক ক্ষেত্রে দণ্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধমূলক আচরণ না হতেও পারে। এক্ষেত্রে আচরণটি কোনো সমাজ বা সংস্কৃতির প্রচলিত রীতিনীতি বিরুধ হতে পারে। দার্শোউইচের মতে, প্রত্যেক সভ্য সমাজের এমন কিছু স্বীকৃত প্রশাসনিক পন্থতি থাকা (বয়স নির্বিশেষে) উচিত যার সাহায্যে ''বিপদ্জনক আচরণ'' যারা করে তাদের চিহ্নিত করে সংশোধনাগারে আটক রাখা যায়। তিনি মনে করেন যে ফৌজদারি বিচা পন্থতিতে দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি যত জটিল হবে ততই বুধিমান, কুচক্রী ''বিপদ্জনক' ব্যক্তিরা বিচারালয়কে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের বা দলভুক্ত কিশোর-কিশোরীদের মুক্ত করে আনতে পারবে।

নাবালক ও নাবালিকাদের উৎশৃঙ্খলতা অথবা গর্হিত আচরণের প্রতিকার বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের আচরণগুলি তাদের (বয়সের পক্ষে) ক্ষেত্রে অননুমোদিত। এই প্রসঙ্গে সিলবারস্যান বলেছেন ঃ

"Juvenile Court Judges are the prisoners of their hetoric. In their desire to help troubled youngesters they spend bulk of their time on juveniles charged with offenses that would not be crimes at all if committed by adults. Offences such as incorrigibility, ungovernability, truancy, and other condemnable behaviours are 'violation' of teenagers' norm' while those behaviours do not involve any direct threat to public safety. Thiese "status offences" (because the behaviour is forbidden for the minor children) account for as much as 70% of the juvenile court cases. In juvie court, unlike criminal court, sentences really are arbitrary and capricious."

এই প্রসঙ্গে ভারতের জুভেনাইল জাস্টিস এ্যাক্ট ১৯৮৬-এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ঃ

''ওদের আচরণ সংস্কার করা, ওদের অধঃপতন রোধ করা, ওদের আবার সুন্দর করে তোলা, এদের সার্থক নাগরিকে রূপান্তরিত করা।''

পরিবার পরিবেশে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, অথবা দৈনন্দিন সমাজ জীবনে, কিংবা আইন-কানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাবালক-নাবালিকাদের সহবত ও সমাজানুগ আচরণ শিখনের পন্থতি নিষ্ঠুরতা এবং দৈহিক নির্যাতন বর্জিত হওয়া নীতি নির্ধারিত এবং বিধিসম্মত। এ বিষয়ে সমাজের এবং প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্তৃপক্ষকে সচেতন থাকতে হবে (বিশেষত উম্বত, অসংযত, সংস্কার বিরোধী, স্বেচ্ছাচারী এবং হঠকারী নাবালক-নাবালিকাদের আচরণ সংস্কারের ক্ষেত্রে।)

গর্হিত কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত, বিপথগামী ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক সমাজ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে যে সব বিশেষজ্ঞরা কল্যাণ-ধর্মী প্রশিক্ষণসূচি পরিচালনা করেন তাঁদের মতে পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উক্ত চরিত্রের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সময়ে মনে রাখতে হবে ঃ

(১) ওরা বাল্যকাল থেকেই প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশে প্রয়োজনীয় আদরযত্ন এবং নির্মম তত্ত্বাবধানায় লালিত পালিত হয়েছে।

(২) অথবা, ওদের পরিবারের প্রত্যেকে সর্বদা এতই কর্মব্যস্ত যে ওদের 'দেখভাল' করার সময় পান না। ওরা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও অনুশাসিত হয়নি—আগাছার মতো বেড়ে উঠেছে।

(৩) কিংবা বাল্যকাল থেকে ওরা লালিত-পালিত হওয়ার পরিবর্তে সম্প্রসারিত পরিবারে অন্নদাস হিসাবে থেকে, কৈশোরে কুসঙ্গের প্রভাব বিপথগামী হয়েছে।

(৪) অথবা, পারিবারিক দুর্যোগের ফলে নিরাশ্রয় হয়ে, প্রতিবেশীদের বিদ্রূপ, বঞ্চনা এবং তাচ্ছিল্যের স্মৃতির দংশনে পীড়িত বালকের প্রতিশোধ পরায়ণ মানসিকাতা কৈশোরে প্রকাশ পেয়েছে।

(৫) সামাজিক দায়বধতার বোধহীনতার সঙ্গে, উপরে উক্ত চারটি কারণের যে কোনো একটির উত্তেজক প্রভাব।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বিপথগামীদের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি ঃ যথার্থ প্রযুক্তিমূল্য বর্জিত হলে অভীষ্ট লাভ সম্ভভ হতে পারে না। অর্থাৎ প্রতিকারের সদিচ্ছা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় গবেষকের মন্তব্য উধৃত করছি ঃ

"......Children and adolescent of present decade badly need a meaningful ideology to follow, an assured path for focial accomplishment to follow, and a dispute-free standard of life to rely on and conform with for proving their social worth and competence; and without that the juvenile justice administration will fail to reduce its load.

"......We are to learn about the analytical picture of social process, interactions on specific dystems, and the dynamics of community intervention programme.

Educational institution has an important role to play to save them from a downward career. "Remaining insincere to their cause (well-being) one cannot expect that coded justice will turn wayward children into law-abiding citizen." (Deb, 1991).

তরুণদের বিধি-বিধান প্রতিবাদী আচরণ ঃ

(ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র বিক্ষোভ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনকে ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান বলা হয়—বিশেষত যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী দেশের তরুণ বা যুব সম্প্রদায়ের একাংশ। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, গণতান্ত্রিক ভারতের শিক্ষায়তন পরিচালনার সূচনা পর্বে, দেশের সর্বত্র ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তিত করে তুলেছিল। সেই সময়ে উপাচার্যদের সর্বভারতীয় আলোচনা চক্রে, অধ্যাপক মাথুর তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন ঃ

"The student movements in the India started with the defying of the authority of foreign rulers. Now the country had a democratic government. Unfortunately. the student

community failed to appriciate the difference between an autoratic government and a democratic government. The result was continued in showing lack of respect to the established authority."

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ এবং প্রতিকারের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কখনো কখনো প্রশাসনিক উন্নাসিকতা ছাত্র-আন্দোলনকে ছাত্র-বিক্ষোভে পরিণত করে। দীর্ঘস্থায়ী ছাত্র বিক্ষোভ শিক্ষণকেন্দ্রের স্বাভাবিক কার্য পদ্ধতি এবং কার্যক্রমকে বিপর্যস্ত করে। ভারতের জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি সফল আন্দোলনে, ছাত্র-আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে কর্মনিষ্ঠ এবং ছাত্র কল্যাণকামী এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে আগ্রহী রাখতে গেলে ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। যে সব প্রশাসকের উন্নাসিকতা এবং অপরিণামদর্শিতার ফলে ছাত্র আন্দোলন ছাত্র বিক্ষোভে পরিণত হয় তাদের প্রশাসনের দায়িত্বভার থেকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত সর্বজনগ্রাহ্য।

সামাজিক অনুশাসনে গড়া সমাজ জীবন, শৃঙ্খলার বন্ধনে ঘেরা ছন্দোবদ্ধ সমাজ জীবনে, সমধর্মী চিন্তা, মূল্যবোধ এবং আনুগত্যের দাবিতে ভরা সমাজ জীবন—সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ গঠন করে। ছন্দছাড়া সমাজ জীবন উৎশৃঙ্খলতার জোয়ারে বুনিয়াদকে অসংবদ্ধ করে—সামাজিক প্রক্রিয়াগুলিকে অকেজো করে দেয়। তাই ছন্দছাড়া সমাজ জীবন আমাদের াছে অনভিপ্রেত। তবুও অনেকের মতে ছন্দছাড়া সমাজ জীবন গতানুগতিক সমাজ জীবনে বৈচিত্র্য আনে, পরিবর্তন আনে—নতুন সমাজ চিন্তার সন্ধান দেয়।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গিয়ে, এমিল দুর্কহাইম সিদ্ধান্তে আসেন যে, "মানবতা বিরোধী অথবা প্রশাসনিক উন্নাসিকতা বিদ্রোহী আচরণ বা বিধি-বিরোধিতা স্বাভাবিক সমাজ জীবনের একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। কোনো কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, সুস্থ সমাজ জীবনের, এটি একটি সুপ্ত ব্যক্তিগত চিন্তা-জগতের ধারক এবং বাহক। ফ্রয়েডীয় চিন্তা ধারায় এঁদের জীবন-দর্শন জনসাধারণকে মানপ্রেমী সমাজ সংগঠনের শিক্ষা— যেখানে অপ্রয়োজনীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ ক্রম বিবর্তনের প্রভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

"It is inevitable because not every member of society can be equally committed to the collective sentiments, the shoeved values and moral beliefs of society. Since individuals are exposed to different influences and cricumstances; it is impossible for all to be alike therefore, not everybody shares the same restraints about breaking the law." (Durkhaim).

সমাজ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার পরিণতি এক অথবা একাধিক ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করলে সে বা তারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণগুলির বিরোধিতা করে। বিরোধিতার মাত্র যখন সমাজ প্রশাসনের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন প্রশাসনযন্ত্র তাদের চিহ্নিত করে। যারা চিহ্নিত হয়, তারাই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী (আইনত) এবং সমাজ তাদের বিরুদ্ধাচারণ-মুক্ত করবার জন্য শাস্তির মাধ্যমে আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। এই উদ্যোগের সাফল্যের উপর বিপথগামীদের সামাজিক জীবনে পুনর্বাসন নির্ভর করে। দণ্ডভোগ শেষ হলে যদি বিপথগামী ব্যক্তি সমাজের আস্থাভাজন হয় এবং (অপরদিকে) সমাজ যদি পুনর্বাসিত ব্যক্তি বা দলের কাছে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে তবেই বিপথগামী ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস পায়। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন হাইওয়ার্ড বেকার এবং এডুইন লেমার্ট। এখানে " সোশাইটাল রিঅ্যাকসন" শব্দ দুটির মাধ্যমে ওঁরা সমগ্র বিষয়টিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

স্বাধীনতার পূর্বে এর পরে আমাদের দেশের বিভিন্ন ছাত্র বিক্ষোভ বা ছাত্র আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকের রাজনীতির জ্ঞান বা চেতনা অপরিণত ছিল। কিন্তু যাদের মধ্যে পরিণত ছিল বা ক্রমশ পরিণত হয়েছিল তাদের কারামুক্তির পরে তারা স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও দায়বদ্ধ সমাজ সেবার কাজে নেতা হিসাবে দেশবাসীর স্বীকৃতি পেয়েছে। জীবনের একটি পর্যায়ে তাঁরা রাজদ্রোহী হয়েছিল কিন্তু কখনো দেশদ্রোহী হয়নি। স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের যুদ্ধে তারা একনিষ্ঠ সৈনিক ছিল, তারা তাদের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল কিন্তু রাজতন্ত্রের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি। মুষ্ঠিমেয় হলেও, তাদের পরিবর্তিত মানসিকতা অধুনা ভারতের সমাজ ব্যবস্থা ও প্রশাসনকে প্রগতিশীল রেখেছে।

৯.৩ প্রশ্নাবলি

১। ব্যতিক্রমী আচরণ বলতে কী বোঝো? কিশোর-কিশোরি ব্যতিক্রমী আচরণ করে কেন? কীভাবে এই আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?

২। প্রতিবাদী আচরণ বলতে কী বোঝো? ছাত্র-বিক্ষোভের সঙ্গে এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

৩। রাজদ্রোহ এবং দেশদ্রোহের মধ্যে পার্থক্য কী? ছাত্র আন্দোলনের নেতারা কী দেশদ্রোহী হিসাবে দণ্ডিত হয়? এই সম্পর্কে তোমার মতামত লেখো।

৪। বিদ্যালয়ের পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের ব্যতিক্রমী আচরণগুলিকে "অপরাধ" বলা গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনে যুক্তিযুক্ত নয়—এই বিষয়ে তোমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করো।

৫। টীকা লেখো ঃ

(ক) দুর্কহাইমের মতে প্রতিবাদী আচরণ।

(খ) মনোবিজ্ঞানের যুক্তিতে ব্যতিক্রমী আচরণের কারণ।

একক ১০ ☐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একটি সামাজিক অণুপ্রণালী (Educational Institution as Social Microsystem)

গঠন

১০.০ সূচনা (Introduction)

১০.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—মিথস্ক্রিয়াবদ্ধ, অখণ্ড সমাজ জীবনের একটি অণু-প্রণালী (Educational Institution as a social micro-system—intra-and inter-institutional interaction system)

১০.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল এবং তাদের নির্ধারক সমুহ; শিক্ষার উপর তাহাদের প্রভাব (Institutional climate for Education–its meaning, determinants and impact on Education)

১০.৩ "নেতৃত্ব"—স্বরূপ, প্রকারভেদ এবং চাল-চলন বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব (Leadership—concept, types and styles, Leadership in Educational Institution)

১০.৪ প্রশ্নাবলি

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ সূচনা (Introduction)

"A social system is a network of social interaction of its subsystems. or more strictly a system of the actions of individuals organized to carry out one or more essential tasks of society." "The principal units of the systems are roles and constellations of roles". School system, operates by its subsystems. (Havighurst and Neugarten; Parsons and Shils)

সমাজ নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য প্রতিটি নাগরিককে সমাজের প্রয়োজনে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা এবং তার মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ (ব্যক্তিভেদে) সম্ভব করা। সমাজ উক্ত প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতি প্রজন্মের নাগরিকদের পরিচালিত করার দায়িত্ব বিভিন্ন পর্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ন্যস্ত করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়ে (অন্যতম সমাজ প্রণালী রূপে) সমাজের শিক্ষা প্রণালী রূপায়িত হয়েছে। কোনো একটি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একই চরিত্রবিশিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত শ্রেণিগুলি একটি সোপানে নিবদ্ধ। এই পর্যায়ভুক্ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরস্পরাবদ্ধ কার্যক্রম এবং গতিপথকে সমগ্র শিক্ষা প্রণালীর উপ প্রণালী হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমনঃ প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা যথাক্রমে তিন প্রকার চরিত্রবিশিষ্ট (উপকরণে, শিক্ষাসূচি নির্ধারণে, শিক্ষকের যোগ্যতা নিরূপণে এবং শিক্ষা পরিবেশ গঠনে) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে তিনটি উপপ্রণালী রূপায়িত করেছে। দশম পরিচ্ছেদে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১০.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—মিথস্ক্রিয়াবন্ধ, অখণ্ড সমাজ জীবনের একটি অণু-প্রণালী (Educational Institution as a social micro-system—intra-and inter-institutional interaction system)

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা-প্রশাসক, শিক্ষক প্রতিনিধি এবং সমাজের বিশিষ্ট জন-প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিশনগুলির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দেশের সর্বত্র প্রযোজ্য একটি জাতীয় শিক্ষা নীতি সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সালে অনুমোদিত এবং প্রযুক্ত হয়। প্রসঙ্গক্রমে, নিম্নে কয়েকটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি ঃ

"The elementary education is the base of the system of educaton. If this level is well organized it has a far reaching influence on the upper levels of the system. The quality and size of this level substantially affects the secondary, higher secondary and the University education." (Shah and Shah 1998).

"The Indian system of secondary education is entirely subservient to university education." (Mudalior Education commission, 1952-1953).

"In the changing perspective the role of higher education is to aim at cultivating the students for a 'conduct of life' and impart them specialized expert training. The Universities in the country have their source of poere and functions from various acts of central and state legislatures." (Loomis, 1960).

"..........Education today occupy a significant place in our national strategy which is directed towards the achievement of a democratic society which in its structure would be scientific, industrial-technological, but held up by the unit of linguistic regional substructure. They are structure units namely the states are required to identify themselves with the all India Societal structure of norms, values and goals." (Chitnis, Suma. 1974).

"the teacher's principal roles can be listed briefly as follows (Shah and Shah, 1978).

(i) The teachers as an academic specialist;

(ii) The teacher as a Methodologist;

(iii) The teacher as a character-trainer;

(iv) The teacher as a Member of a School staff; and

(v) The teacher as a Member of society.

"The pupils will react to him, as they will to all authority figures, in different ways, but while they are in his care it is his duty to be the moralist and the finer arbiter of the rules." (ibid).

ভারত সরকারের ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত 'রেফারেন্স ম্যানুয়াল (১৯৯৩) পৃঃ ৮ অনুযায়ী উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাক্ষরতা অভিযানের প্রভাবে দেশে বয়স্ক পুরুষদের সাক্ষরতার হার ৬৪.১৩% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার (গত ১৯৯১ আদমসুমারির ভিত্তিতে) ৩৯.২৯% সীমায় পৌঁছেচে। নগরাঞ্চলে সাক্ষরতার

হার পুরুষদের ৬৫.৮% এবং মহিলাদের ৪৭.৮% এবং গ্রামাঞ্চলে উক্ত হার যথাক্রমে ৪০.৮% এবং ২৮%। একবিংশ শতাব্দিতে এই অগ্রগতি অব্যাহত আছে। অগ্রগতির সঠিক পরিমাণ ২০০১ সালের আদমসুমারির ফল প্রচারিত হলে জানা সম্ভব হবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় শিক্ষা প্রণালীর পরিধিতে নয়টি 'পিছিয়ে পড়া' প্রদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার পর (প্রাতিষ্ঠানিক পধ্বতি বহির্ভূত সুপরিকল্পিত ও উন্নত পধ্বতির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান করার জন্য) কিঞ্চিদবধিক ৬৮০০০ শিক্ষাকেন্দ্রের কর্মসূচির মাধ্যমে ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার শিক্ষার্থীকে আধুনিক সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয়তাগুলি উপলব্ধি করানো হয়েছিল। এই পরিকল্পনার শেষে দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ নাগরিক সাক্ষর হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

এই উদ্যোগে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সমাজের মূলস্রোতের জন্য স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ করতে পারেনি, তারা মূলস্রোতের আসবার সুযোগ পেয়েছিল।

১০.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল এবং তাদের নির্ধারক সমূহ; শিক্ষার উপর তাদের প্রভাব (Institutional climate for Education–its meaning, determinants and impact on Education)

অধুনা সমাজ জীবনের প্রয়োজনের ভিত্তিতে যুগোপযোগী আধুনিকীকরণের শিক্ষা প্রণালীর গতিপথ, বিভিন্ন উপ-প্রণালীর বা অণু-প্রণালী অবলম্বনে বহুমুখী হয়ে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিধি বিস্তৃত করেছে। বহু প্রচলিত কলা বিদ্যা, বিজ্ঞান বিদ্যা, বাণিজ্যিক বিদ্যায় পঠন পাঠন, গবেষণা ইত্যাদির সঙ্গে চিকিৎসা বিদ্যা, ভেষজ বিদ্যা, ঔষধ প্রস্তুত বিদ্যা, কারিগরি বিদ্যা, আইন বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা, পশু চিকিৎসা বিদ্যা, পশুপালন ও পশুজাত খাদ্য সংরক্ষণ বিদ্যঅ, জৈব-প্রযুক্তি বিদ্যা, ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে। এইগুলির প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকের প্রশাখা প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পল্লবে পল্লবিত হয়েছে। এদের প্রয়োজন অনুযায়ী মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচির পরিবর্তন করা হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা পধ্বতির পরিবর্তনের ভিত্তিতে এবং বিশেষ কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে শারীর শিক্ষা, সমাজ সেবা শিক্ষা, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ শিক্ষা, ললিত কলা শিক্ষা, গৃহস্থালী বিজ্ঞান শিক্ষা, শ্রমিক কল্যাণ শিক্ষা, খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ ইত্যাদির পাঠসূচি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংযোজিত হয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক মণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষাস্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে—মানব সম্পদ মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং স্থানীয় সরকারি দপ্তরের সহযোগিতায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমণ্ডল ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল শিক্ষাদানের বিভিন্ন দিক, শিখন প্রক্রিয়ার মান এবং শিক্ষার্থীদের যেমন প্রভাবিত করে তেমনি প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং শিক্ষকদের মানসিক, উদ্যম এবং শিক্ষার্থীদের অনুশীলন স্পৃহা এবং স্বতঃস্ফূর্ত পঠনপাঠন বিদ্যায়তনের অনুকূল পরিমণ্ডল দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের স্বাচ্ছন্দ্য শিক্ষকদের কর্মসন্তুষ্টির এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহায়ক।

আদর্শ পরিবণ্ডল সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত প্রশাসক মণ্ডলী, শিক্ষক গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন কর্মীদের নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুশৃঙ্খল এবং ত্রুটিহীন হওয়া প্রয়োজনীয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতি

দায়বদ্ধতার মনোভাব, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা আদর্শের প্রতি আনুগত্য, এবং প্রত্যেকের ভূমিকা-নিষ্ঠ কর্তব্য পরায়ণতা ও দায়িত্বপালনের সমন্বিত প্রভাবে বিদ্যাঙ্গনে অনুকূল কর্ম-পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মুখ্য ভূমিকা না থাকলেও সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময়োচিত নেতৃত্বের ভূমিকাগুলিও অনুকূল কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। পরোক্ষভাবে, আধুনিক শিক্ষা জগতের চাহিদা অনুযায়ী, প্রাতিষ্ঠানিক ত্রি-স্তর শিক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কথোপকথনের ভাষা শুধু আঞ্চলিক হবে না কারণ শিক্ষার্থীদের জাতীয় ভাষা এবং একটি আন্তর্জাতিক ভাষা, ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কারণে, রপ্ত করা সমীচীন। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্চ মানসম্পন্ন সেখানের শিক্ষার্থীরা তিনটি ভাষায় কথোপকথনে দক্ষ। প্রসঙ্গক্রমে, দুটি বিবৃতি স্মরণীয় ঃ

১। Roles of above important organs (elements of school organizations system) are not separated and isolated from one another. Through social interactins each role is moulded by the expectations of one another. To mould students behaviour the principal expects from the management board and teachers expect from the principal some autonomy in their behaviour—for maintaining healthy interpersonal relationships. It helps to maintain a desirable group morale. Out of these social interactions emerges the work climate of the institution–ultimately school's scademic, effectiveness, its innovations as well as students educational achievements. A few Indin studies have substantiated the above facts. (Sharama, Pillai, Shelat).

২। The medium of instruction in India also becomes either a source of mobility or a limitation. If a teacher is educated in regional language his mobility gets restricted to only one state. If he knows Hindi very well or Tamil very well, his horizontal mobility gets wider opportunity. Moreover, if he knows english very well (read, write and speak) he will eb able to more horizontally as well as vertically; he may avail of opportunity to join a position with high status and pay, (ibid).

শিক্ষার সোপান ঃ

গৃহ-পরিবেশে সামাজিকীকরণে পর প্রথামত শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। এর প্রথম, সোপান হিসাবে সাতটি বছর কাটে নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের পড়াশুনায়। (প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত)। দ্বিতীয় সোপান হিসাবে তিনটি বছর কাটে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী হিসাবে (অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত)। এর পর তৃতীয় সোপান হিসাবে দুটি বছর কাটে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পঠনপাঠনে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত)। সফল শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়ে তিনটি বছর (প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষ) উচ্চ শিক্ষার অবাধ সুযোগ গ্রহণের উপযুক্ততা অর্জন করে (স্নাতক স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করে। এখানে উপযুক্ততা অর্থে অন্তত ৬০%—৬৫% নম্বর অর্জন করা।

প্রসঙ্গক্রমে, মনে রাখতে হবে যে কর্মজীবনে উন্নতির প্রয়োজনে প্রতিযোগিতার মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। যেমন ঃ

১। উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশের হার ক্রমশই বাড়ছে। ২০০৩এ শতাংশের হিসাব মাধ্যমিকের চেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে বেশি ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। একটি কলেজ থেকে ২২০০ ছাত্রছাত্রী পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেওয়ার নজির সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

২। কোনো একটি স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিভাষার অভাবে হতাশ না-হয়ে "নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং", "ইলেকট্রনিকস্ এবং টেলিকমুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং" ইত্যাদির পাঠ্যক্রম পড়ানো হচ্ছে। ওয়েব সাইট, ই-মেল

ইত্যাদির সাহায্যে সংবাদ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে ইংরাজি বর্ণমালা (অন্তত) শিক্ষা করা এখনো পর্যন্ত অপরিহার্য। ব্যাচেলর অথবা মাস্টারস ইন বিজ্‌নেস এ্যাডমিনস্‌ট্রেশন কোর্সগুলিতে ইংরাজি ভাষা ব্যতীত কিছু জানা বা শেখা যায় না যদিও কার্যক্ষেত্রে উক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা উচ্চশিক্ষাহীন এবং ইংরাজি ভাষায় অপটু শ্রমিক ও কর্মচারীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বহুলাংশে প্রযুক্ত করতে হয়।

৩। সময়মত জ্ঞানলাভ বা শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েও এখনো যাদের শিক্ষালাভের আগ্রহে ভাঁটা পড়েনি তাদের জন্য দূরশিক্ষা পাঠক্রম ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি স্থানীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দূরশিক্ষা পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে নৃত্যকলা, সমাজসেবা, এবং সংস্কৃত ভাষার স্নাতোকোত্তর পাঠ্যক্রমের সূচনা করেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—

অখণ্ড সমাজ জীবন প্রণালীর একটি উপ-প্রণালী ঃ—

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় যে "ক্ষুদ্র সমাজ-পরিবেশ" গড়ে উঠে সেখানে নানা ধর্ম, নানা সমাজ শ্রেণি, নানা আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন, নানা পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ছাত্র (অথবা ছাত্রছাত্রীর) সহাবস্থানের সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ এবং সংঘবদ্ধ জীবনের সহবৎ শিক্ষার উদ্যোগ এবং আগ্রহ না-থাকলে এই ছাত্র সমাবেশ অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের উদ্‌বেগের কারণ হয়ে ওঠে। উপযুক্ত ও কৃতী শিক্ষকদের নায়কত্বে, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে পালিত এই ছাত্র সমাজ ভবিষ্যতে দেশের সম্পদে পরিণত হয়। এখানে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত আচরণ শিক্ষার বহুমুখী পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কার্যকরী করা দায়িত্ব প্রধানত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত থাকে। গণতান্ত্রিক আদর্শনিষ্ঠ রাষ্ট্রের সমাজজীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা সংবিধান অনুযায়ী অপরিসীম।

অনুমোদিত সংগঠন হিসাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের শিক্ষণ প্রণালীকে লক্ষ্যাভিমুখী এবং চলমান রাখবার জন্য নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করে থাকে ঃ

প্রত্যক্ষভাবে পালিত দায়িত্ব ঃ

(১) শিক্ষার্থীদের, আচরণ সমাজানুগ ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত করা।

(২) শিক্ষার্থীদের, যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রেণি নির্বাচন এবং উপস্থাপন।

(৩) শিক্ষার্থীদের, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন।

(৪) শিক্ষার্থীদের, সংবিধান-অনুগামী ব্যক্তিত্ব গঠন।

(৫) শিক্ষার্থীদের, সামাজিক শ্রেণিভেদে বিচলনের সুযোগসুবিধা দান।

(৬) শিক্ষার্থীদের, উন্নয়ন ও সৃজনমূলক কার্যে উৎসাহ দান।

(৭) শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন।

পরোক্ষভাবে পালিত দায়িত্ব ঃ

১। প্রাক্‌ প্রাথমিক স্তরে "নার্সারি" এবং "কিন্ডার গার্টেন" পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা প্রবর্তন। বিনা বেতনে এই শিক্ষা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমাজ-শ্রেণি নির্বিশেষে শিখন পদ্ধতিকে চিত্তাকর্ষক করা এবং সামাজিকীকরণ পদ্ধতির মধ্যে বৈষম্য দূর করা। বর্তমানে এই পদ্ধতির প্রচলন, আঞ্চলিক প্রভাব নির্বিশেষে সমাদৃত হয়েছে।

২। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের একাংশ বেকার অবস্থার সঙ্গিন মুহূর্তে তাদের "বৃত্তি-শিক্ষার বা সমাজ-কল্যাণের কার্যে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার কয়েকটি সরকারি প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের হতাশা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করছে। তাছাড়া, স্বল্প-শিক্ষিত উদ্যোগী মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য অথবা শিক্ষিত প্রতিবন্ধীদের কর্মশিক্ষা প্রকল্পগুলি শিক্ষা-প্রণালী-র অণু-প্রণালী হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

৩। সমাজজীবনের মান-উন্নয়নের জন্য যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষালাভকে উপার্জনশীলতা অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব শিক্ষানীতি হিসাবে সমর্থিত হয়েছে।

In one of the meetings of vice-chancellors of Indian universities held in April 1985 to consider the question of delinking degrees from occupations, it was unanimously accepted that Indian universities perform an important function of keeping youth busy in studies and of preventing them from entering the labour market for a few years; thus if degrees are delinked from occupations, the labour market will be overflooded with employment seekers and, therefore, it is not advisable to delink degree's from occupation for the present (ibid).

অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একই পোশাকে সজ্জিত হয়, একই প্রার্থনা সংগীত গেয়ে দৈনন্দিন কর্মসূচি শুরু করে, সমবেত প্রচেষ্টায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, সমাজসেবা প্রকল্পের উদ্যোগী হয়, বাৎসরিক সম্মেলন, দেশ পরিভ্রমণ, আন্ত-প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। যে সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের এই দরনের সুযোগসুবিধা করে দেওয়া সম্ভব হয় না সেখানকার শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনের উপযোগী দক্ষতাগুলির সুষম বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা বিলম্বিত হয়। ফলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমন্বিত "ক্ষুদ্র সমাজ পরিবেশ" গড়ে তোলার উদ্দেশ্য উপেক্ষিত হয়ে থাকে। এর জন্য প্রতিষ্ঠানের এবং অভিভাবকদের আর্থিক অসঙ্গতি, কূপমণ্ডুকতা, অনীহা অথবা দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী—তার উত্তর এখনো গবেষণার বিষয় বস্তু। এই প্রসঙ্গে, প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক অবস্থানের ভূমিকা বহুলাংশে দায়ী বলে মনে করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের উপর দেওয়া থাকও পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যগুলির প্রত্যেকটি তাদের কাছে সমান গুরুত্ব সাধারণত পায় না। সুতরাং নীতি নিরূপণের সময়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই তারতম্যগুলির প্রভাব প্রতিফলিত হয়। যেমন ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অধ্যক্ষের স্বাধীনতা, শিক্ষকদের ভূমিকাও মতামতের গুরুত্ব, শিক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দের সিধান্ত, শিক্ষার্থীদের মুল্যায়নের বিষয়ে চূড়ান্ত সিধান্ত, পাঠ্যক্রম সমতুল বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের সুযোগসুবিধার এবং পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ, ইত্যাদি।

উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে অধ্যক্ষের, শিক্ষকদের এবং শিক্ষার্থী মতবিরোধই প্রতিষ্ঠানের সংহতিকে বিনষ্ট করে এবং প্রতিবাদীদের অসন্তোষের মাত্রা বৃধি করে।

অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার জন্য সিংহভাগ ব্যয়ভার সরকার বহন করে থাকে, অল্পাংশ শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত বেতন ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত হয় এবং বাকি প্রায় এক-চতুর্থাংশ ব্যয় প্রতিষ্ঠানকে সংগ্রহ করতে হয় বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছ থেকে। এই কারণে পরিচালকমণ্ডলীর সিধান্তগুলি প্রাধান্য পাওয়ার সুযোগ পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (উপ-প্রণালীর)

আভ্যন্তরীণ অণু-প্রণালীগুলির মিথস্ক্রিয়া ঃ

১। আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ঃ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমন্বিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে ওই পরিবেশে একটি 'সমাজ জীবন' সৃষ্ট হয়। এই সমাজ জীবনের প্রভাব উভয়ের বৃহত্তর পরিধির সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। সাধারণত, (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিদ্যঅলয়গুলিতে লক্ষণীয় মাত্রায় উক্ত প্রভাব কার্যকরী থাকে। কারণ, এই স্তরগুলিতে শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রেই অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় এবং নাবালক শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে তাদের পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন বাধানিষেধজনিত অসুবিধাগুলি সম্পর্কে সদুপদেশ পেয়ে থাকে। স্নাতক বা স্নাতোকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের "সমাজ জীবনে" ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে উক্ত "পারস্পরিক নির্ভরতা"-র প্রভাবটি থাকে না বললেই চলে। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী-পাঠে জানা যায় যে বিদ্যঅলয় জীবনে তাদের মনে "আদর্শ চরিত্রের" ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুকরণীয় চরিত্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সেই প্রতিচ্ছবি উত্তর জীবনে ছাত্রছাত্রীদের "বিবেকের" গঠনে প্রতিফলিত হয়। তা ছাড়া উত্তর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আজীবন বন্ধুদের সন্ধান তাঁরা বিদ্যালয়ের সমাজজীবনেই পেয়েছিলেন। সাবালক শিক্ষার্থীদের অনেকেই স্নাতক অথবা স্নাতোকোত্তর শ্রেণির সহপাঠী/সহপাঠিনীদের মধ্যে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর সন্ধান পেয়ে থাকে।

পরিচালক গোষ্ঠী ঃ

২। বিদ্যালয়ের পরিসীমার মধ্যে যে ক্ষুদ্র সমাজ জীবন গড়ে ওঠে তার দায়দায়িত্ব কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তি গোষ্ঠীর উপর বর্তায়। এরা নীতি নির্ধারক এবং পঠনপাঠনের পধ্বতি ও প্রক্রিয়ার ধারক। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় জীবনের ভালোমন্দ, সুখদুঃখ, সাফল্য-অসাফল্য, স্মরণীয় মুহূর্তগুলির সঙ্গে উক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি গোষ্ঠীর পালনীয় ভূমিকাগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। বিদ্যঅলয়ের পরিসীমায় শিক্ষার্থীরা নাবালকের মর্যাদা পায় এবং শ্রধ্বেয় দায়িত্বশীল গোষ্ঠীর স্নেহ-ভালোভাসামিশ্রিত অনুশাসন মেনে চলে। এর ফাঁকে তারা সহপাঠিনীদের নিয়ে নিজেদের ভাগ্য সৃষ্টি করে—সম্ভবপর স্বাধীন জীবনের আশায়।

৩। **অধ্যক্ষ ঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে পরিচালিত করবার জন্য পরিচালক মণ্ডলী নীতি ও সঙ্গতি ও নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের মুখ্য ভূমিকা পরিচালকমণ্ডলীর সিধান্তগুলিকে পধ্বতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপায়িত করা। তিনি পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য (পদাধিকার বলে)। সকলের দৃষ্টিতে তিনি হবেন নৈর্ব্যক্তিক আচরণসম্পন্ন, নিয়মনিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ, শিক্ষাব্রতী এবং সুবিবেচক। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষকদের সংখ্যা এবং অন্যান্য কর্মীর সংখ্যার উপর তাঁর কাজের চাপ এবং পরিধি নির্ভর করে। সরকারি প্রশাসন এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সুসম্পর্ক রাখার দায়িত্ব ব্যক্তিদের তাঁর উপরে ন্যস্ত থাকে। তাঁর দায়দায়িত্বের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(১) পরামর্শদাতার ভূমিকা

(২) শিক্ষক গোষ্ঠী এবং পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যস্থতা করার ভূমিকা।

(৩) কর্মচারী গোষ্ঠীকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার ভূমিকা।

(৪) শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করার ভূমিকা।

(৫) অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সুসম্পর্ক বজায় রাখার ভূমিকা।

(৬) প্রতিষ্ঠানের সুনাম সংরক্ষণের ভূমিকা।

(৭) আদর্শ প্রতিষ্ঠান পরিচালকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করার ভূমিকা।

৪। **শিক্ষক মণ্ডলী ঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি শিক্ষার্থী নির্ভর হলেও সেই প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত করে শিক্ষক (মণ্ডলী)। শ্রেণিকক্ষের নায়ক বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত শিক্ষককেই বোঝায়। শিক্ষা পরিবেশে শিখনের প্রক্রিয়া সক্রিয় রাখার দায়িত্ব শিক্ষকের। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক সঙ্গতি নির্বিশেষে শিক্ষাদানের প্রতিভা, শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষকের অনন্য আসন প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষকের আচরণ, তার ব্যক্তিত্ব এবং চালচলন শিক্ষার্থীর কাছে আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হলে শিক্ষার্থী সেই শিক্ষককে অনুকরণ করে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা পর্ব থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী গুণান্বিত শিক্ষকের সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না। জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে অনেকে শিক্ষকতা করতে বাধ্য হয়েছিল। উপার্জন ক্ষমতার মানদণ্ডে শিক্ষক সব সময়েই পিছিয়ে থাকত। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রবর্তিত হওয়ার পরে এই উপজীবিকায় আর্থিক স্বচ্ছলতার ছোঁয়া লেগেছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রকৃত শিক্ষক সব সময়েই শ্রধা ও সম্মানের পাত্র ছিল (আর্থিক স্বচ্ছলতার নির্বিশেষে)।

৫। **প্রতিষ্ঠানের কর্মী গোষ্ঠী ঃ** প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কর্মসূচির সফল রূপায়ণ অ-শিক্ষক কর্মীগোষ্ঠীর কর্মনিষ্ঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্যের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের কৃতিত্বের কারণে এদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, শ্রেণি কক্ষ, নিত্য ব্যবহার্য আগারগুলি, উপকরণগুলি, উন্মুক্ত স্থানগুলির পরিচ্ছন্নতা এবং প্রক্রিয়াগত মান সংরক্ষিত হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের এবং শিক্ষকদের কর্ম জীবনের উপর এদের তৎপরতা এবং সহৃদয় আচরণের স্মৃতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবদের মনে অম্লান থাকে। কোনো সফল অধ্যক্ষ তাঁর কর্মজীবনের প্রতি পর্যায়ে এদের প্রীতিপুর্ণ সহযোগিতা এবং বিশ্বস্ততার কথা অস্বীকার করেন না।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা উপ-প্রণালী মধ্যে মিথস্ক্রিয়া (বৃহত্তর পরিধিতে) ঃ

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একক হিসাবে, নিজস্ব অণু-প্রণালীগুলির সন্নিবধ্ধ রূপায়ণ। যার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে। অর্থাৎ অংশগুলির ভূমিকা ও দায়িত্ব পূর্ব নির্দিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠান মাত্রেই এক ধরনের। উক্ত ভূমিকা পালনের সাফল্য বা অসাফল্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান যেমন নির্ধারণ করে, তেমনি আঞ্চলিক তথা সমগ্র দেশের শিক্ষাস্তরে প্রগতি বা অবনতিকে চিহ্নিত করে। উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনায় আমরা পাশচাত্যের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের সমকক্ষতা বিচার করি বা তাদের অনুকরণ বা অনুসরণ করবার চেষ্টা করি। এই সব ক্ষেত্রে একটা ভাবগত বা নীতিগত মিথস্ক্রিয়া হয়। প্রভাবী পরিণামে, আমরা দেশের কোনো বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশে বা পরিমণ্ডলে শিক্ষালাভ করার আগ্রহ পোষণ করি বা পাশচাত্যের বা দূর প্রাচ্যের শিক্ষার পীঠস্থানে উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্য সচেষ্ট হই। প্রাচ্য বিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্যে বিদেশি অধ্যাপক আমাদের দেশে আসেন। অনুরূপভাবে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার অনুশীলনে দেশীয় অধ্যাপক পাশচাত্যের জ্ঞানপীঠে প্রবাসী শিক্ষর্থী হয়ে শিক্ষ গ্রহণ করে। বিশ্বায়নের প্রভাব অধুনা সমাজ প্রণালীকে প্রভাবিত করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকীর্ণতামুক্ত করেছে।

সোপান-বাহী সুসংবধ্ধ উর্ধ্বচলন পাঠ্যক্রম অধুনা শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি সোপানের শিক্ষাস্তরে বহু (একক্) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলির আয়তন, শিক্ষা পধ্ধতি, শিক্ষা প্রক্রিয়া, পাঠ্যক্রম, উপকরণ, শিক্ষকের যোগ্যতা এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ একই সূত্রে গাঁথা। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনা ব্যবস্থাপনায় তারতম্য থাকলেও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যপথ এক—সংশ্লিষ্ট সোপান থেকে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী স্তরে উন্নীত করা অথবা সমগুরুত্বপূর্ণ প্রশাখা প্রণালীতে চালিত করা। সুতরাং সোপানভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে (স্তরভেদ) একটি আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র, শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য, অনস্বীকার্য।

প্রাথমিক শিক্ষান্তর থেকে পঠনপাঠন শুরু করে শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশাধিকার পায়। মাধ্যমিক স্তরে পঠন পাঠনে সফল শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং সেই সঙ্গে সে সমগুরুত্বপূর্ণ (প্রশাখা) শিক্ষা প্রণালীতে প্রবেশ করে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়— যদি তার অর্থ উপার্জন করার জরুরি-তাগিদ থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ শেষ হবার পর সে, 'লম্ব' পথে শিক্ষা সোপান আরোহণ করে স্নাতক এবং পরে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে গবেষণা/অধ্যাপনা/উচ্চপ্রশাসনিক কর্মে যোগদানের ইচ্ছায় যোগ্যতা নির্ণায়ক পাঠক্রম অনুসরণে পড়াশুনা করবার সুযোগ পায়। আবার শিক্ষা প্রণালীর আন্তর্জাতিক যোগসূত্র ধরে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দিতে পারে।

উচ্চশিক্ষার উপযুক্ততা অর্জন করে একজন সঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন সমগুরুত্বপূর্ণ (প্রশাখা) শিক্ষা স্তরে পেশাদারি শিক্ষার সুযোগ পায় এবং আন্তর্জাতিক যোগসূত্র ধরে বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হবার যোগ্যতা অর্জন করে। শিক্ষা গ্রহণের পর এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী উচ্চহারে অর্থোপার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে— স্বাধীন উপজীবিকা অবলম্বনে অথবা উচ্চপদস্থ প্রশাসক কর্মী হিসাবে। কারিগরি শিক্ষা, কম্পিউটার ব্যবহার শিক্ষা, বৈদ্যুতিন শিল্প শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক যাগসুত্রের অনায়াস লব্ধ সুযোগসুবিধা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দীর্ঘ দিনের বিরোধ মিটিয়ে সুসম্পর্কের ও সহ-অবস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র (জাতীয় স্তরে) ঃ

১। সরকারি এবং বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান কলেজ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে পাড়শুনোর সুবিধা।

২। সরকারি এবং বেসরকারি টেকনোলজি ইনিস্টিটিউটে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনোর সুবিধা।

৩। বায়োটেক্নোলজি, বায়োইনফরমেটিক্স এবং মাইক্রোবায়োলজি (একত্রে) উচ্চশিক্ষার সুবিধা।

৪। ফিল্ম এবং টেলিভিশন টেকনোলজি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, কম্পুটার বিজ্ঞান (তথ্য প্রযুক্তি) সম্পর্কে উচ্চ কারিগরি শিক্ষার সুবিধা।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র (আন্তর্জাতিক স্তরে)

১। রাশিয়ার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনোর যোগসূত্র।

২। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার যোগসূত্র।

৩। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লোকাল এক্স্যাম বোর্ডে পড়াশুনোর যোগসূত্র।

৪। কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অন্যান্য যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসূচিকে "সমমর্যাদা এবং মান" সম্পন্ন (ইকুইভ্যালেন্ট) মনে করে তাদের সঙ্গে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র সক্রিয় থাকে।

১০.৩ "নেতৃত্ব - স্বরূপ, প্রকারভেদ এবং চাল-চলন বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব (Leadership - Concept, types and styles, Leadership in Educational Institution)

সমাজ পরিবেশে ও পরিমণ্ডলে, প্রাথমিক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠী জীবনে দুটি প্রধান ভূমিকায় গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজন তাদের নিজ নিজ কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। একটি ভূমিকার শিরোণাম 'নেতৃত্ব করা বা দেওয়া" এবং

অপরটির শিরোণাম "অনুগমন করা বা আদেশ মতো চলা"। গোষ্ঠী জীবনে একসঙ্গে থাকা, চিন্তা করা এবং কাজ করার জন্য আমরা দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট একজন নেতার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে থাকি। সাধারণত, মানুষ স্বীয় গোষ্ঠীজীবনে নেতার ভূমিকায় থেকে গোষ্ঠীকে পরিচালনা করতে ভালোবাসে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে, অধুনা সমাজ জীবনে, কর্মক্ষেত্রে কতকগুলি পরিস্থিতিতে আমরা নেতৃত্ব দেবার জন্য উপযুক্ত লোকের সন্ধান করি। এক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়— তার অনুগামীদের স্বার্থে। এই প্রসঙ্গে, krech and crutchfield বলেছে ঃ "...........all leaders must partake to some degree of the functions of executive, planner, policy-maker, expert, external group representative, controler of internal relationships decision-maker of rewards and punishiments."

এখানে নেতা নিজে উপস্থিত থেকে, অনুগামীদের মাধ্যমে কাজটি করতে পারে অথবা উপযুক্ত লোকের ওপর নেতৃত্বের ভার দিতে পারে। নেতৃত্ব দেওয়া''র বিষয়টি একসঙ্গে তিনটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় ঃ

(১) ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলিগুণ সমন্বিত আছে।

(২) ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

(৩) ব্যক্তির কর্ম-পরিচালনার সঙ্গে জড়িত আচরণগুলি বিশেষভাবে বিন্যস্ত।

সাধারণত এই ধরনের নেতৃত্বদানের পদ্ধতিতে, দুটি স্টাইল অনুসরণ করা হয়ে থাকে ঃ

১। "আমি যা বলব বা আদেশ করব তা নিঃসর্তে ও নিঃশব্দে পালন করবে (authoritarian style)।

২। "তোমরা আমাকে বলবে যে কিভাবে কাজটা করা উচিত, কাজের গুণমান উন্নত করার জন্য— আমি ব্যাপারটা বুঝব এবং তোমাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে বলব (প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে) রাজি করার (Democratic style)

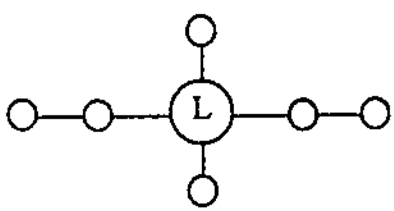

"আমার আদেশ মতো সব কাজ হবে"
(authoritarian style)

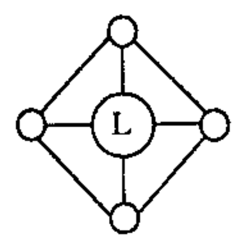

"তোমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব" (Democratic style)

প্রসঙ্গক্রমে দুটি সোসিওগ্রাম উল্লেখ করা হল ঃ

যে কোনো অবস্থা বা পরিস্থিতিতে যখন গোষ্ঠীজীবন শুরু হয় প্রায় সেই অবস্থা বা পরিস্থিতিতে গোষ্ঠী জীবন পরিচালনা করবার প্রয়োজনে যে ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করে গোষ্ঠী তাকেই নেতৃত্ব দানের সুযোগ দেয়। দুই ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠা "বন্ধু" গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এই ব্যাখ্যা বা বর্ণনা প্রযোজ্য। সাধারণত, প্রাথমিক চরিত্রের গোষ্ঠীজীবনে এই ধরনের নেতৃত্বের চলন স্বাভাবিক।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, শিক্ষক এবং মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি কোনো কোনো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংগঠিত পদ্ধতিতে গোষ্ঠীবদ্ধ শিক্ষার্থীদের কাজ করিয়ে নেবার দক্ষতা প্রতিষ্ঠানের

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধ্যাপক Lindgre এই ধরনের উদীয়মান নেতাদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে বলেছেন ঃ

"..... the kind of individual who is most likely to find satisfactions in an organizational context is th one who enjoys work for its own sake ; the taks-oriented person"—কর্তব্যপরায়ণ" বা "কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব"।

১৯৮০ সালে বর্তমানে গ্রন্থকার একটি সার্ভে রিসার্চের (উচ্চমাধ্যমিক) ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে) ফলাফলের উপর নির্ভর করে সিধান্তে এসেছিলেন যে গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দানের (বা নেতৃত্ব করার) উপযুক্ত ব্যক্তি বিশেষদের নিম্নোক্ত গুণ ও সামর্থ থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

(১) পরিশ্রমী।

(২) সৃজনশীল।

(৩) খুব মন দিয়ে কথা শোনে (উত্তর দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে না)

(৪) অনুগামী গোষ্ঠী গড়তে পারে।

(৫) অনুগামীদের অনুরাগী করতে পারে।

(৬) গোষ্ঠীর প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্য কর্মীতে রূপান্তর করে।

(৭) সমস্যার মোকাবিলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে।

(৮) প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা করা সর্বপ্রথম কর্তব্য মনে করে।

(৯) গোষ্ঠীর বন্ধু-বান্ধবদের লক্ষ ও পথ ঠিক করতে সাহায্য করে।

(১০) গোষ্ঠীর প্রত্যেকের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সিধান্ত নেয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব প্রসঙ্গ ঃ

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় "নেতৃত্ব" প্রসঙ্গ সব সময়েই প্রয়োজন-ভিত্তিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দায়িত্ব যার ঔপর ন্যস্ত হয় নীতিগতভাবে তিনি-ই নেতা। তিনি, পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যমণি। কিন্তু, গণতান্ত্রিক পধতিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দক্ষতা না থাকলে তাঁর ভূমিকা প্রশ্নের অবতারণা করে। ফলে, তাঁর পরিচালন নেতৃত্বের অবমূল্যায়ন ঘটে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যেমন, কোনো বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন ঃ

The management board must regard principal's opinion in educational matters as final (including day to day conduct of the institution); the board must provide necessary finance to him in time; and must not discharge him/her without reasonable cause, adequate warning and opportunity to explain the charges levelled against him/her. It is expected to accept the opinion of him/her in the matters of appointments of teachers and other staff through the power of Board is almost supreme, in practice, if the rules are not violated.

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন উদ্যোগী শিক্ষক বিভিন্ন ভূমিকায় দায়িত্ব গ্রহণ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে। যেমন ঃ

(১) পরিচালক মণ্ডলীতে শিক্ষক নির্বাচিত প্রতিনিধি রূপে।

(২) অধ্যক্ষের অনুরোধে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় পালন করে।

(৩) অধ্যক্ষের বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য সহকারী হিসাবে কাজ করে।

(৪) একজন আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

(৫) প্রতিষ্ঠানের সংকটে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

(৬) সহকর্মীদের বিশ্বস্ত ও উপকারী বন্ধুর নিঃস্বার্থভাবে পালন করে।

(৭) প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থে শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করতে।

(৮) শিক্ষার্থীদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে, বিশেষগুণের সমাদর করতে। জাতীয়তাবোধ এবং সামাজিক, দায়বদ্ধতার সচেতনতা সৃষ্টি করতে। অভিভাবকদের সুপরামর্শ দিতে ইত্যাদি।

অধুনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায়, বিশেষত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, ছাত্র-নেতাদের একটি আমন্ত্রিত ভূমিকা আছে। বিচক্ষণ অধ্যক্ষ ছাত্রছাত্রীদের অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধানে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারি প্রশাসনের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলীর রাজনৈতিক মতাদর্শের সমঝোতা না-থাকলে অনেক ক্ষেত্রে সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলী অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এই সমস্যার মোকাবিলায় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষক সমিতির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সমস্যার সমাধান করে থাকে।

১০.৪ প্রশ্নাবলি

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ জীবন প্রণালীর একটি উপ-প্রণালী--- ব্যাখ্যা করো।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রণালী বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

৩। প্রতিষ্ঠানের বাতাবরণ বলতে কী বোঝো? নিজের ভাষায় লেখো।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব প্রসঙ্গ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য বিবৃত করো।

৫। টীকা লেখো ঃ

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ দায়িত্বগুলি

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অণুপ্রণালীর মিথস্ক্রিয়া

(গ) সোপানবাহী শিক্ষান্তর

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাতাবরণ।

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জি

Aberle. D.F. (1950). the functional pre-requisites of a society, **ETHICS,** 60, 100–111 B. Kuppuswamy (1961) An Introduction to social psychology. Asia Publishing House, Bombay

Becker, H. S. (1971) Social Class Variations in the Teacher-pupil Relationship. In Cosin, Dale and Swift (eds.) **School And Society,** Routledge kegan Paul, London.

Becker, H. S. (1971). Labelling Theory Reconstituted. In Rock and McIntosh (eds.) **Deviance And Social Control.** Travistock, London.

Berlin, I. (1978) **Karl Ma'rx.** Ox-ford University Press. London. Bottomore, T.B. and Rubel, M.(eds.) (1963). **Karl Marx : Selected writings In Sociology and Social Philosophy.** Penguine Books.

Bose Sukumar. (2005). **Sociological Foundation of Education.** (in Bengali). Distance Education Dept. Tripura University.

Bose Sukumar (1997). Impact of Urbanization on Cultural Environment (Scenographic Analysis), **SURVEY,** I I S W BM. Calcutta.

Bose, Sukumar (2000). Victimology, **Journal of Criminology & Criminologistics.** (Millenium Issue). M. H. S. Govt. of India. Delhi.

Bourdieu. P. and De-Saint, Martin, M. (1974). In Egglestone, J. (ed.). **Contemporary Research in Sociology of Education.** Methue London.

Buch. M. B. (ed.) (1979). **Second Survey of Research In Education.** (1972-1978). SERD. Baroda.

Chitinis, Suma (1974). Sociology of Education. In A **Survey of Research In Sociology And Anthropology.** I C S S R (II). Popular Prakashan. Bombay.

Corsini, Raymond, J. (1977). **Current Personality, Theories** Peacock Publisher, Illinois.

Coser, L. A. (1997) **Masters of Sociological Thought.** Harcourt Brace. New York.

Desai Chitra (1976) **Girls Education & Social Change.** Seth & Co. Bombay.

Durkheim, Emile (1956). **Education And Sociology.** Free Press. New York.

Glasner, P. (1977). Sociology of Secularization. Routledge Kegan Paul. London

Giddens Anthony (2001). **Sociology : Themes And Perspectives** (4th Edn.). U.K.

Gore, M.S., Desai, I.P. and Chitnis, Suma (Eds). **Papers In Sociology of Education In India.** N C E R T. New Delhi.

Govt. Of India (1983). **India. Reference Manual MIB.** Delhi Govt. Of India (1993). **India Reference Manual, MIB.** Delhi.

Haralambos, M. and Heald. (1980). **Sociology : Themes And Perspectives.** Oxford University Press. New Delhi.

Haldar, G (2006). **Samajvidya related to Education.** Banarjee Publication Kolkata.

Hand book of Information On a Few Issues : **National Trust For Welfare of Persons** With Autism. **Cerebral Palsy, Mental Retardation And Multiple Disabilities.** M.S.J.E. Govt. Of India, New Delhi.

Husen, T. (1975). **Social Influences on Educational Attainment.** OECD, Paris.

International Inst. Of Educational Planning. Reduction of REgional Disparities (1981). **The Role Of Educational Planning.** U N E S C O, Paris.

Karl Mannersim and Wac Steaart (1964). **An Introduction to The Sociology of Education.** Routledge & Kegan Paul. London.

Krech. D, crutchfield R. S. Ballachy, E.L (1962), Individual In Society, Mc Graw Hill, Kogakusha

Lemert Edwin (1972) : **Deviance, Social Problems And Social Controls.** Prentic Hall.

Lenin. V.I. (1963). On Communist Mortality. Gospolitizat. Moscow.

Mahapatra A. (1996) Sociology (Bengali) Indian Book Concern, Calcutta.

Mathur, Y.B. (1973). **Women's Education in India.** Univ. of Delhi

Mathur, S.S. (1978). **A Sociological Approach to Indian Education. Agra.**

Merton, R. K. (1975). **Social Theory and Social Structure.** Free Press, Glenco.

National Polivy Of Education (1986). M. H. R. D. Govt of India, Delhi

Naik, J. P. (1972). **Education of the Scheduled Tribes.** I C S S R. New Delhi.

— — (1972). **Education of The Scheduled Castes,** I C S S R. New Delhi.

Panchanadikar, K. C. (1961). Determinants of Social Structure And Social Change. In India. **Soc. Bull, XI, Oct., 1435.**

parsons, T. and Bales R.F. (1956). Family : **Socialization & Interaction Process.** Routledge and Kegan Paul, London.

Parsons. Talcott (1952). **The Social System.** Tavistock. London

Panday. P.N. (1988). **Education & Social Mobility.** Daya pub; Delhi.

Rao, M.S.A. (ed.) **Urban Sociology In India : Reder and Source book.** Orient Longmans, New Delhi.

Report of Education Commission (1964–1966). Govt. of India. Ministry of Education. New Delhi.

Report of Fourth A.I. Education Survey (1982). NCERT., Delhi

Report of West Bengal DPEP (2002). And **Press Chipping. M.S.J.** and Emp., Govt of India. Scholarship of H. P. for higher Education (A. B. Patrika dt. 30/7/03)

Sharma, K. L. (1997) **Social Stratification In India : Issues & Themes. SAGE,** New Delhi.

Sharma K. L. (1992). **Women's Education & Social Development.** Kaniskha Pub. House New Delhi.

Shah, B. V. and Shah, K. B. (1998), **Sociology of Education.** Rawat Publication. Bombay.

Scase, R. (1977). **Industrial Society : Class, Clevage and Control.** Allen & Unwin. London.

Sen, Mina (1977). A study on the Mentality of Bengalee Girl Students in condemnatory activities. Doctoral Dissertation. Calcutta University.

Srivastava, H. C. (1974). **The Genesis of Campus Violence** in Benaras Hindu University - I. I. P., Varanasi.

Shah, S. A. (1978). **Dangerousness–A pardign.** American Psychologist. March, 224–238.

Talisra, H. (2002). **Sociological Foundation of Education.** Kanishka, Delhi.

Tayler, Willam (1977). **The Sociology of Educational Inequality.** Methuer, London.]

Tayler, Ian, Walton Paul, and Young Joek. (1973). **New Criminology : For a Social Theory of Deviance,** Routledge & Kegan Paul, Longon.

U N D P (1998). **Social Problems & Welfare.** Agra.

Webb, Rob and Westergaard. (1991). **Social Stratification, Culture, Education. Sociology Rev. 1.**

Yogendra Singh (1979). **Social Change in India.** New Delhi.

NOTES